দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান ইখতিলাফে কিছু রাহবারী

তাবলীগের মজুদা হালতের বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ও কয়েকজন গণ্যমান্য দেওবন্দী আলেমের কিছু রাহবারী।

আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে। - সূরা হুজুরাতঃ ১০

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। - সূরা আল-ইমরানঃ ১০৩

তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। - সূরা আনফালঃ ৪৬

যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? - সূরা বাকারাঃ ১১৪

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক. – সূরা তওবাহঃ ১১৯

তরজমা ও তরতীবঃ মুফতী এনায়েত উল্লাহ

দাওয়াত ও তাবলীগের ইখতিলাফ নিরসনে

বরেণ্য উলামায়ে কেরামের উদ্যোগ ও দলিলপত্র

প্রকাশকঃ
দারুল ঈমান
১, পিলখানা রোড, ঢাকা – ১২০৫

প্রথম সংস্করণ
২৩ রমাযান, ১৪৪০
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
২৯ মে ২০১৯

২য় সংস্করণ
৫ সফর, ১৪৪১
২০ আশ্বিন ১৪২৬
৫ অক্টোবর ২০১৯

প্রচ্ছদঃ উম্মে আবু বকর সিদ্দিক

সর্বোচ্চ খুচরা মুল্যঃ ১৪০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ
কাকরাইল মসজিদ
শান্তিনগর বাজার
সকল জেলা ও থানা মারকাজ মসজিদ
প্রতীতি বইঘর, নীলক্ষেত

মেইলঃ ulamaekiramderuddog@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ https://sites.google.com/view/ulamaderuddog/

সূচিপত্র

ভূমিকা

الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي
أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بسم الله الرحمن الرحيم – و ذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين

বর্তমান সময়ে তাবলীগের মহান মেহনত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাই শুরু করিয়েছিলেন। [কথাটি বলেছেন প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মাকাতীবে সা'ঈদ, ৩০ নং চিঠি] এই মেহনতের মূল উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে দ্বীনের যে হালতের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন আবারো সেই হালতের উপরে উঠানো। [মালফুজাত নং ২৪ ও ৮৪] সেই পবিত্র জামানার মুসলমানদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল ঐক্যবদ্ধ থাকা, যাকে পরিভাষায় ইজতেমাইয়াত বলে। কুরআন কারীমে এবং হাদীসে পাকে এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব সহকারে তারগীব দেয়া হয়েছে। **আর এটা মূলতঃ এক আমীরের অধীনেই সম্ভব হয়।** এ ব্যাপারে এত বেশি হাদীস রয়েছে যে, হাদীসের প্রায় সকল কিতাবেই 'বাবুল ইমারত' নামে আলাদা অধ্যায়ই কায়েম করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ইস্তেমাইয়াত ও আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। এমনকি আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত একজন প্রখ্যাত সাহাবী, যিনি ইবাদত ও যুহদের ক্ষেত্রে অনেক উঁচু স্তরে ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার চুল পরিমাণ খেলাপ বরদাশত করতে পারেন না; ইস্তেমাইয়াত ও আমীরের ইত্ব'আতের খাতিরে তিনিও ফরয নামাযের মত হুকুমও ব্যত্যয় করেছেন!

একবার হজ্জের সফরে মিনায় আমীরুল মুমিনীন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যুহরের নামায কসর না করে চার রাকাত আদায় করলেন। এই ঘটনা কেউ আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বেশ কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় তাঁর সাথে মিনাতে ছিলাম, পরবর্তী দুই খলীফার সময়েও ছিলাম। তাঁরা সকলেই মিনাতে কসর করেছেন। অথচ আমীরুল মুমিনীন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কসর করলেন না? এভাবে সমালোচনা করা সত্ত্বেও আসরের ওয়াক্তে আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই কসর আদায় না করে ৪ রাকাত আদায় করলেন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, **(উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট করে) আমীরের বিরোধিতা করা এর চেয়ে ক্ষতিকর।** আসল ব্যাপার ছিল আমীরুল মুমিনীন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মুকাররমায় বিবাহ করেছিলেন এবং নিয়ত করেছিলেন সেখানে কয়েকদিন থাকবেন। ফলে তিনি মুসাফির ছিলেন না। বিষয়টি আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন না। তা সত্ত্বেও **তিনি উম্মতের ঐক্যের খাতিরে ফরজ নামাযেও ব্যত্যয় করলেন।** উম্মতের ঐক্য ও আমীরের আনুগত্য এমনই জরুরি বিষয়। [হায়াতুস সাহাবাহ ২/৩৬০ (দারুল কিতাব)]

পরবর্তীতে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বনিবনা না হওয়ায় তিনি নির্জনবাস করেছেন; তবুও বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে উম্মতের ইজতেমাইয়াত নষ্ট করেননি। অথচ তিনি সাহাবাকেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের মধ্যে একেবারেই আউয়ালীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কিন্তু আফসোসের কথা হল, ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্রে এই ঐক্য বারবারই হোঁচট খেয়েছে। উম্মতের ঐক্য ভাঙ্গার এই চক্রান্ত সাইয়্যিদিনা উসমান যিন্নুরাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর জামানা থেকেই শুরু হয়েছে। অনেক চড়াই উতরাই পেড়িয়ে উম্মত আজ পর্যন্ত পৌঁছলেও মুসলমানদের ইজতেমাইয়াতের বিরুদ্ধে শত্রুরা কখনো থেমে থাকেনি। আজও তাদের চক্রান্ত অব্যাহতই আছে।

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অপার মেহেরবানীতে উলামায়ে হক্ক বরাবরই সকল ষড়যন্ত্রের বিপরীতে উম্মতের ঐক্য ধরে রাখতে সর্বদাই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ এই ধারাবাহিকতা এখনো পাক-ভারত উপমহাদেশে জারি আছে, এবং ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য জায়গাতেও আছে।

তাবলীগের চলমান ইখতিলাফ নিরসনে ব্রিটেনের মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, পাকিস্তানের মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ভারতের মাওলানা সালমান মাযাহেরী দামাত বারাকাতুহুম, মাওলানা ইফতেখারুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের এক জামাত একেবারে শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলেন। অন্যান্য আকাবির উলামায়ে কেরামও সতর্ক পর্যবেক্ষণ শেষে ধীরে ধীরে সময় ও হালত উপযোগী রাহবারী দিতে শুরু করেছেন। এই ইখতিলাফের বিষয়ে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা থেকে নিয়ে ফিলিস্তিন, আরব ও আজম এক কথায় সারা দুনিয়া থেকে, বিশেষ করে পাক ভারতের দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের মূল্যবান রাহবারী, বক্তব্য, সাক্ষাৎকার, মতামত, লেখনী, বিভিন্ন মাদারিসের দারুল ইফতার ফতোয়া সমূহ, সিনিয়র ত্বলবাদের মাকাতিব সমূহ সাধ্যমত তাহকীক করে মূল উৎসের রেফারেন্স সহ সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের নিকট এবং বিশেষ ভাবে দ্বীন দরদী তাবলীগের সাথী ভাই ও হযরতে উলামায়ে কেরামের খেদমতে সংকলনখানি পেশ করছি।

এই কিতাবটি শুধুমাত্র কোন একপক্ষ তাঈদ বা সমর্থন করার জন্য নয়। বরং তাবলীগের মেহনতের শত বছরের শাশ্বত মানহাজ, কেন্দ্রীয় মারকাজ নিযামুদ্দিনসহ দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য মারকাজসমূহ এবং জান মাল বাজী রেখে মেহনত করা লাখো আকাবির ও সাথীদের পক্ষে চিরন্তন দলিলপত্রের সামান্য নমুনা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সারা দুনিয়ার অগণিত মুসলিম নারী পুরুষ বাচ্চা এমন কি তামাম ইনসানের হেদায়েতের জন্য কবুল করেছেন। আর এটা শুধু দাবী নয়, বরং উলুল আমর তথা উলামায়ে রাব্বানীগণ তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্যে, বিশ্বখ্যাত ইলমী মারকাজ গুলো তাঁদের কিতাব, প্রকাশনা এবং ফতোয়া ইত্যাদির দ্বারা প্রতিনিয়ত সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন।

কিতাবের ভিতের একটু কষ্ট করে চোখ বুলানো অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ দিবালোকের মতই কথাটি সকলের নিকট স্পষ্ট হবে। এবং পাঠকের এই অনুভতি আসবে যে, সে উলামায়ে দ্বীনের সোহবতে সময় কাটাচ্ছেন, যা হাদীসে নববীর ভাষায় জান্নাতের বাগান।

মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী দামাত বারাকাতুহুম

[ফকীহুল আ'সর হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী, জেনারেল সেক্রেটারি, ইসলামী ফিকহ একাডেমি, ইন্ডিয়া; সেক্রেটারি ও মুখপাত্র, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড।]

ইখতিলাফ মিটানোর উপায়

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন নিয়ামত দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। কিছু কিছু নিয়ামত সবার জন্যই সমান। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। যেমন সবাইকে সমান ভাবে দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চোখ, দুটি কান ইত্যাদি দেয়া হয়েছে। কিন্তু শোনার ক্ষমতা, দেখার ক্ষমতা, কোন বিষয় আয়ত্ব করার ক্ষমতা সবার সমান নয়।

এমন একটি নিয়ামত হল আকল বা বুদ্ধি, যা অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন। আকলের মাধ্যমে মানুষ চিন্তা ফিকির করে, বুঝে, নিজের রায় কায়েম করে। মানুষের দেখা বা শোনার ক্ষমতা যেমন একজন থেকে আরেকজনের ভিন্নতা আছে, তেমনি চিন্তা ফিকির করা, রায় কায়েম করার মধ্যেও একজনের সাথে আরেক জনের পার্থক্য আছে। তাই আপোষে রায় কায়েম করার ক্ষেত্রে ভিন্নতার কারণে ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা পয়দা হয়। ইসলামও এই ইখতিলাফ সমর্থন করে।

দ্বীনের সীমানার মধ্যে যে ইখতিলাফ হয় তাঁর মোয়ামেলা অনেক নিচু পর্যায়ের। আর দ্বীনে হক্ক ও বাতিলের মধ্যে যে ইখতিলাফ হয় সে ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা এই উসুলের উপরে নির্ভরশীল– "আখেরাতের নাজাত ঈমানের উপরে নির্ভরশীল, কিন্তু দুনিয়ার নেজাম এমন নয় যে, কেউ ঈমান না আনলে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই; তার জান মাল ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা থাকবে না। আর না তাকে ঈমান আনার ব্যাপারে মজবুর করা যাবে।" কেননা আকলের ইখতিলাফ তথা মতপার্থক্য মানুষের ফিতরত তথা স্বভাবগত। আর ইসলাম ফিতরতী দ্বীন।

এ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে সাহাবাকেরামের জামানা থেকেই ইখতিলাফ চলে আসছে। এই ইখতিলাফ যেমন আকায়েদের বিষয় হয়েছে, তেমনি ফুরুঈ (শাখাগত) ও ফিকহী বিষয়াদীতেও হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ভিন্নভিন্ন দল ও ফেরকাও তৈরি হয়েছে। কিন্তু **উলামায়ে কেরামের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা ছিল নিজেদের অভিমতের উপরে দলিল প্রমাণ পেশ করা এবং মুখালিফ অভিমতগুলো যদি গোমরাহীর সীমায় না পৌছায় তাহলে নিজের মতামত এমন ভাবে পেশ করা যাতে সাধারণ মানুষ অন্যান্য মতাবলম্বীদের গোমরাহ ও বাতিল ধারণা না করে।**

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে আশাইরা, মাতুরিদীয়া, হানাবিলাদের মধ্যে ফিকরী ইখতিলাফ এবং ফিকহী মাযহাবগুলোর ইখতেলাফের ধরণও এমন। ফলে পরস্পর বাতিল মনে করা হয় না।

আর এই **ইখতেলাফে অন্যান্য মতগুলো যদি অত্যন্ত গোমরাহীযুক্ত ও বাতিল হয়, সেক্ষেত্রে তরীকা হল নিজের মতামতকে সহীহ দালায়েলসহ পেশ করা এবং অন্যের গোমরাহী মতকে উপযুক্ত দলিল সহকারে জরুরত পরিমাণ বাতিল সাব্যস্ত করা। এক্ষেত্রে যদি কেউ এসব বিষয়কে কবুল না করে তবে তাকে মজবুর বা বাধ্য করা যাবে না।** ইসলামী হুকুমত ব্যাতিত কারোই হক্ক নেই যে, কাউকে না মানার কারণে শক্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করে। কেননা **কুফরের বিপরীতে ঈমান**

আনার জন্য কাউকে বাধ্য করা বা ঈমান না আনার কারণে শক্তি প্রয়োগ করা; এটাও শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমানকে মতভিন্নতার কারণে দমন করা বা নিজ মত মানতে বাধ্য করার অনুমতি কিভাবে মিলতে পারে? একই সাথে এটাও জরুরি যে, কারো চিন্তা ফিকিরের মধ্যে ইখতিলাফ পয়দা হলে তার ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে আলোচ্য বিষয় বানানো যাবে না। কেননা এতে মানুষের নফসানিয়াত শামিল হয়ে যায়। বহু কথা শুনা যায় যার কোন হাকিকত খুঁজে পাওয়া যায় না। অথবা কিছু মাত্রায় হাকিকত পাওয়া গেলেও এর সাথে আরও রঙ চং মাখিয়ে তোহমৎ ও অপবাদ রটানো হয়।

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে দুই গ্রুপের যে হাঙ্গামা হয়েছে তা শুধু জামাতের সাথে জড়িতদের জন্যই আফসোসের কারণ নয়, বরং জামাতের সাথে ফিকরী মুখালিফীনরাও (আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বী) এই ঘটনা মেনে নিতে পারেন না। একজন নির্ভরযোগ্য আলেম, মুফতী এবং হিন্দুস্তানের মারকাজী দরসগাহের একজন উস্তাদের (মুফতী হারিস) নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি সে সময় ঢাকাতেই ছিলেন এবং ঘটনাস্থলের খুবই নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করছিলেন। পরিস্থিতির কারণে উভয় পক্ষ আলাদা ভাবে ইজতেমার (জোড়) তারিখ করেছিল। একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উভয়ের ইজতেমার মাশোয়ারা হয়েছিল। যাদের আগে তারিখ ফয়সালা করা ছিল, তার পূর্বেই অপরপক্ষ ঐ একই জায়গায় নিজেদের লোক দিয়ে ভরে রেখেছিল। এই প্রতিপক্ষটি তাদের এই দমনমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে মাদ্রাসার ছাত্রদের ব্যবহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। অপরপক্ষ তাঁদের নির্ধারিত সময়ে এসে দেখল যে, প্রতিপক্ষ ময়দান দখল করে রেখেছে, আরও বিভিন্ন বাঁধার সৃষ্টি করছে, প্রবেশ পথ তালাবদ্ধ করে রেখেছে; তাঁদের ঢুকতে দিচ্ছে না।

অবশেষে যাদের তারিখ নির্ধারিত ছিল তারা আসতে আসতে এক বড় মজমা হয়ে গেল এবং তাঁদের প্রবেশ করতে না দেয়ায় আপোষে সংঘর্ষের রূপ ধারণ করল। পুলিশ এসেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যারা ময়দান দখল করে ছিল তারা ভিতর থেকে ইট পাটকেল ছুড়তে লাগল। এতে কিছু লোক আহত হয়েছে। তখন তাদের (যাদের জোড়ের তারিখ ছিল) সম্মিলিত ধাক্কায় গেইট খুলে যায় এবং ভিতরে প্রবেশ করে (আত্মরক্ষার খাতিরে) হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছিল তা নিয়েই প্রতিহত করে। (এতে আপোষে সংঘর্ষ শুরু হলে উভয় পক্ষের) আরও কিছু লোক আহত হয়। কোন এক পর্যায়ে (দখলদারদের হামলায় আগমনকারীদের) একজন সেখানেই শহীদ হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেখানে প্রতি বছর ইজতেমা হত, সেখানে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করল।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এই মতবিরোধ এবং লড়াই ঝগড়া প্রতি গ্রামে গঞ্জে শহরে মসজিদে মসজিদে পৌঁছে গেল। এটা খুবই আফসোসের কথা। মুসলমান যদি ইসলামের কারণে ইসলামের শত্রুদের হাতে জখম হত তবে এতটা আফসোস হত না, যতটা আফসোস এখন হচ্ছে। কেননা এখানে আক্রান্ত ও আক্রমণকারী উভয়েই দাড়ি টুপি ও পাগড়ীওয়ালা। উভয় পক্ষই মুসলমান, বাহ্যিক সুরতে দ্বীনদার এবং একই মাকসাদ ও একই মিশনের দাবিদার। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করা দরকার এ থেকে উত্তরণের উপায় কি? এমন পরিস্থিতে কুরআন মাজীদের শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও নির্দেশনা যথেষ্ট হবে।

প্রথমত কুরআন মাজীদ আমাদের শিক্ষা দেয়,

এক, **সকলে আমরা মিলে মিশে এক হয়ে থাকব। ইখতিলাফ থেকে বেঁচে ইত্তেহাদের রাস্তা ধরব।** আল্লাহ তায়ালা ফরমান وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [সূরা আল-ইমরানঃ ১০৩] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

এই আকড়ে ধরা ইখতেলাফের সাথে সম্ভব নয়। ইজতেমাইয়াতের সাথে সম্ভব। কুরআন মাজীদেও স্পষ্ট করে হয়েছে যে, ঈমানদারগণ যদি ঈমান ও আমলে মজবুত থাকে, কিন্তু আপোষে জোড় মিল না থাকে, ইখতিলাফ ও ইন্তেশার থেকে দূরে না থাকে তবে তাঁরা হিম্মতহারা হয়ে যাবে। وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। [সূরা আনফালঃ ৪৬] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

দুই, **যদি ইখতিলাফ দূর করা না যায় তবে সুলাহ (সন্ধি) করার চেষ্টা করা।** কুরআন কারীমেও বলা হয়েছে সন্ধি একটি উত্তম আমল। وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [সূরা নিসাঃ ১২৮]

সন্ধি আখেরাতের ব্যাপারে তো অবশ্যই ভালো, দুনিয়ার ব্যাপারেও একটি উত্তম পন্থা। কেননা এতে না কোন পক্ষ জিতে আর না হারে। মুসলমান তো বটেই! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের সাথেও সব সময় সন্ধি করার চেষ্টা করেছেন। মাক্কী জিন্দেগীতে তিনি জানতেন মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করা গেলে মক্কায় মুশরিক ও মুসলিম উভয় পক্ষই নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। মদীনা মুনাওয়ারাহ এসে তিনি প্রথমেই মদীনায় বসাবসরত ইয়াহুদীদের সাথে একটি চুক্তি করে নিয়েছেন। এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে চুক্তিপত্র করা হয় এবং দস্তখতও নেয়া হয়। এরপর তিনি আরবের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথেও বিভিন্ন সময়ে সন্ধি করেছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা সীরাতের কিতাব সমূহে মওজুদ আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফিরদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি করেছেন, যেখানে তিনি বাহ্যিক ভাবে মক্কাওয়ালাদের প্রায় সকল শর্তই কবুল করে নিয়েছেন। অনেক মুসলমানও তখন এ কথা ভেবেছিলেন এই সন্ধিতে প্রতিপক্ষকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

যদি অমুসলিমদের সাথে সন্ধি করা যায়, তবে আহলে কিবলা, আহলে ঈমান, একই পথের পথিকদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কেন সন্ধি করে ইখতিলাফ মেটানো যাবে না? মুসলমানের বিবাদমান পক্ষগুলোই যে শুধু সন্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক তাই নয়, বরং অন্য মুসলমানদেরও দায়িত্ব শুধু বসে বসে তামাশা না দেখা। যেমন কোন কুস্তি প্রতিযোগিতায় দুই পক্ষ তালি বাজায়, একে অপরকে উৎসাহিত করে; এমন যেন না করা হয়। বরং তাদের মধ্যে একটি সমঝোতা ও সন্ধি করার চেষ্টা করা। এজন্য ইরশাদ হয়েছে, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে [সূরা হুজুরাতঃ ১০] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

এক মুমিন অন্য মুমিন থেকে বে-তায়াল্লুক থাকতে পারে না। মুসলমান ভাই ভাই। তাই তাদের মধ্যে কোন বিরোধ হয়ে গেলে অন্য মুসলমানদের দায়িত্ব তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়া। সন্ধির সর্বোত্তম সুরত হল, **প্রথমত**, উভয় পক্ষ মিলে এক হয়ে যাবে। যদি না হওয়া যায় তবে **দ্বিতীয় সুরত** হল নিজেদের মধ্যে আমল বণ্টন করে নেয়া। উভয় পক্ষ যদি সাংগঠনিক ভাবে এক হতে না পারে তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যৌথ কাজগুলোতে পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখবে। এরপর কেউ যদি আসে মুশতারিক (অংশগ্রহণমূলক) ভাবে ভালো আচরণ করবে। যতটুকু পারা যায় তাঁদের সাথে মিলে কাজ করা। যেমন কুরআন মাজীদে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তোমরা যদি নবীর ব্যাপারে একমত হতে নাও পার, তাওহীদ ও আখেরাতের ব্যাপারে তো উভয়ে একমত হতে পার। সুতরাং কমপক্ষে আমরা আমাদের মুশতারিক (যৌথ) এজেন্ডাগুলোর মধ্যে কবুল করে নিতে পারি।

সন্ধির **তৃতীয় সুরত** হল তাকসীম বা বণ্টন। এই তাকসীম মেহনতের দিক দিয়ে হতে পারে, অথবা সময় ও স্থানের দিক দিয়েও হতে পারে। যেমন এই এলাকায় আমরা কাজ করব, ঐ এলাকায় তোমরা করবে। অমুক মসজিদে আমরা ইজতেমা করব, তমুক মসজিদে তোমরা ইজতেমা করবে। একে অপরের কাজে দখলদারী করবে না। এটি ইখতিলাফ মিটানোর জন্য একটি মজবুত বুনিয়াদ।

ইসলামে সিয়াসী নেজামে একটি বুনিয়াদী মত হল, পুরা দেশ ও মুসলমানদের সকল এলাকাগুলো একই ঝান্ডার নিচে হবে। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জামানা পর্যন্ত এই অবস্থা স্থায়ী ছিল। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় শামে পৃথক রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। ঐ সময় কিছু কিছু সাহাবাকেরাম ও আকাবির তাবেয়ীদের রায় ছিল উভয় পক্ষ নিজ নিজ এলাকায় থাকুক, যাতে যুদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ও হানাহানি না হয়। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ই'সার (অন্যকে নিজের উপরে প্রাধান্য দেয়া) দিয়ে কাজ নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী এভাবে কার্যকর হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে উম্মতের বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে মিলিয়ে দিবেন। এরপর হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের পুরা জামাতের আমীর হয়েছিলেন।

বনু উমাইয়ার ৯০ বছরের শাসনামলের পরে বনু আব্বাসের হুকুমত কায়েম হয়েছিল। দুঃখজনক যে তাদের অল্প কিছু নেককার লোক বাদে পুরা সময়টা নিজেরা বিরোধ ও খুনাখুনিতে ব্যস্ত ছিল। বনু আব্বাসের সময় আন্দালুসে বনু উমাইয়াদের রাষ্ট্র ছিল। তখন ফকীহগণ রায় দিয়েছিলেন, যদিও মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্রের নিয়ম নেই তবুও মুসলমানদের রক্তপাত রোধ করার স্বার্থে আলমী খিলাফতের পাশাপাশি এটা মেনে নেয়া যেতে পারে। (এই অনুচ্ছেদটি সংক্ষেপিত।)

ইত্তিহাদ বা একতাঃ

ইশতিরাক ও তাকসীম ছাড়া শেষ পন্থা হল- আপন খেয়ালে একপক্ষ হক্ব অন্যপক্ষ গলদের উপরে হওয়া সত্ত্বেও উভয় পক্ষের মতভিন্নতা বরদাশত করা। এক্ষেত্রে করণীয় হল **নিজ মতকে দলিল সহকারে উপস্থাপন করে যাওয়া এবং নিজ কাজ করে যাওয়া। অন্যপক্ষের সাথে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে**

লিপ্ত না হওয়া। যেখানে কুফর সত্ত্বেও কোন অমুসলিমকে ইসলামের উপরে বাধ্য করা যায় না, সেখানে মুসলমানদের এক পক্ষকে কিভাবে নিজের মতের উপরে আনতে বাধ্য করা যেতে পারে?

আমাদের দায়িত্ব হল দলিল সহকারে যে বুঝ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তার উপরে অটল থাকা। কিন্তু অন্যকে বাধ্য করা নয়। **একজন মুফতীরও দায়িত্ব হল, কেউ প্রশ্ন করলে নিজের বুঝ মত শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা। যদি দুইপক্ষের মধ্যে কোন ইখতিলাফ দেখা যায় তখন উত্তম হল, উভয়পক্ষের জিম্মাদারদের ডেকে বুঝানো। যদি কোন এক পক্ষ আসতে না চায় তখন নিজেই দ্বীনের উঁচু ফায়দার দিকে তাকিয়ে দুইও পক্ষের নিকট গিয়ে মিমাংসা করার চেষ্টা করা।** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সালামা গোত্রের দুইপক্ষের বিরোধ মিটানোর জন্য নিজে তাঁদের কাছে গিয়ে সমঝোতা করে দিয়েছিলেন। এরপরও **কারো ব্যাপারে ফতোয়া দেয়ার প্রয়োজন পড়লে মুফতী সাহেব শুধুমাত্র শরঈ দলিল সহকারে ফতোয়া দিবেন। এটা কার্যকর করা তাঁর দায়িত্ব নয়।**

অর্থাৎ চেষ্টা করতে হবে দুইপক্ষের মধ্যে যেন ইত্তেহাদ বা ইশতেরাকে আমাল বা তাকসীমে আমল হয়। যদি সম্ভব না হয় তখন গুরুত্বপূর্ণ হল, নিজ রায়ের উপরে ইস্তেকামাতের পাশাপাশি অন্যকেও বরদাশত করে নেয়া। কুরআন মাজীদের কাফেরদের ব্যাপারেও এ কথা বলা হয়েছে,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ‘তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার।’ [সূরা কাফিরুনঃ ৬]

যদি তারা ঈমান না আনে ও তাওহীদ কবুল না করে তবে একটাই রাস্তা যে প্রত্যেকে নিজ নিজ তরীকার উপরে থাকবে, কিন্তু একে অপরকে বাধ্য করবে না, দমন করবে না।

অন্য স্থানে এরশাদ হয়েছে, لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

আমাদের জন্য আমাদের আমল, তাদের জন্য তাদের আমল। একে অন্যের আমলের ব্যাপারে জবাব দিতে হবে না। [সূরা বাকারাঃ ১৩৯, সূরা কসাসঃ ৫৫, সূরা শূরাঃ ১৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব উম্মতের হেদায়েতের জন্য পেরেশান থাকতেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনার কাজ শুধু পৌঁছে দেয়া। আপনাকে তাঁদের জন্য দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়নি।

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ‘আপনি তাদের শাসক নন।’ [সূরা গশিয়াহঃ ২২] (মাওলানা মুহিউদ্দিন রহঃ)

তাবলীগী জামাত এই শতকে ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় আন্দোলন। এর প্রভাব শহর গ্রাম, আলেম আওয়াম, শিক্ষিত মূর্খ, শাহী দরবার থেকে গরীবের ঝুপড়ি এমন কি অমুসলিমদের মধ্যে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও ফায়দা এই আন্দোলনের কর্তাপুরুষ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইখলাস, জযবা ও দরদের ফসল। এই কাজের সাথে আল্লাহ তায়ালার মদদ ও নুসরত দ্বিপ্রহরের সূর্যের মতই স্পষ্ট। যারা এই মেহনতের সাথে আমলী ভাবে শরীক, তাঁরা অনেক মোবারক ও ভাগ্যবান। এবং আমাদের জন্যও বহুত বড় আশার আলো।

পরস্পর বিরোধে লিপ্ত বন্ধুদের প্রতি আহ্বানঃ

আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যদি এই মেহনত বিগড়ে যায়, তবে আমাদের মত হতভাগাও আর কেউ হবে না। এজন্য সকলের অত্যাবশ্যক (ফরয) দায়িত্ব হল, ইত্তিহাদের (ঐক্য) দিকে

অগ্রসর হওয়া। যদি সম্ভব না হয় তবে ইশতিরাক (যৌথ ভাবে কাজ করা) ও তাকসীমে (ভাগাভাগি করা) আমলের দ্বারা কাজ চালিয়ে যাওয়া। কমপক্ষে এতটুকু জরুরি যে, নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং অপর ভাইকেও বরদাশত করা। এটা ইকরামুল মুসলিমীনের সর্বনিম্ন তাকাজা।

উলামায়ে কেরামের নিকট দরখাস্ত– আপনারা দাঈ হবেন, দারগা হবেন না। কেউ কোন সওয়াল করলে নিজের ইলম মোতাবেক জবাব দিবেন, কিন্তু অতিরঞ্জন করবেন না। মুনকার যে স্তরের হবে, নাকীরও সে স্তরের হওয়া চাই। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশসহ আরও ২/৩ টি মুসলিম রাষ্ট্রে খ্রিস্টানধর্ম ছড়িয়ে পড়ছে। কাদিয়ানীদের তৎপরতাও পুরা দমে চলছে। মুসলমানদের ঈমান হরণের এমন জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানকার সরকারও কোন ভূমিকা রাখেনি। সেখানে নাস্তিকতাও দিন দিন বাড়ছে। সুদী ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে। কত রোহিঙ্গা মুসলমানকে বাংলাদেশে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়ায়, তারা সমুদ্রেই দাফন হয়ে গেছে! কিন্তু আফসোস সেখানকার উলামায়ে কেরাম এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখেননি। কিন্তু আপোষে ইখতিলাফের ব্যাপারে তাঁদের জযবা এমনই যে, পতিপক্ষকে দমন করতে তাঁরা যেন বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে যাচ্ছেন। এ কেমন অদূরদৃষ্টিতার কথা যে, মানুষ তার আসল দুশমন চিনতে পারবে না, নিজেদের মধ্যে ইখতিলাফ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে!

তাবলীগী ভাইদের দায়িত্ব হল, তাঁরা এমন মুয়ামেলার ফয়সালার জন্য, এমন কিছু উলামায়ে কেরাম নির্ধারণ করবেন যারা উভয় পক্ষের নিকট আস্থাশীল। তাঁরা দ্বীনের দরদের সাথে ইখতিলাফ দূর করার চেষ্টা করবেন। নিজেরা ফরীক (আলাদা) হওয়া থেকে বাঁচবেন। প্রয়োজন পড়লে অন্যদের খোশামোদ করবেন। ইত্তেফাকের সুযোগ যদি না হয় তবে অপরপক্ষকে বরদাশত করার মানসিকতা পয়দার দিকে গুরুত্ব দিবেন। যদি বিশেষ কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তবে প্রশ্নকারীকে স্পষ্ট করে (উপযুক্ত দলিলসহ) তার জবাব দিবেন।

আমাদের ভারতে শুধু তাবলীগী ইজতেমা হয় না; বরং দেওবন্দী, বেরেলভী, জামায়াতে ইসলামী আহলে হাদীস সবাই ইজতেমা করেন। এখন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তাঁরাও পৃথক পৃথক ইজতেমা করেন। যদি মুসলমানদের এই মানসিকতা হয় যে, আমাদের একই মতাদর্শের লোকেরাই শুধু ইজতেমা করতে পারবে, অন্যরা পারবে না; এজন্য বাঁধা দেয়া বা দমন করা শুরু হয়ে যায়, তবে উম্মতের মধ্যে ইন্তেশার/অস্থিরতা পয়দা হবে। মিল্লাতে ইসলামী বিগড়ে যাবে। আমরা কুরআনের ভাষায় সীসা ঢালা অটুট দেয়াল হবার বদলে ভাঙা দেয়াল হয়ে যাবো যেখানে প্রতিটি ইট পৃথক পৃথক। *[ঈষৎ সংক্ষেপিত]* লিঙ্কঃ http://bit.ly/2MRah1w [৯]

[এই কিতাবে যে সকল সম্মানিত উলামায়ে কেরামের রাহবারী আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুমই টঙ্গীর দুর্ঘটনা নিয়ে আলাপ করলেন। বাংলাদেশে এই দুর্ঘটনা নিয়েও অনেক অসত্য ও নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে নিযামুদ্দিনের অনুসারীদের দোষারোপ করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম মুফতী হারিস সাহেবের বরাত দিয়ে যা বলেছেন সেটাই প্রামাণ্য। এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত নিরপেক্ষ তাহকীক আমরা পরিশিষ্ট ২ -এ দেখব ইনশাআল্লাহ। (এই কিতাবের ৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)]

মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহুম

[তিনি ভারতে দাঈ-এ-আকবর, দাঈ-এ-আযম নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় তাঁর হাতে কমপক্ষে দশ হাজার কাফের মুসলমান হয়েছে। এদের মধ্যে বাবরী মসজিদ শহীদকারী সহ অসংখ্য কট্টর হিন্দুত্ববাদী লোকও রয়েছে। তিনি সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা। 'আপ কি আমানত', 'নাসিমে হেদায়েত কে জোঁকে' নামক দুটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকরী পুস্তিকার লেখক। তিনি ২০১৭ সালের হজ্জের সফরে মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে দেখা করেছেন। আবার পরে তিনি মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের সাথেও দেখা করেছেন। উল্লেখ্য তাঁর মেহনতের দ্বারা যারা নওমুসলিম হচ্ছেন তাঁদের প্রাথমিক তরবিয়ত ও ইসলামের সাথে প্রাথমিক পরিচিতির জন্য তিনি নিযামুদ্দিনেই পাঠিয়ে থাকেন।]

উভয় পক্ষের মুরব্বীদের ব্যাপারে আমাদের ধারণা ভাল হওয়া জরুরি

তাবলীগের মজুদা হালতের বিষয়ে তিনি এক ভিডিও বার্তায় নিযামুদ্দিন মারকাজের প্রশংসা করে বলেন বর্তমানে ভারতবর্ষসহ সারা দুনিয়াতে দ্বীনী যত উন্নতি দেখা যাচ্ছে এর পিছনে এই মারকাজের মেহনতের অনেক বড় ভূমিকা আছে। তিনি বলেন এজন্য এই মারকাজ এবং মেহনতকে দিল থেকে কদর করা উচিত। বর্তমানে যে হালত চলছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের বিরুদ্ধে অনলাইনে এবং লিখনী ও বক্তৃতায় যে কর্মকাণ্ড হচ্ছে তিনি একে পুরা উম্মতের জন্যই খুবই দুঃখজনক হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি ২০১৮ সালের ইজতেমার সময় মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রতি বাংলাদেশের কিছু আলেমদের আচরণে খুবই দুঃখিত হন। তিনি দাবি করেন মাওলানা সা'দ সাহেব উলামায়ে কেরামের সকল অভিযোগের উপরে রুজু করেছেন।

এরপর বিভিন্ন জনের থেকে মেসেজ পেয়ে তিনি বলেন, একজন সাধারণ মুসলমান হিসাবেই সকল মুসলমানের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের দরদ থাকা চাই। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাণী শুনান যে, দ্বীনের কাজ করেন এমন যে বযুর্গগণ আহলে হক্ক হিসাবে সাবেত হয়ে গেছেন তাঁদের ব্যাপারে সামান্যতম খারাপ ধারণাও দ্বীনী ও ঈমানী আত্মহত্যার সামিল। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলা দূরের কথা সামান্য বদগুমানীও আত্মহত্যার মত।

তিনি বলেন–আমাদের জন্য সকল বুযুর্গ বিশেষত এই মেহনতের কর্মী সকলেই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। সবার কাছে বিনীত নিবেদন, সবাই দুআ ও এস্তেগফারে মশগুল হই এবং বদগুমানীপ্রসূত বা বিরোধপূর্ণ অডিও ভিডিও পোস্ট করে সময় নষ্ট না করি। আমাদের হাতের ব্যবহার পায়ের ব্যবহার এমনকি আমাদের দিলে (কু) ধারণার ব্যাপারেও জেরা করা হবে (সূরা বনী ইসরাইলঃ ৩৬)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

আমাদের সাথীদের জন্য নিরাপত্তার রাস্তা হল, এ কথা ভাবা যে, **উভয় পক্ষেই আকাবির হযরতগণ আছেন। তাঁদের কারো সম্পর্কে সামান্য খারাপ ধারণা করা আত্মহত্যার সামিল হবে। আমরা যে যার সাথে সম্পর্ক রাখি তাঁর সাথে মিলেই কাজ করি অসুবিধা নেই, কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে অন্য পক্ষের কারো বিরুদ্ধে না লাগি।** আমরা একজন খারাপ লোক যেমন চোর, ডাকাতের ক্ষেত্রেও যদি তার দোষ গোপন করে ভালো ধারণা রাখি, তার ব্যাপারেও ভালো কথা বলি তবুও আল্লাহ তায়ালা এই ভালো ধারণার কারণে পুরষ্কার দিবেন। অপর দিকে এমন একজন খারাপ মানুষের

ব্যাপারেও যদি খারাপ ধারণা রাখি, আল্লাহ জানেন হতে পারে তার শেষ জীবন ভালো হবে, (আল্লাহর হাতেই সব) তাহলে এটা ক্ষতির কারণ হবে। এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়।

সাধারণ মানুষ, গুনাগার থেকে গুনাগার মানুষের ব্যাপারেও খারাপ কিছু বলা বিপদজনক। সেখানে এই উভয় পক্ষের বুযুর্গ যেমন নিযামুদ্দিন মারকাজের মাওলানা সা'দ সাহেব এবং অন্যান্যগণ; মাওলানা সা'দ সাহেবের বংশের কত ইহসান এই মিল্লাতের উপরে। শেখ জিয়াউদ্দিন সুলামী, মুফতী ইলাহি বখশ, মাওলানা ইলিয়াস সাহেব, মাওলানা ইউসুফ সাহেব থেকে নিয়ে **এই ব্যক্তি (মাওলানা সা'দ) সেই খেলাধুলার জামানা থেকে নিজের জীবন, যৌবন সবকিছু দ্বীনের দাওয়াত, উম্মতের ফিকির ও কল্যাণের জন্য বিলীন করেছেন।** অন্যপক্ষের আকাবিরীনগণও দাওয়াতের জন্য, উম্মতের জন্য নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিয়েছেন।

তাঁদের কারো ব্যাপারে একটা অসমীচীন বাক্য বলাও খুবই ক্ষতিকর। আফসোসের কথা হল, আমাদের আকাবিরগণ খারাপ লোকদের জন্যও ভালো ভালো কথা বলতেন। যদি আপনি কোন অত্যন্ত ফাসেক, খারাপ, চোর ডাকাতের ব্যাপারেও নেকগুমান (ভাল ধারণা) করেন, তবে এ কারণে আল্লাহর দরবারে আপনি আজর পাবেন। সেও আপনার ধারণা ও বলার দ্বারা ভাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যদি আপনি ঐ খারাপ মন্দ লোকের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করেন, তবে প্রথম কথা হল, ঐ লোকটির মৃত্যু হতে পারে আল্লাহর ওলী হয়ে। আল্লাহর দরবারে তো শেষ সময়ের অবস্থা ধর্তব্য। তখন আপনি আল্লাহর দরবারে শাস্তিযোগ্য হবেন। ইতিহাসে এমন ঘটনা অনেক বিদ্যমান।

আমাদের জন্য নমুনা হলেন হযরত হাসান বসরী রহঃ। ইয়াজিদের ফাসেকীর ব্যাপারে উম্মতের ইজমা আছে। কিন্তু তিনি তার ব্যাপারেও বলতেন ইয়াজিদ খুব সুন্দর কবিতা বলতে পারে। এক চোর ছিল; এতবার চুরি করে ধরা পড়েছে যে, হাত পা সবই কাঁটা যাওয়ার পরে তার ফাঁসি হচ্ছিল। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহঃ বলেন, এর মধ্যে ইস্তেকামাত আছে। নেকীর উপরে এমন ইস্তেকামাত থাকা চাই। তিনি এমন লোকের মধ্যেও ভালাই খুঁজে পেয়েছেন।

দু'জন মুখলিস আল্লাহওয়ালার মধ্যে আপোষে মতবিরোধ হতে পারে। উভয়ের নিকটেই সহীহ ও ইখলাসসমৃদ্ধ দলিল থাকতে পারে। উভয়েরই ফিকির উম্মতের ভালাইয়ের জন্য হতে পারে। হযরত মাদানী এবং থানভী নাওয়ারাল্লহু মারকাদাহু কত বড় ইলমওয়ালা এবং মুখলিস ছিলেন, অথচ তাঁদের রায়ে পার্থক্য হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও অন্যান্য সাহাবাকেরাম উম্মতের জন্য কত খায়েরখা ছিলেন। (অথচ আপোষে বিরোধ হয়েছে।)

তাই নিবেদন হল, আপনারা যে কারো সাথেই থাকুন (অসুবিধা নেই), কিন্তু অন্যপক্ষের সাথে মুখালেফাত (বিরোধপূর্ণ ব্যবহার) করবেন না। এ সময়ে উম্মত বড় মজলুম। এ সময় দরকার ছিল তায়েফে পাথর খাওয়া নবীর মত কাউকে। তাই এসময়ে নিজেদের সময় নষ্ট না করা। **আমি কাউকে বাধ্য করব না যে, আপনি অমুককে হক্ক মনে করুন বা তমুককে হক্ক মনে করুন। আপনি আপনার মতই থাকুন, কিন্তু অন্যদের পিছনে লাগতে যাবেন না।** আল্লাহ তায়ালা এই উম্মত এবং এই মোবারক মেহনতের পিছনে যে শয়তানী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তা উম্মতকে বের করে আনুন। *[সংক্ষেপিত ও সরলীকৃত]* লিঙ্কঃ http://bit.ly/2lYkFt0 [১০]

মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির ফিকির

[শায়খুল হাদীস মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম জামানার সূর্য সন্তান; বেফাকুল মাদারিস পাকিস্তানের প্রধান ছিলেন; বুখারী শরীফের শরাহ (ব্যাখ্যা) কাশফুল বারীর মুসান্নিফ (লেখক বা ভাষ্যকার)। মুফতী ত্বকী উসমানী ও মুফতী রফী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমসহ অনেক আকাবির উলামায়ে কেরাম তাঁর ছাত্র।

তিনি দীর্ঘদিন থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমত করেছেন এবং ইলম হাসিল করেছেন। মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহঃ তাঁকে এতই পছন্দ করতেন যে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করতেন। তাছাড়া তিনি শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিরও খাদেম ও ছাত্র ছিলেন। মাওলানা ইদ্রিস কান্ধালাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর অন্যতম উস্তাদ। গত ১৫ জানুয়ারী ২০১৭ তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (এই কিতাবের ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

তিনি পাকিস্তানের অন্যতম পুরাতন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামিয়া ফারুকিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন পরিচালক ছিলেন। জামিয়া ফারুকিয়া হুবহু আসহাফে সুফফার নাহাজে প্রতিষ্ঠিত। এখানে একজন শিক্ষার্থী ছোটবেলা ঢুকবে অক্ষরজ্ঞান শিখবে– এরপর আর কোথাও তাকে পড়তে হবে না। এখানেই উচ্চতর গবেষণাধর্মী পড়াশুনা করতে পারবে। যাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে তুলনা করলে বলা যায়, প্লে গ্রুপ থেকে পিএইচডি পর্যন্ত। সম্পূর্ণ শিক্ষা জীবনে তাঁর খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, পড়াশুনা, চিকিৎসা বাবদ এক পয়সাও খরচ নেই। মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি আজীবন আসহাফে সুফফার নাহাজেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আজও সেভাবেই চলছে। বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ ছাত্র রয়েছে।

তিনি আলমী শূরার শরঈ ভিত্তি নিয়ে উপমাহাদেশের উলামায়ে কেরামের সতর্ক করে চিঠি দেন। কেউ কেউ তার বিপরীত ফতোয়া দেয়ার চেষ্টা করলে তিনি সেসবের জবাবও দেন। কিতাবের পৃষ্ঠা সীমিত রাখতে আপাতত আমরা এ ব্যাপারে আমরা ভারতের প্রবীণ দাঈ তাবলীগের পুরাতন সাথী হাফেজ ইয়াসির সাহেবের মুজাকারা এবং একটি চিঠির অনুবাদ লিপিবদ্ধ করছি।]

নব আবিষ্কৃত বিদআত সুপ্রীম শূরার হাকীকত

ইসলামের ১৪৪০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটা বাতিল তরীকা ঢুকানোর চেষ্টা হয়েছে যে, কোন দ্বীনী জামাত বা প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলবে।

যার মধ্যে দুইটি সূক্ষ্ম বিষয়, তা হল

১. কোন নির্দিষ্ট আমীর হবে না বরং একটি সুপ্রীম শূরা হবে। যার সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে এক এক করে আমীর হবেন একেক দিন, সপ্তাহ বা মাসের জন্য আমীর হবেন।
২. কোন গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা অধিকাংশ সদস্যের রায়ের উপরে হবে। যেমন শূরা সদস্য যদি ১০ জন হয় তাহলে ৬ : ৪ অনুপাতে ৬ জনের রায়ের উপরে ফয়সালা হবে।

উল্লিখিত দুটি বিষয়ই কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট খেলাপ।

উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হযরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব নাওয়ারল্লহু মারকাদুহু, আল্লাহ তাঁর কবর নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন, এই বাতিল ফিকিরের পরিণাম সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি জীবনের শেষ সময়ে উম্মতকে অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি গোমরাহী থেকে হেফাজত করেছেন। উম্মতের উপর এক নতুন বিদআত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার মূলোৎপাটন করেছেন। ২০১৫/১৬ সালের দিকে যখন উম্মতের উপর এই নতুন বিদআত প্রতিষ্ঠার নাপাক তদবীর করা হল, আমাদের আকাবিরে উলামায়ে কেরামের এক অংশকে ভুল বুঝিয়ে এই ষড়যন্ত্রে ফাঁসিয়ে ফেলেছিল। তখন হযরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব আকাবিরে উলামাদের প্রতি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন যে, যদি তাবলীগের মেহনতকে এসব ইখতিলাফ থেকে মুক্ত করা না যায় তাহলে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। আকাবিরে উলামা তাই এ ব্যাপারে ফিকির করুক।

উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে ইজতেমায়ী ভাবে পত্রগুলোর জবাব হিসাবে মাওলানা শাহেদ মুজাহেরী হাকিমি হাফিজহুমুল্লাহ পত্র পাঠিয়েছেন। সেখানে নবআবিষ্কৃত সুপ্রীম শূরা প্রতিষ্ঠার উপরে তাঁদের অবস্থান ব্যক্ত করেন। এবং দলিল হিসাবে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন।

হযরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মতবিরোধের মূলসূত্র সুপ্রীম শূরাকে কুরআন, হাদীস এবং নিজের দীর্ঘ মুতালাআর হাওয়ালা দিয়ে শক্ত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন এর সাথে ইসলাম এবং শরীয়তের কোনও সম্পর্ক নেই।

স্বপ্ন ও কাশফের যেসব দলিল দিয়ে এই মনগড়া শূরা প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা হয়েছে সে ব্যাপারে তারিখী বাক্য উচ্চারণ করে বলেন, স্বপ্ন ও কাশফ দলিল হতে পারে যদি এর বিষয়বস্তুর পক্ষে কুরআন হাদীসে কোন সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু স্বপ্ন ও কাশফের বিপরীত কোন কিছু যদি কুরআন হাদীসে পাওয়া যায়, তখন ঐ কাশফ বা স্বপ্ন বর্জনীয়।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kKwmn3 [২২]

মাওলানা শাহেদ সাহারানপুরীর যুক্তি খণ্ডন করে মাওলানা সালিমুল্লাহ খানের রহঃ এর উত্তর

প্রিয় মাওলানা সাইয়্যেদ শাহেদ সাহারানপুরী (হাফিজাহুল্লাহ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

কিছুদিন ধরে হিন্দুস্তানে তাবলীগের মারকাজ বস্তি নিযামুদ্দিনে ইখতিলাফ হয়ে যেসব দ্বন্দ্ব হচ্ছে এবং এর ফলে দাওয়াত ও তাবলীগের এই মোবারক মেহনতে (আল্লাহ না করুন) যেসব ক্ষতির আশঙ্কা করছি তাতে আমি অধম এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েছি। এই অস্থিরতা ও পেরেশানির কারণে আমি নিযামুদ্দিন মারকাজের জিম্মাদারদের নামে এবং হিন্দুস্তানের আরো বড় বড় প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের নামে কয়েকটি চিঠি প্রেরণ করেছি। আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে আপনারা মোবারক মেহনতকে নিজের কাজ মনে করে এর রাহবারী ও ইসলাহের দিকে নজর দিন। পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্তানে ডাক মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ অনিশ্চিত। তাই আমি এসব চিঠি

মৌলভী হুজাইফাকে (যিনি থানাভবনের খানকায়ে এমদাদিয়ার মুতাওয়াল্লী মাওলানা নাজমুল হাসান সাহেবের সাহেবজাদা) নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের পৌঁছানোর ওয়াদা নিয়ে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম তিনি ওয়াদা মাফিক জিম্মাদারী পালনার্থে সমস্ত চিঠিগুলো সঠিক স্থানে পৌঁছাবেন। কিন্তু তিনি যেভাবে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তা হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি করতে পারে না। এটা শরীয়তেরও খেলাপ এবং বদআখলাকী। এবং অত্যন্ত দুঃখজনকও বটে।

যাইহোক, এসব চিঠির মধ্যে একটি চিঠি আপনার নামে এবং মাওলানা তালহা কান্ধালাভীর নামেও ছিল। আমার চিঠির প্রত্যুত্তরে আপনার চিঠি দেখে বুঝতে পেরেছি, আমার চিঠিটি আপনার কাছে কয়েক সপ্তাহ পরে পৌঁছেছে, যা আপনি মাওলানা হুজাইফা ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যমে পেয়েছেন। আপনার জবাবী চিঠি পেয়ে আমার অস্থিরতা ও পেরেশানী আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল কথা ছিল প্রধানত নিযামুদ্দিন মারকাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ‘নেজামে শূরাইয়াত’ ও ‘নেজামে ইমারত’ নিয়ে। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অধিকাংশ হযরতগণ শূরাইয়াতের সমর্থক। অথচ মাওলানা সা’দ সাহেব নেযামে ইমারতের উপরে অনড়। *[এই চিঠি ২০১৬ সালের। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। খুবই সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে কোন উলামায়ে কেরামই শূরায়ী নেজাম শরীয়তসম্মত মনে করেন না। হযরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহিই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নেযামে ইমারত মানে তাবলীগের পরিচালনা আহলে শূরা ও একজন স্থায়ী আমীরের অধীনে হবে। আর শূরাইয়াত হল স্থায়ী আমীরবিহীন শূরার দ্বারা পালাবদল করে নেজামে তাবলীগ পরিচালনা করা। যার পক্ষে কুরআন হাদীস ও সীরাতে কোথাও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।]*

আপনার চিঠিতে শূরায়ী নেজামের উপরে এসরার বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু এসব এসরারের বুনিয়াদ স্বপ্ন ও কাশফের উপরে করা হয়েছে। আমি অধম যখন এই চিঠি পড়েছি তখন থেকে এটা আমাকে আরো চিন্তিত করে ফেলেছে যে, দেওবন্দের আহলুস সুন্নাত হযরতগণ এবং তাঁদের ফুজুলপ্রাপ্তগণ কোন দিকে পা বাড়াচ্ছেন! অথচ **আমাদের মাসলাকের বিশেষত্বই এটাই ছিল যে, এখন যেহেতু ওহীর মাধ্যমে ফয়সালা করার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তাই আমাদের ফয়সালা হওয়া উচিত কুরআন, হাদীস, দালায়েল ও ইজতিহাদের বুনিয়াদের উপরে। স্বপ্ন ও কাশফ তো শুধুমাত্র ‘হুজ্জাতে মুতমায়িন্নাহ’ [কুরআন ও হাদীসের মোয়াফেক হলে গ্রহণযোগ্য নতুবা বর্জনীয়] এবং কেবল সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য।**

(মাআজাল্লহ – আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) **দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনতকে যদি স্বপ্ন, কাশফ ও তাজরবার উপরে খাড়া করা হয়, তাহলে এই মেহনতের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে? যে কেউ যে কোন কিছু ফয়সালা করানোর জন্য স্বপ্ন ও কাশফের গল্প শুনাবে। এক্ষেত্রে কারো কাছে কোন জিনিসের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে সে তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন ও কাশফের গল্প ফেঁদে বসবে। এমতাবস্থায় এই মেহনতের রুখ/গন্তব্য কোনদিকে যাবে তা সহজেই অনুমেয়।**

এখানে উল্লেখ্য যে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে সাহাবা কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের পারস্পরিক ইখতিলাফ (বিরোধ) যুদ্ধের আকারে পৌঁছলেও তাঁরা না কেউ কারো পক্ষে কোন কাশফের বয়ান শুনিয়েছেন, আর না স্বপ্নের উপরে ভিত্তি করে কোন ফয়সালা করেছেন।** আপনারা জানেন যে, কিছুদিন পূর্বে রায়বেন্ড মারকাজে কাশফের ভিত্তিতে কিছু ফয়সালা করায় মেহনতের কত ক্ষতি হয়েছিল! এবং কাজ বিপদজনক পথে চলে গিয়েছিল!

এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের গণ্ডির ভিতরে আমি অধম সামান্য যতটুকু পড়াশুনা করেছি তাতে এই অধমের মায়লান 'নেজামে ইমারতের' দিকে। **অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীরের ইত্বআতের হুকুম দিয়েছেন। এবং আমীরের ইত্বআত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন।**

আপনাদের মত যোগ্য হযরতদের নিকট এসব হাদীস বর্ণনা করা আমার মত অধমের জন্য মুনাসিব নয়। **শূরার জরুরত অস্বীকার করি না। কিন্তু শূরা তো আমীরের জন্য হয়।** আহলে শূরাগণ যত মজবুত দ্বীনদার ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন, তাঁরা আমীরকে ততবেশি সহীহ রাহবারী করতে পারবেন। এই জিম্মাদারীকে সায়্যিদিনা আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের খুতবায় এভাবে বর্ণনা করেছেন,

فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني

"যদি আমি সঠিক পথে থাকি তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি মন্দ কাজ করি তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করে দিবে।"

হযরত আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই অমর বাণী আজও আমাদের পথপ্রদর্শক। এরই ভিত্তিতে বলা যায়, **কিছু কিছু তাবলীগী হযরতদের এই কথা বলা সঠিক হচ্ছে না যে, "ইমারত মানেই হল বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের তাবলীগের এই মেহনতকে এক ব্যক্তির জেহেন ও মেজাজের অনুগামী করে ফেলা"।** [নিযামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য, পৃষ্ঠা-৫৬ তে এই অভিযোগটি করা হয়েছিল যে, ইমারত মানেই হল বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের তাবলীগের এই মেহনতকে এক ব্যক্তির জেহেন ও মেজাজের অনুগামী করে ফেলা। মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহঃ অনেক আগেই এই কথাকে শরীয়তের আলোকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করে গেছেন।]

আহলে শূরা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আমীরের সঠিক রাহবারী করবেন এবং ভুলগুলো সংশোধন করে দিবেন। যদি (আল্লাহ না করুন) সংশোধন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তাঁকে ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিবেন। সর্বোপরি অধমের দৃষ্টিতে **আমীরবিহীন শূরা একেবারেই অর্থহীন ও বেকার মনে হচ্ছে।**

আমি একথা গভীর ভাবে চিন্তা ফিকির করে আপনাকে এবং মাওলানা তালহা সাহেব কান্ধালাভীকে (রহঃ) চিঠি পাঠিয়ে ছিলাম যে, আপনারা এই ইখতিলাফকে মিটানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু আপনার লেখায় স্পষ্টতই শূরায়ী নেজামের দিকে পক্ষপাত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মাওলানা তালহা সাহেবের তাবলীগী ভাইদের প্রতি যে উপদেশনামা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে সাথীরা আরো হিম্মতহারা হয়ে পড়বে। *[২০১৬ সালের চিঠি, যখন এই সঙ্কট একেবারেই*

প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। মাওলানা তালহা রহমাতুল্লাহি আলাইহি *এরপর আমৃত্যু মাওলানা সা'দ এবং নিযামুদ্দিন মারকাজকে শতভাগ সমর্থন করে গেছেন। এই কিতাবের ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]*

এখন দুআর সাথে সাথে আমলী ভাবে ময়দানে অগ্রসর হবার সময়। নতুবা স্পষ্ট নজরে দেখা যাচ্ছে, এই কাজ যা অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বড় কোন বিরোধ ছাড়াই চলছিল, তা এই অস্থিরতা ও বিভক্তির খপ্পরে পড়ে নিজস্ব রুহানিয়াত, একনিষ্ঠতা ও মারকাজিয়াত হারাবে। পরিশেষে আমাদের ব্যর্থতাও ফুটে উঠবে। আমাদের ভূমিকা আমাদের পূর্ববর্তী আকাবিরদের অনুরূপ না হলে তাঁরা আমাদের আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী বানিয়ে দিবেন। হাশরের ময়দানে আমাদের বুযুর্গদের সামনে লজ্জায় পড়তে হবে। *[মারকাজিয়াত হল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকা। মারকাজিয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।]*

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নিকট দুআ করি যেন তিনি আমাদের দ্বীনের এমন সমঝ, দ্বীনের হেফাজতের এমন জযবা এবং আখেরাতের ধ্যান খেয়াল নসীব করেন যাতে আখেরাতে আমাদের লজ্জিত হতে না হয়। আমীন।

আমরা যদি এই কাজ নিজেদের কাজ মনে না করি, বরং এই কথা বলে তাঁদের দূরে ঠেলে দিই যে, "এটা তাবলীগের মুরুব্বীদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, এখানে আমাদের জড়ানো মুনাসিব হবে না। যদি তাঁরা আমাদের পরামর্শ চায় তাহলে পরামর্শ দিব।" *[শূরাপন্থীরা বারবার দারুল উলূম দেওবন্দের দোহাই দিয়ে ফিৎনা করেছে। এ বিষয়ে বারবার দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তাঁরা তাবলীগের অভ্যন্তরীণ বলে এড়িয়ে গেছেন। মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।]* তাহলে কখনো এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দাওয়াতের কাজ আমাদেরই কাজ। আমাদের বুযুর্গদের রেখে যাওয়া ফসল। এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ ভালাই ও খায়েরই গালেব। আল্লাহ তায়ালা এই কাজের হেফাজত ফরমান। আমাদেরও এই কাজের কদর করার তাওফিক দান করেন।

অধমের পক্ষ থেকে হযরতের নিকট আবারো বিনীত আরজ যে, নিজেদের ফয়সালা ও কর্তব্য পুনঃবিবেচনা করবেন। দাওয়াত ও তাবলীগের এই মোবারক মেহনতকে নিজেদের তজরবা ও ইজতিহাদের উপরেই সীমাবদ্ধ না করা। বরং কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া শুধুমাত্র তাবলীগের মেহনতের বিশ্বব্যাপী প্রভাব, মারকাজিয়াত ও রুহানিয়াতকে সামনে রেখে নিজেদের দ্বীনী রুসুখ দিয়ে বর্তমান হালত পরিবর্তনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

ওয়াস সালাম
সালিমুল্লাহ খান
মুহতামিম, জামিয়া ফারুকিয়া, করাচী।
সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, পাকিস্তান
সভাপতি, ইত্তেহাদে তানজিমাতে মাদারিসে দ্বীনিয়াহ, পাকিস্তান।
৩১ মুহাররম ১৪৩৮ হিজরী, মোতাবেক ২৩ অক্টোবর ২০১৬।

گرامی نامہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ العالی صدر وفاق المدارس پاکستان بنام مولوی شاہد مظاہری

جامعہ فاروقیہ کراچی

پوسٹ بکس نمبر 11020، شاہ فیصل ٹاؤن، بلاک نمبر 4
کراچی، پاکستان

JAMIA FAROOQIA KARACHI

P.O. Box No. 11020, Shah Faisal Town, Block 4
Karachi, Pakistan

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

عزیز گرامی قدر جناب مولانا سید شاہد سہارن پوری حفظہ اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ان دنوں ہندوستان میں تبلیغی مرکز بستی حضرت نظام الدینؒ میں آپسی اختلافات کی جو لہر چلی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں دعوت وتبلیغ کے مبارک کام کو، خدانخواستہ، جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس سے احقر کافی متاثر اور مضطرب ہے۔ اسی تشویش اور پریشانی میں احقر نے مرکز بستی حضرت نظام الدینؒ کے ذمے داروں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف مشاہیر اور علمائے کرام کو کئی خطوط ارسال کیے کہ خدارا دعوت وتبلیغ کے اس مبارک کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح اور درستی کی طرف متوجہ ہوں۔ پاکستان سے ہندوستان ڈاک کی ترسیل غیر یقینی سی بات ہے۔ احقر نے مولانا نجم الحسن تھانوی [متولی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون] کے صاحبزادے مولوی حذیفہ نجم تھانوی کو یہ تمام خطوط [اس وعدے پر کہ وہ یہ تمام خطوط فوراً ان کی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے] بذریعہ ای۔ میل ارسال کروائے تھے۔ امید تھی کہ حسب وعدہ وہ پوری ذمے داری سے تمام خطوط متعلقہ افراد اور مراکز تک بروقت پہنچا دیں، لیکن انھوں نے اس سلسلے میں جس غیر ذمے داری اور تساہل کا ثبوت دیا، وہ شرعی واخلاقی نقطہ نظر سے بالعموم اور حکیم الامۃ حضرت تھانوی قدس سرہ جیسے معاملات کے صاف اور محتاط بزرگ کے دامن سے وابستہ افراد کے لیے بالخصوص بہت ہی قابل افسوس اور لائق نفریں ہے۔

بہر حال ان بھیجے گئے خطوط میں سے ایک مشترکہ خط مولانا سید محمد طلحہ کاندھلوی اور آنجناب کے نام بھی تھا۔ آنجناب کے جوابی مکتوب سے معلوم ہوا کہ احقر کا یہ خط کئی ہفتوں بعد آپ تک (مولوی حذیفہ نجم تھانوی کے بجائے) کسی اور ذریعے سے پہنچا۔ آنجناب نے اپنا جو جوابی مکتوب ارسال فرمایا ہے، اس کو پڑھ کر تو احقر کے اضطراب اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

نظام الدینؒ مرکز میں موجود افراد کے مابین اصل نزاع ''شورائیت'' اور ''امارت'' کا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے اکثر تبلیغی حضرات شورائیت کے حامی ہیں، جب کہ مولانا محمد سعد کاندھلوی حفظہ اللہ کو ''امارت'' پر اصرار ہے۔ احقر نے آنجناب کا خط بغور پڑھا، اس میں بھی ''شورائیت'' ہی پر اصرار ہے، لیکن اس اصرار کی ساری بنیاد ''مکاشفات'' اور ''منامات'' پر کھڑی کی گئی ہے۔ احقر نے جب سے یہ تحریر پڑھی ہے، اس وقت سے یہ سوچ بار بار پریشان کر رہی ہے کہ حضرات اہل سنت دیوبند سے وابستہ بلکہ ان سے براہ راست فیض یافتگان کس طرف جا رہے ہیں؟! ہمارے مسلک کا تو اختصاص ہی یہ ہے کہ باب وحی بند ہو جانے کے بعد اب فیصلے اخلاص کے ساتھ کتاب وسنت، اسباب وقرائن اور دلائل واجتہاد ہی کی بنیاد پر کیے جائیں گے، مکاشفات ومنامات ''حجت مطمئنہ'' ہیں جو فقط بشارت یا انذار کا کام دے سکتے ہیں۔ اگر، معاذ اللہ، دعوت وتبلیغ کے نظم کو اس طرز اور انداز کا خوگر بنا دیا گیا تو یہ مبارک کام کس نہج پر چل پڑے گا؟! پھر کیا کسی غلطی پر گرفت اور صحیح کام کے رخ کا تعین ہو سکے گا؟! جوں ہی کسی غلطی پر کوئی گرفت ہو گی یا اسباب وقرائن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو گا تو اس کے خلاف فوراً کوئی مکاشفہ پیش کر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلافات ہوئے اور نوبت باہم جنگوں تک بھی پہنچی، وہاں تو کسی نے اپنا مکاشفہ نہیں سنایا، نہ کوئی فیصلے خوابوں کی بنیاد پر ہوئے۔ نیز! آپ جانتے ہی ہیں کہ اب سے کچھ عرصہ قبل پاکستان کے تبلیغی مرکز رائے ونڈ میں مکاشفات کی بنیاد پر کام کس خطرناک رخ پر چل پڑا تھا۔

Tel: +9221- 4571132, 4573865, 4599168, Fax: +9221- 4571525 e-mail: info@farooqia.com URL: www.farooqia.com
فیز II، شارع مفتی محمود (سابقہ حب ریور روڈ) کراچی
Phase II, Mufti Mahmood Road, (Formerly) Hub River Road, Karachi, Pakistan Tel: 7094208

کتاب وسنت کے محدود مطالعے کی حد تک احقر کا میلان ''امارت'' کی طرف ہی ہے۔ بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور امیر کی اطاعت سے روگردانی سے منع فرمایا ہے۔ آپ جیسے فاضل کے سامنے ان احادیث کا نقل کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ شوریٰ بہت ضروری ہے، لیکن وہ امیر کے لیے ہوتی ہے، شوریٰ جتنی مضبوط اور اس کے ارباب جتنے متدین اور فاضل ہوں گے، وہ امیر کو اسی قدر سیدھا رکھ سکیں گے۔ اسی ذمے داری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ خلافت میں: فإن أحسنت فاعينوني وإن زغت فقوموني، جیسے فصیح وبلیغ الفاظ میں بیان فرمایا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشادِ گرامی آج بھی ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔ لہٰذا بعض تبلیغی دوستوں کا یہ کہنا کہ ''امارت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت وتبلیغ کے عالمی کام کو فقط ایک فرد یعنی: امیر کے ذہن ومزاج کے تابع کر دیا جائے''، درست معلوم نہیں ہوتا، شوریٰ اور ارباب حل وعقد اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ اچھے کاموں میں امیر کی حوصلہ افزائی کریں اور غلط کاموں میں اسے سیدھا کر دیں اور اگر خدانخواستہ صورت حال بالکل ناقابل اصلاح ہو جائے تو اسے امارت سے معزول کر دیں۔ بہر حال احقر کی نظر میں بغیر امیر کے شوریٰ کا قیام ایک مہمل سی بات معلوم ہوتی ہے۔

• احقر نے یہ سوچ کر آپ کو اور مولانا محمد طلحہ کاندھلوی حفظہ اللہ کو خط بھیجا تھا کہ آپ حضرات اس تنازعے کے تصفیے کے لیے عملاً اور فعال کوششیں فرمائیں گے، لیکن آپ کا مکتوب تو سراسر جانب داری (محض شورائیت کی حمایت) کا مظہر ہے، جب کہ مولانا محمد طلحہ صاحب کا جو تبلیغی احباب کے نام ناصحانہ مکتوب انٹرنیٹ کے ذریعے مشتہر ہوا اور احقر تک بھی پہنچا وہ پست ہمتی اور شکست خوردگی کی ایک بیّن مثال ہے، یہ وقت دعاؤں کے ساتھ عملی طور پر میدان عمل میں اقدام کرنے کا ہے، ورنہ بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارا واحد کام جو اب تک نصف صدی سے زائد عرصے سے غیر متنازعہ چلا آ رہا ہے، اس اضطراب اور انتشار کے نتیجے میں اپنی روحانیت، فعالیت اور مرکزیت کو کھو دے گا اور خاکم بدہن ایسا ہوا تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ یہ طرز عمل ہمارے اسلاف کی محنتوں پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہو کر ہمیں عند اللہ مجرم بنا دے گا اور فردائے قیامت اپنے بزرگوں کے سامنے جو شرمندگی ہوگی وہ اس پر مستزاد ہے۔

احقر اللہ رب العزت سے دست بہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ایسی سمجھ، اس کی حفاظت کا ایسا جذبہ اور استحضار آخرت عطا کرے جس سے ہمیں آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، آمین۔ جب تک ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کر نہیں کریں گے اور یہ کہہ کر بات کو ٹال دینے کی روش نہیں بدلیں گے کہ ''یہ تبلیغی حضرات کا داخلی مسئلہ ہے، ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ بطورِ مشورہ کچھ پوچھیں گے تو مشورہ دے دیا جائے گا''۔ اس وقت تک صورت حال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ دعوت وتبلیغ ہمارا اپنا کام ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت کا ثمر ہے، اور اب تک بحمد اللہ اس میں خیر غالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔

احقر ایک بار پھر آنجناب سے درخواست گذار ہے کہ اپنے طرزِ عمل پر نظر ثانی فرمائیں، دعوت وتبلیغ کے مبارک کام کو اپنے تجربات اور اجتہادات کا مورد نہ بنائیں بلکہ غیر جانب دار ہو کر اور صرف تبلیغی کام کی عالم میں تاثیر، مرکزیت اور روحانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دینی رسوخ اور معاشرتی اثر کو بروئے کار لا کر موجودہ بگاڑ کی اصلاح کے لیے ازحد کوشش فرمائیں۔

والسلام

سلیم اللہ خان

سلیم اللہ خان

خادم جامعہ فاروقیہ، کراچی

صدر وفاق المدارس العربیہ، پاکستان

وصدر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، پاکستان

۲۱/محرم الحرام/۱۴۳۸ھ۔ ۲۳/اکتوبر/۲۰۱۶ء

মুফতী নাঈম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

[মুফতী নাঈম দামাত বারাকাতুহুম পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ আলেম। তিনি পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ মাদ্রাসা করাচী জামেয়া বিননূরীয়া আলমিয়া-এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক, বেফাকুল মাদারিস পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং বেফাকুল মাসাজিদ পাকিস্তানের সভাপতি এবং উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্যতম শীর্ষ নেতা। তিনি বিননূরীয়া ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট ও (নির্মাণাধীন) বিননূরীয়া হাসপাতালেরও প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি পাকিস্তানের মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণের অন্যতম পথিকৃৎ। আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ সুবিধা এবং সুন্নতী পরিবেশের সমন্বয়ে জামেয়া বিননূরীয়া আলমিয়া করাচীর প্রাণকেন্দ্রে প্রায় ১২ একর জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল ক্যাম্পাস। এখানে প্রায় ৮,০০০ ছাত্র পড়াশুনা করে এবং পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি বিদেশি ছাত্র পড়াশুনা এই মাদ্রাসাতেই পড়াশুনা করে। ২০০৫ সালেও প্রায় ৩০০০ বিদেশি পড়ত। ৯/১১ এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এর পরিমাণ কিছুটা কম। গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯ করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ডঃ পীরজাদা কাসিম রাজা সিদ্দিকী জামিয়া বিননূরীয়া পরিদর্শন করে মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।]

ইসলামে শূরা ও ইমারতের রূপরেখা এবং ইখতিলাফ মিটানোর উপায়

আল্লাহ তায়ালা ফরমান,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)' [سورة الأنفال]'

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (103)' [سورة آل عمران]'

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ,

বেশ কিছুদিন যাবত দাওয়াত ও তাবলীগের মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে দুই গ্রুপ হয়ে গেল। এক গ্রুপ আলমী শূরা (স্থায়ী আমীর বিহীন শূরা দ্বারা পরিচালনা) দাবি করে, অন্য গ্রুপ ইমারত (স্থায়ী আমীরসহ শূরার মাধ্যমে পরিচালনা) দাবি করে। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এমন ছিল যে, তাঁদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ ছিল না। আর এমন খালেস মেহনত ছিল, যাদের মাকসাদ ছিল শুধুমাত্র আমর বিল মা'রুফ ও নেহি আনিল মুনকার। (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।) আজকাল এক মেহনত নিজেদের নাহাজ থেকে সরে গিয়ে সারা দুনিয়াতে দু গ্রুপ ও দলে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে এরাই একমাত্র জামাত ছিল যারা দ্বীনের মেহনতের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক (একতা) সহ মুখলিস ছিল। আল্লাহ তায়ালা ফরমান,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" [সুরা আনফাল ৪৬]

আরেক স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ولا تفرقوا "তোমারা বিভক্ত হয়ো না।" [আল ইমরানঃ ১০৩]

তাই সর্বপ্রথম কথা হল, দারুল উলূম দেওবন্দ নিঃসন্দেহে আমাদের বড় প্রতিষ্ঠান ছিল এবং থাকবে। কিন্তু এটাও সত্য যে, দারুল উলূম দেওবন্দে আগে যেসব আকাবিরগণ ছিলেন তাঁরা আর নেই। এখন যারা আছেন তাঁরা সেই দরাজাতের নন। দারুল উলূমও বিভক্ত হয়ে এককে গ্রুপকে

সমর্থন করছেন। এখন উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ দারুল উলূম দেওবন্দের সমর্থন করছেন, কেউ কেউ করছেন না। এ কারণে দারুল উলূম দেওবন্দের এমন ফতোয়া না দেয়াই উচিত ছিল। কেননা ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় সামনে রাখতে হয়। দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ছাড়াই এই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এর ফলাফল ভালো হয়নি। দারুল উলূমের মত প্রতিষ্ঠান, যা আমাদের আকাবিরদের বহুত বড় নিশানাও বটে, তার সুনামও এ কারণে চরম ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মাওলানা সা'দ সাহেব সম্পর্কে যেসব আপত্তি উঠানো হয়েছে সে গুলো থেকে তাঁর পক্ষ থেকে মৌখিক ও লিখিত রুজু চলে এসেছে। যেহেতু রুজুও এসেছে তাই দারুল উলূমের উচিত ছিল রুজু গুলোকে প্রকাশ করে ছড়িয়ে দেয়া। এটাই আখলাকী ভাবে তাঁদের উপর জরুরি ছিল। কিন্তু তাঁরা এখনো রুজুর ব্যাপারে নিশ্চুপ রয়েছেন।

তৃতীয়ত, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন,
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
"আপনি তাদের সাথে মাশোয়ারা করুন।" [সূরা আল ইমরানঃ ১৫৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে নিজেই আমীর ছিলেন। এবং আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিয়েছেন মাশোয়ারার মাধ্যমে করতে। এমনই কুরআনে পাকে অন্যত্র নির্দেশ দিয়েছেন, وامرهم شوري بينهم "তাদের কাজ মাশোয়ারা ভিত্তিক হয়"

সুতরাং আমীর ছাড়া শূরার দাবি করা অথবা দুই দিন তিন দিন বা সপ্তাহ সপ্তাহ করে ফয়সাল পরিবর্তন করার দাবি করা স্পষ্টত শরঈ দিকে দিয়ে এবং কুরআন, হাদীস ও সুন্নতের পরিপন্থী ও গলদ। এ রকম কোন নিয়মই চলতে পারে না যে, প্রতি মাসে বা চার/পাঁচ দিন পর পর ফয়সাল পরিবর্তন করা হবে। এ রকম নিয়মের পরিণতি মন্দই হবে, কখনো ভালো হবে না। এ কারণেই, এই বিষয়টি নিয়ে যখন ইখতিলাফ এতই বেড়ে গেছে, উভয় পক্ষের কেউই একে অপরকে বরদাশত করতে পারছে না। বরং দিন দিন ঝগড়া বেড়েই চলছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির আসল মাকসাদ ও দাওয়াত ও তাবলীগের আসল মাকসাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে আপোষে ইখতিলাফে পৌঁছে গেছে। কোন মসজিদে জামাত গেলে শুরুতেই জিজ্ঞেস করা হয়, কাদের সাথে আপনাদের তায়াল্লুক? শূরা না ইমারত?

আর এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, আমীর ছাড়া শূরার অস্তিত্ব অসার। আবার আমীরেরও কর্তব্য শূরাদের পরামর্শ নিয়ে চলা। **কিন্তু তাই বলে নির্দিষ্ট শূরাদের কথা মেনে চলতে হবে এটা আমীরের জন্য লাজেম করা বা আমীরকে এভাবে কয়েদ করা সহীহ নয়।** তবে আমীর নিজের জন্য শূরা বানিয়ে নিতে পারেন। যেমন আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি তথা শূরাদের সাথে পরামর্শ করেই করতেন, এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুরও শূরা ছিল।

অতএব, **এভাবে কয়েদ লাগানো যে, কোন বিষয় এই আলমী শূরার সদস্যগণ ফয়সালা করলেই শুধুমাত্র মানা যাবে নতুবা মানা যাবে না, এটাও গলদ। যদি আমীর কোন শূরা বানান সেটাই মেনে নেয়া উচিত, ঝগড়া বিবাদ খতম করা উচিত।** *[উল্লেখ্য মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতি চারমাস পরে মুজাহিদ্দের*

বাড়ি ফেরার যে হুকুম জারী করেছিলেন তাতে কারো পরামর্শ নেননি। এর দ্বারা মুফতী নাঈম দামাত বারাকাতুহুমের এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় (মাকাতীবে সা'ঈদ, ৩৩নং চিঠি)।] তবে শর্ত হল আমীর ফাসেক ফাজের না হয় এবং কোন গুনাহ ও গলদ কাজে লিপ্ত না হয়। এমতাবস্থায় **আমার মতামত হল, ঝগড়া বিবাদ খতম করার সর্বোত্তম পন্থা হল, আমীর মেনে চলা।** রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর বানিয়েছিলেন, তখন সাহাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের একাংশ আপত্তি করেছিলেন যে, উসামাকে কেন আমীর বানানো হল। রাযিয়াল্লাহু আনহু। সে তো গোলামের বেটা। এখনো কাঁধে গোলামীর ছাপ আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমিই তাঁকে আমীর বানিয়েছি।

অতএব বুঝা যায়, আমীর হবার জন্য কোন খান্দানী বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে বড় হতে হবে এমন কোন শর্ত জরুরি নয়। **তাই এই মারাত্মক ঝগড়া ও ফিৎনা খতম করার এটাই একমাত্র পন্থা যে, আমীরের ইতায়াত মেনে নেয়া হোক। পক্ষান্তরে শূরাওয়ালাদের আমীর ছাড়া শূরা বানানোর যে প্রস্তাব, ইসলামে এর সামান্যতম সুযোগও নেই। এই দাবী পরিষ্কার ক্ষতি বয়ে আনবে।**

সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের বিজ্ঞ মুরুব্বী (আহলুল হল ওয়াল আকদ) নিজেদের স্বার্থ ও গরজ ত্যাগ করে খালেস আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইবেন। এই তরীকায় এই মাসআলার হাল হতে পারে। (সমস্যার সমাধান হতে পারে।) যেন আমরা আখেরাতে ইখতিলাফের সবব (মাধ্যম বা কারণ) না হই বরং ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদের সবব হই। হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহির আখেরী বয়ানেও বার বার গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, "উম্মত বনো। উম্মতপনার অর্থ হল, ইজতেমাইয়াতের উপরে এসে যাওয়া, ইখতিলাফ খতম করা।" এটাই তাঁর আখেরী বয়ান ছিল। আমরা যদি তাঁর এই তাকরীর পুনরায় ইয়াদ করে নিই, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ইবনে মুলজিম বড় জাকের, শাকের ও ইবাদাতগুজার ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আলীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যাকারী উম্মতের মধ্যে বড় মন্দ লোক হবে। কেননা সে উম্মতের মধ্যে ইখতিলাফ পয়দা করবে।

সর্বশেষে আমি বিনীত দরখাস্ত করব, মেহেরবানী করে, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের এই ইখতিলাফ খতম করুন। যেকোন পন্থাতেই হোক নিজেদের মধ্যে ইত্তেহাদ তথা একতা পয়দা করুন। নতুবা আমরা সবাই দুনিয়াতে ইখতিলাফের সবব হয়ে যাব।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2krUdrf [২৩]

ভিন্ন ভিন্ন মারকাজ বানানো ইখতিলাফ মিটানোর পন্থা নয়

[মুফতী নাঈম সাহেব তাবলীগের ইখতিলাফ খতম হবার উপরে কিছু দিক নির্দেশনা দিলে, শূরাপন্থী কিছু লোক তাঁর ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে। এর ভিত্তিতে তিনি আবারো ওয়াজাহাত করেন।]

সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আমি আগে যে ভিডিও প্রকাশ করেছি, তাতে কখনোই কোন পক্ষকে সমর্থনের তায়ীদ ছিল না। বরং মাকসাদ ছিল ইসলাহ হওয়া।

আজ পুরা উম্মতে মুসলিমা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত যেভাবে বিভক্ত করা হয়েছে তা বন্ধ করতে হবে। **এর তরীকা নয় যে, দুটো করে মারকাজ বানানো হবে এবং আপোষে একে অন্যের বিপরীতে বয়ান করবে। বরং একমাত্র তরীকা এটাই যে, সমস্ত লোকজন ও আকাবিরগণ নিযামুদ্দিনে জমা হয়ে যাবেন।** এবং সেখানে বসে যাবতীয় সমস্যা সমাধান করবেন। কেননা, নিযামুদ্দিনই আমাদের আকাবিরদের একমাত্র মারকাজ ছিল। সেখান থেকেই এই মেহনতের সূচনা হয়েছিল। আমাদের পুণ্যাত্মা আকাবিরদের রুহও (আত্মা) খুশি হয়ে যাবে যখন আমরা আপোষে নিযামুদ্দিন গিয়ে ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদ করব। **যেহেতু কোন ব্যক্তিই চিরস্থায়ী নয়, তাই নিযামুদ্দিনে যিনিই জিম্মাদার হন না কেন, নিযামুদ্দিন থেকে মারকাজ সরানো সারা দুনিয়ার জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনবে।** তাই জরুরি ভিত্তিতে আপোষে ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদ পয়দা করা হোক।

আমি পূর্বে যে কথা গুলো বলেছি তা কারো পক্ষে তায়ীদ করার উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং উদ্দেশ্য একটাই, আপোষে ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদ কায়েম করা। কারণ এই সময়ে পুরা উম্মতের মধ্যে এই একটি জামাতই ছিল যাদের মধ্যে ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদ ছিল। এখন তা দিনে দিনে খতম হয়ে যাচ্ছে। আজ উভয় পক্ষ থেকেই যে মেহনত হচ্ছে তা তাবলীগের জন্য নয়। বরং এক পক্ষ ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য করছে, অন্য পক্ষ শূরার জন্য। মেহেরবানী করে এসব ইখতিলাফ খতম করা হোক।

হযরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে কথাগুলো বলেছিলেন, দুনিয়ার কোন নেজামই ইমারত ছাড়া চলে না। **তাই যিনিই আমীর হন না কেন, ইমারত বহাল রাখা চাই। আর ইমারত ইত্তেফাকী হওয়া চাই।** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতবার জিহাদ ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জামাত বানিয়েছিলেন, জামাতে আমীর দিয়েছিলেন, কোন শূরা বানাননি। এই কারণে এই কথাকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝার চেষ্টা করা হোক। এটাকে নিজের যাতের উপর এবং নিজের মাওকিফের উপরে যেন না নেয়া হয়। বরং এর ভিত্তিতেই ইসলাহের চেষ্টা করা হোক। যদি আমরা এতে কামিয়াব হয়ে যাই, তাহলে ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেও কামিয়াব হব, আখেরাতেও কামিয়াব হব। ইখতিলাফের মাধ্যম হব না। আমরা তো দুনিয়া থেকে চলে যাব, কিন্তু যদি এই ইখলিতাফ রাখে যাই তাহলে আমাদের সন্তানাদি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2lZLyg8 [২৫]

মুফতী যার ওয়ালী খান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

[মুফতী যার ওয়ালী খান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমও পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ আলেম। তিনি 'শায়খুত তাফসীর' হিসেবে সমগ্র পাকিস্তানে এক নামে পরিচিত। তিনি পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামিয়া আরাবিয়া আহসানুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক; যা করাচীর প্রাণকেন্দ্র গুলশানে ইকবালে অবস্থিত। সম্প্রতি পাকিস্তানের তাবলীগের কিছু পুরাতন সাথী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি নিচের বক্তব্য দেন।]

তাবলীগ জামাতের মধ্যে শূরা ও ইমারতের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য?

তাবলীগ জামাতের বিভক্তি নিয়ে আপনাদের মনোবেদনার ব্যাপারে আমি অবগত হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তাবলীগ জামাতসহ অন্যান্য ইসলামী জামাত ও সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তাওফিক দান করুক।

প্রথম কথা হল তাবলীগ জামাতের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র নেজাম রয়েছে। এমতাবস্থায় তাবলীগের সাথে সম্পর্কহীন উলামায়ে কেরাম কিভাবে তাবলীগের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মতামত দিতে পারেন?

দ্বিতীয় কথা হল, এটা তো হিন্দুস্তানের বিষয়। বস্তি নিযামুদ্দিনে মাওলানা সা'দ সাহেব ও মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের মধ্যে কিছু মত বিরোধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, যা অনুচিত ছিল। *[বাংলাদেশে শূরাপন্থীরা তাদের বিদ্রোহে সফল হতে এই ইখতিলাফকে আলেম বনাম আওয়াম রূপ দিয়ে প্রোপ্যাগান্ডা চালাচ্ছে। কিন্তু উম্মতের বিচক্ষণ উলামায়ে কেরামদের ধোঁকা দেয়া যায়নি। তাঁরা ঠিকই বুঝেছেন যে, এটা মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের ব্যক্তিগত বিরোধ!]*

তৃতীয়তঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, তাঁরা সারা পৃথিবীতে উম্মতের অভিভাবকতুল্য এবং আহলে হকদের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তাঁরা এই বিষয়টি বিভিন্ন উপায়ে সুন্দর ভাবে সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের থেকে এমন কিছু ফতোয়া প্রকাশ করা হয়েছে যা প্রকাশ করা মোটেই উচিত হয়নি। এবং এই ফতোয়া প্রকাশ ও প্রচার করতে গিয়ে এভাবে পরহেয করা উচিত ছিল যেভাবে ইফতার নীতিনির্ধারকগণ যেমন আল্লামা ইবনুস সালাহ, আল্লামা ইবনুল হুমাম, ইবনে আমীর, মোহাম্মদ আমিন বোখারী প্রমুখ স্পষ্ট করেছেন যে, কারা ফতোয়া দিবে, কিভাবে দিবে। এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব কম দেয়ার কারণে এবং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ফতোয়া দেয়া হয় তার প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি না দেয়ার কারণে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আয়াত

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থঃ এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে (বোধশক্তিসম্পন্ন) অন্তর কিংবা যে খুব মন দিয়ে কথা শুনে। (সুরা ক্বাফঃ ৩৭)

অপরদিকে আমাদের বুযুর্গদের অনুসরণ ও অনুকরণের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের যে ইলম দিয়েছেন, মজলিসে শূরার অবশ্যই একজন আমীর হওয়া জরুরি। কুরআনের আয়াত–

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“আপনি তাদের সাথে মাশোয়ারা করুন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমীর ছিলেন এবং সাহাবা কেরামেরকে মাশোয়ারার আহল সাব্যস্ত করেছেন।

وامرهم شوري بينهم

“তাদের মধ্যে বিষয়গুলো মাশোয়ারা সাপেক্ষে হয়।” (সুরা শূরা ৩৮)

এই আয়াতেও শূরাদের মধ্যে একজন আমীর হবার ব্যাপারে তাফসীরের কিতাবসমূহে মুফাসসিরগণ একমত। যেমন ইবনে জারীর রহঃ, জামিউল বয়ান, ইবনে কাসীর, আল্লামা আলুসী রহঃ, রুহুল মাআনী উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আইলাহি বয়ানুল কুরআনে বিস্তারিত লিখেছেন। এছাড়া দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম আল্লামা হাবিবুর রহমান খায়রাবাদী সাহেবের লিখিত ‘ইসলাম মে মাশোয়ারা কি আহমিয়াত’ (ইসলামে মাশোয়ারার গুরুত্ব) নামক পুস্তিকা থেকে দেখে নেয়া যেতে পারে।

এমন স্পষ্ট বিষয়ে উলামায়ে দ্বীন কিভাবে না-হক বিষয়ের উপরে ফয়সালা করতে পারেন?

এরপরে, সমস্যা শূরা নিয়ে হোক বা ইমারতে শূরা নিয়ে হোক, তাবলীগের মূল যে মাকসাদ আল্লাহ তায়ালার দ্বীন মাখলুক পর্যন্ত পৌঁছানো তা তো অবশিষ্ট আছে।

এ থেকেই বুঝা যায় এখানে কিছুটা হলেও নফসানিয়াত বা খায়েশাত ঢুকে গেছে।

সুতরাং আপনাদের খেদমতে আরজ, আপনারা এই সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোর ব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা করে বুঝার চেষ্টা করবেন। আমরা কারো ব্যাপারে প্রোপ্যাগান্ডা চালাব না, তা দেওবন্দই হোক বা নিযামুদ্দিন। বরং দুআ করব যেন হক্কের এই উভয় মারকাজ সর্বদাই হক্কের উপর কায়েম থাকে। আমরা সকলের উপরে কৃতজ্ঞ। কেননা তাবলীগের কারণে উম্মতের প্রভূত ফায়দা হচ্ছে। আবার দেওবন্দও নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান। আল্লাহ তায়ালা দেওবন্দের বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরাম ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মধ্যমপন্থা নসীব করুন।

শুনা কথার উপরে কারো ব্যাপারে ফতোয়া বা মতামত দেয়া দারুল উলূমের মত ইতিদালে মারকাজের জন্য কাম্য নয়। উপরন্তু তাঁদের শানেরও খেলাপ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আহলে হকদের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক সতর্কতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন। কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে মধ্যমপন্থার উম্মত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (বাকারা ১৪৩)

এরপর এক সাথীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমরা হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের [বর্তমানে ওফাতপ্রাপ্ত, রহমাতুল্লাহি আলাইহি] সাথে কথা বলেছি। তিনি **আমীর হলে তাকাব্বুরী আসে - ইত্যাদি আরো কিছু এদিক সেদিকের কথা বলেছেন। আমরা বলেছি, এগুলো ভুল ধারণা। আমীর সাব্যস্ত করা, শূরার সাথে আমীর হওয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।**

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“আপনি তাদের সাথে মাশোয়ারা করুন। (কেননা আপনি শূরার আমীর)

وامرهم شوري بينهم

“তাদের কাজ মাশোয়ারা ভিত্তিক হয়।”

আবার এই আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

তাদের আমীর ছাড়া শূরার ধারণাটি যেন “বর ছাড়া কনে”। ধারণাটি স্পষ্টই গলদ।

এসব বর্ণনা আহকামে সুলতানিয়াসহ ক্বযা ও ইফতার সমস্ত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, **আমীরের জন্য শূরা প্রয়োজন (জরুরত) কিন্তু শূরার জন্য আমীর আবশ্যক (লাজেম)।**

এ সব কিছু সত্ত্বেও উভয় পক্ষই আহলে হক্ব। শুধুমাত্র মেজাজের ভিন্নতার কারণে ইখতিলাফ বেড়ে গেছে। তাই যে যে পক্ষকে হক্কের বেশি কাছাকাছি মনে করে, তারই অনুরসরণ করবে।

ইনশাআল্লাহ আজর মিলবে নাজাতও মিলবে।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m1dUqk [২৮]

মুফতী ত্বকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ সহ পাকিস্তানের খ্যাতিমান ২৬ জন আলেমের ফিকির

[পাকিস্তানের জন্ম কেন হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল; এটা কি ইতিহাসের অনস্বীকার্য বাস্তবতা ছিল নাকি ঐক্যবদ্ধ ভারত ভেঙ্গে মুসলমানদের দুর্বল করার একটি ষড়যন্ত্র ছিল এটা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে পাকিস্তানের জন্মের পিছনে উম্মতের বড় বড় উলামায়ে কেরাম, এমনকি সাধারন মানুষেরও ইসলামী আবেগ কাজ করেছিল। পাকিস্তান তাই নিঃসন্দেহে মুসলমানদের আবেগের জায়গা। মুসলমানদের একটি ইসলামী খিলাফতের স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের জন্ম।

আর এ কারণেই বাতিলের চক্রান্ত শুরুর দিন থেকেই পাকিস্তানে সক্রিয় আছে, যাতে মুসলমানদের ইসলামী খিলাফতের স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবায়িত না হয়। পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামও তাই অনেক বেশি সচতেন, অনেক বেশি সাহসী। জীবন দিতেও পরোয়া করেন না। তাই দেশ বিভাগের পরে হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশে আলেমদের তেমন শহীদ হবার ঘটনা না শুনা গেলেও পাকিস্তানের অনেক বড় বড় উলামায়ে কেরামও দ্বীনের স্বার্থে অকাতরে জীবন দিয়েছেন। এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। অতিসম্প্রতি মুফতী ত্বকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের প্রতিও প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে।

পাকিস্তানী উলামায়ে কেরামের সতেচনতার ধারাবাহিকতায় মুফতী ত্বকী উসমানী, মুফতী রফি উসমানী দামাত বারকাতুহুম সহ পাকিস্তানের শীর্ষ ২৬ জন আলেম তাবলীগের মজুদা হালতের উপরে ভারতের তাবলীগের প্রধান মারকাজ নিযামুদ্দিন, পাকিস্তানের রায়েবেন্ড মারকাজ, বাংলাদেশের কাকরাইল মারকাজের মুরুব্বীদের প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছেন। আওয়ারইসলাম২৪-এর সৌজন্যে চিঠিটি উল্লেখ করা হচ্ছে। [২৯]]

IPB -এর জিম্মাদারগণের প্রতি পাকিস্তানের শীর্ষ উলামাদের উদাত্ত আহ্বান

ভারতের নিযামুদ্দিন মারকাজ, পাকিস্তানের রায়েবেন্ড মারকাজ, বাংলাদেশের টঙ্গী ও কাকরাইল মারকাজের তাবলীগের জিম্মাদার হযরতগণের সমীপে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
এ চিঠিখানা আমরা তাবলীগের জিম্মাদার হযরতগণের প্রতি আন্তরিক দরদ ও গভীর ভালোবাসা নিয়ে লিখছি। আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বব্যাপী তাবলীগের মেহনতের দ্বারা দ্বীনের বহুত বড় খেদমত হয়ে আসছে, এখনো হচ্ছে। তাবলীগের মেহনতের বরকতে অগণিত মানুষ অন্তরে দ্বীনের নূর পৌঁছেছে। এক নতুন বিপ্লবের সন্ধান পেয়েছে।

বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা এখনো যে এ কাজ শুধু করেই যাচ্ছি তা নয়; সাধারণ মানুষ ও আহলে ইলমদেরও এ মেহনতে জুড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ মেহনতের সাথে সর্বদা জুড়ে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

কিন্তু সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তাবলীগে যে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে জামাতটি বিভক্ত হয়ে গেছে; এতে আমরা খুবই চিন্তিত। সারা দুনিয়াতেই এ নিয়ে সবাই প্রশ্ন করছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমাদের শঙ্কা আরো বেড়ে গেছে। কখনো কল্পনাও করিনি, দ্বীনদারগণ এভাবে দুভাগে ভাগ হয়ে রক্তপাত ঘটাবে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ অবস্থায় আমরা পাকিস্তানের উলামায়ে কেরাম 'আদদ্বীন আন-নাসিহা' এর উপর আমল করতে তাবলীগের উভয় পক্ষের জিম্মাদারদের প্রতি নিবেদন করছি, আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য যে কোন মূল্যে বিরোধ মিটানোর চেষ্টা করুন।

আমাদের মাশোয়ারার বিভিন্ন রায় এসেছে যে, এ বিভক্তি নিরসনের পদ্ধতি এভাবে হতে পারে, তাবলীগের উভয় পক্ষের জিম্মাদারগণ সব মত আর দাবিগুলো এক পাশে রেখে, আগে একটি জায়গায় বসি। এক ও নেক হতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। তবেই সমাধান বের হয়ে আসবে বলে আমরা মনে করি।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কওল, ঐক্যবদ্ধ হতে মুলত দু'টি জিনিস দরকার। এক. ই'সার তথা নিজের চেয়ে অন্যকে প্রধান্য দেয়া। দুই. তাওয়াজু অর্থাৎ বিনয় বা নম্রতা। আর ইখলাস সব কাজের মূল। আমরা মনে করি এ তিনটি গুণ সামনে রেখে খোলামেলা আলোচনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মদদ আমাদের সাথে হবে।

আমাদের নিকট তাবলীগের আমীর ও মাশোয়ারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমীর এবং শূরা মনোনয়ন উভয়টিই মাশোয়ারার দ্বারা হওয়া উচিত। শরীয়তের এ উসুল সামনে রেখে তাবলীগের উভয় পক্ষ ইখলাস, ই'সার ও তাওয়াজুর দ্বারা সমাধানের জন্য আন্তরিক হলে আল্লাহ তায়ালার মদদে অবশ্যই ঐক্যের পথ বের হয়ে আসবে। এই ঐক্যে প্রক্রিয়ার যদি আমরা কোন ভাবে উপকার করতে পারি, তবে মন-প্রাণ দিয়ে আমরা চেষ্টা করব।

আমাদের এ কথা সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে যে, যদি জীবন দিয়ে হলেও ঐক্য সম্ভব হয়, তবে সেটাই করা উচিত। কিন্তু যদি নিজেরদের জিদে অটল থাকা হয়, তাহলে মনে রাখা উচিত, তাবলীগের মেহনতের দ্বারা এ যাবত উম্মতের যে ফায়দা হয়েছে; এই ইখতেলাফের কারণে উম্মতের ততোধিক ক্ষতি হবে। আমাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না।

তাই, **আমাদের মূল নিবেদন হল ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত, ই'সার ও তাওয়াজুর ভিত্তিতে উভয় পক্ষ অবশ্যই কোন না কোন রাস্তা বের করবেন। এবং যতক্ষণ ঐক্যমতে পৌঁছা না যায়, উভয় পক্ষ তাদের নিজেদের জায়গায় নিজেদের মত করে দ্বীনের মেহনত করে যাবেন। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বাঁধা দিতে যাবেন না।**

উভয় পক্ষের জিম্মাদার হযরতদের প্রতি দরখাস্ত তাঁরা নিজ নিজ অনুসারীদের খুব গুরুত্বের সাথে তারগীব দিবেন যে, তাঁরা প্রতিপক্ষের জন্য শুধুমাত্র দুআ করবে। তাঁদের ব্যাপারে কোন রকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবে। বিশেষত ঝগড়া সৃষ্টি করে এমন কোন আলোচনা না উঠায়। যদি কোথাও এক পক্ষের আধিক্য থাকে বা তাদের মারকাজ কায়েম করে সেখানে অন্য পক্ষ জোর করে ঢুকার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে।

কিন্তু এই বিরোধ যদি চলতেই থাকে তাহলে এই মেহনত পৃথিবীর সবার কাছে ঘৃণিত হয়ে উঠবে। হেদায়াতের দিকে আসা দূরে থাক, ইসলামের ব্যাপারেই মানুষের অন্তর বিষিয়ে উঠবে হবে। আর আমাদের ঐক্য নষ্ট হয়ে ইসলাম মিটে যাক এটাই ইসলামের শত্রুরা চায়।

প্রিয় জিম্মাদারগণ, মেহেরবানী করে আমাদের এই দরখাস্ত দ্বীনের হেদায়ত ও ইসলামে বর্ণিত উদারতা সহকারে গভীর ভাবে ফিকির করবেন। মেহেরবানী করে উম্মতের টালমাটাল কিস্তি আরো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবেন না। আল্লাহ তায়ালার দিকে তাকিয়ে উম্মত এ কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের ফিকির করবেন।

আমরা পাকিস্তানের উলামায়ে কেরাম **বিশ্বের উলামায়ে কেরামের নিকটেও আবেদন করছি আপনারা এমন বয়ান থেকে বিরত থাকুন, যা কোন এক পক্ষের অনুকূলে যায়। আপনারা নিরপেক্ষ থাকলেই আশা করা যায় খুব দ্রুত এই হালত কেটে যাবে।**

স্বাক্ষরঃ

১. মুফতী রফী উসমানী, মুহতামিম, দারুল উলূম করাচী
২. মুফতী ত্বকী উসমানী, নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম করাচী
৩. মাওলানা আনোয়ারুল হক্ক, মুহতামিম, দারুল উলূম হক্কানিয়া
৪. মাওলানা ফজলুর রহিম, মুহতামিম, লাহোর জামিয়া আশরাফিয়া
৫. মাওলানা জাহেদ রাশদি, মুহতামিম, জামিয়া নাসরাতুল উলূম
৬. মাওলানা মুফতী গোলামুর রহমান, মুহতামিম, পেশোয়ার জামিয়া উসমানীয়া
৭. মুফতী আবদুর রহিম, মুহতামিম, জামিয়াতুর রশিদ
৮. মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ মাজহার, মুহতামিম, করাচী আশরাফুল মাদারিস
৯. মাওলান তাইয়্যেব, মুহতামিম, জামিয়া ইমদাদিয়া ফয়সালাবাদ
১০. মাওলানা ড. আদেল, মুহতামিম, জামিয়া ফারুকিয়া করাচী
১১. মাওলানা কাজি আবদুর রশিদ, মুহতামিম, জামিয়া ফারুকিয়া রাওয়াল পিন্ডি
১২. মাওলানা মেহেরুল্লাহ
১৩. মাওলানা তানভিরুল হক্ক, মুহতামিম, জামিয়া এহতেশামিয়া
১৪. মাওলানা এমদাদুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলুমুল ইসলামিয়া, করাচী
১৫. মুফতী মাহমুদ আশরাফ উসমানী, মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম করাচী
১৬. মাওলানা আজিজুর রহমান, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম করাচী
১৭. মাওলানা রাহাত আলী হাশমী, নাজেমে তালিমাত, দারুল উলূম করাচী
১৮. মুফতী মুহাম্মদ, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুর রশিদ
১৯. মাওলানা দাউদ, শায়খুল হাদীস, জামিয়া এমদাদিয়া কোয়েটা
২০. মাওলানা ড. জুবায়ের আহমাদ উসমানী, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম করাচী
২১. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম করাচী
২২. মাওলানা তাহের মাসউদ, মুহাম্মদ, জামিয়া মিফতাহুল উলূম, সারগোদাহ
২৩. মাওলানা খালেদ আব্বাসি, শিক্ষক, জামিয়া মিফতাহুল উলূম সারগোদাহ
২৪. মাওলানা মুহাম্মদ নোমান, শিক্ষক জামিয়া বিন্নুরিয়া করাচী
২৫. মাওলানা হাসান আশরাফ উসমানী, শিক্ষক, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম করাচী
২৬. মাওলানা সালমানুল হক্ক, শিক্ষক জামিয়া হক্কানিয়া।

[তাঁদের বৈঠকে বিস্তারিত পরামর্শের পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. অল্প দিনের মধ্যেই তাবলীগের জিম্মাদারদের নিকট এ চিঠি পাঠানো হবে।

২. উলামায়ে কেরামের বৈঠকে নির্ধারিত সদস্যগণ তাবলীগের উভয় পক্ষের জিম্মাদারদের সাথে মোলাকাত করবেন এবং উভয়ের মতামত শুনে সে অনুযায়ী পরামর্শ করে মজুদা ইখতিলাফ দূর করার চেষ্টা করবেন।

৩. উভয় পক্ষকে একদিন এক জায়গায় বসার জন্য সময় নির্ধারণ করবেন।]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مؤرخہ ٦ جمادی الاولی ١٤٤٠ھ کو پاکستان کے مندرجہ ذیل دستخط کنندگان علماء کا ایک اجتماع دار العلوم کراچی میں منعقد ہوا جس میں تبلیغی جماعت کے موجودہ حالات کے بارے میں مفصل غور اور مذاکرہ ہوا شرکاء کے اسماء گرامی درجِ ذیل ہیں:

1. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم (صدر جامعہ دار العلوم کراچی)
2. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (نائب صدر جامعہ دار العلوم کراچی)
3. حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم (مہتمم دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک)
4. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ اشرفیہ لاہور)
5. حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ)
6. حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ عثمانیہ پشاور)
7. حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم (امیر جامعۃ الرشید، کراچی)
8. حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ اشرف المدارس، کراچی)
9. حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ امدادیہ، فیصل آباد)
10. حضرت مولانا ڈاکٹر عادل صاحب دامت برکاتہم (جامعہ فاروقیہ، کراچی)
11. حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، دار العلوم فاروقیہ، راولپنڈی)
12. حضرت مولانا قاری مہر اللہ صاحب دامت برکاتہم
13. حضرت مولانا تنویر الحق صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ احتشامیہ، جیکب لائن، کراچی)
14. حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی)

15. حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث و مفتی جامعہ دار العلوم کراچی)

16. حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث جامعہ دار العلوم کراچی)

17. حضرت مولانا راحت علی ہاشمی صاحب دامت برکاتہم (ناظم تعلیمات جامعہ دار العلوم کراچی)

18. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث و مفتی جامعۃ الرشید، کراچی)

19. حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث، جامعہ امدادیہ کوئٹہ)

20. محترم مولانا ڈاکٹر محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذِ حدیث جامعہ دار العلوم کراچی)

21. محترم مولانا محمد عمران اشرف عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذِ حدیث جامعہ دار العلوم کراچی)

22. محترم مولانا طاہر مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ (استاذ جامعہ مفتاح العلوم سرگودھا)

23. محترم مولانا محمد خالد عباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی (مہتمم دار العلوم، مری)

24. محترم مولانا محمد نعمان صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذ جامعہ بنوریہ سائیٹ، کراچی)

25. محترم مولانا محمد حسان اشرف عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذ جامعہ دار العلوم کراچی)

26. محترم مولانا سلمان الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذ جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک)

اس اجتماع میں مفصل مذاکرے کے بعد طے ہوا کہ:

۱) فوری طور پر جماعت کے تمام اکابر کے نام منسلک مکتوب بھیجا جائے۔

۲) ایک کمیٹی (جو اسی اجتماع میں تشکیل دی گئی) جانبین کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات کر کے انکا موقف معلوم کرے، اور مذکورہ اکابر کے مشورے سے مصالحت کی کوشش کرے۔ یہ کمیٹی درجِ ذیل حضرات پر مشتمل ہے:

حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، کنوینر (جامعۃ الرشید، کراچی)

حضرت مولانا امداد اللہ صاحب (جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن)

حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب (دار العلوم فاروقیہ، راولپنڈی)

حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب (جامعہ دار العلوم کراچی)

حضرت مولانا طاہر مسعود صاحب (جامعہ مفتاح العلوم، سرگودھا)

حضرت مولانا حافظ شوکت علی صاحب (دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک)

حضرت مولانا مفتی سیف الرحمن صاحب (کوئٹہ، بلوچستان)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضراتِ اکابر تبلیغی جماعت نظام الدین (ھندوستان) رائے ونڈ (پاکستان) ٹونگی وکاکرائل (بنگلہ دیش)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ خط ہم آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ الحمد للہ تبلیغی جماعت کے ذریعے دنیا بھر میں دین کی جو خدمت انجام پائی، اور جس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں خوشگوار دینی انقلاب آیا، اس کی بنا پر ہم سب، بعض اہم خامیوں کے باوجود، جماعت کے کام کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں، بلکہ اس کی تائید وحمایت اور اسکی طرف عوام اور اہلِ علم دونوں کو ترغیب دیتے رہے ہیں۔

لیکن پچھلے دنوں جماعت میں جو افتراق وانتشار پیدا ہوا، اور جماعت دیکھتے ہی دیکھتے دو متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم سب انتہائی تشویش واضطراب کا شکار ہیں، اور اب بنگلہ دیش میں جو انتہائی افسوسناک اور شرمناک سانحہ پیش آیا، اس کی وجہ سے یہ تشویش اور اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ کبھی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اہلِ دین آپس میں اس طرح کشت وخون پر آمادہ ہو جائیں گے۔ إنا للہ وإنا إلیہ راجعون۔

اس موقع پر ہم "الدين النصيحة" کے مطابق دونوں گروہوں کے اکابر سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر اس افتراق کو ہر قیمت پر ختم کرنے کی کوشش کریں، جس کا طریقہ ہماری رائے میں یہ ہے کہ جانبین کے اکابر اپنی ذاتی آراء کو ایک طرف رکھ کر کسی جگہ جمع ہوں، اور اتفاق پیدا کرنے کیلئے قربانی کے جذبے سے جمع ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اتفاق واتحاد کیلئے بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ایثار، دوسرے تواضع، اور ظاہر ہے کہ اخلاص تو ہر کام کیلئے بنیادی شرط ہوتا ہے۔ ان تین اوصاف کو دل میں رکھتے ہوئے اختلافی امور پر کھلے دل کے ساتھ گفتگو کریں، ہمارے نزدیک جماعت کیلئے شوریٰ اور امیر دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ شوریٰ اور امیر کا انتخاب بھی باہمی مشورے سے ہونا چاہئے۔ اس شرعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں فریق اگر اخلاص، ایثار اور تواضع سے کام لے کر بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اتفاق کی کوئی صورت نکل آئے گی۔

اگر اس سلسلے میں ہمارے کسی تعاون کی ضرورت ہو تو اس کیلئے ہم دل وجان سے حاضر ہیں۔ اس مجلس میں یہ بات مدِّ نظر رہے کہ اگر اس مرحلے پر قربانی دیکر اتفاق کا کوئی راستہ نہ نکالا گیا، اور جماعت بدستور دو فریقوں میں بٹی رہی تو جماعت سے اب تک جو فائدہ پہنچا ہے، اس کا دروازہ بند ہونے، یا کم از کم بہت محدود ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

ہماری اصل گزارش تو یہی ہے کہ فریقین اخلاص، ایثار، للّٰہیت اور تواضع کی بنیاد پر باہمی اتفاق کا کوئی راستہ ضرور نکالیں۔ لیکن جب تک یہ اہم کام انجام پائے، اس وقت تک فریقین کے اکابر اس بات کا مکمل اہتمام کریں کہ ہر فریق اپنے طریقے پر کام کرتا رہے، لیکن دوسرے فریق کے خلاف اشتعال انگیزی سے ہر قیمت پر اپنے آپ کو بچائے۔ دونوں فریقوں کے اکابر اپنے زیرِ اثر کارکنوں کو اس بات کی سختی سے ہدایت کریں کہ وہ دوسرے فریق کے بارے میں دُعا کے سوا کوئی منفی اقدام نہ کریں، اور خاص طور پر اشتعال انگیز باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے اپنے مثبت کام پر زور دیں، جہاں کسی فریق کا کوئی مرکز قائم ہو، یا اسکی اکثریت ہو، وہاں زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ ورنہ موجودہ طرز عمل دین کی دعوت کی انتہائی گھناؤنی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریگا، اور اسلام کی طرف آنے کے بجائے اس اختلاف کو اقتدار کی جنگ قرار دے کر اسلام اور اسکی دعوت کو بدنام کریں گے، اور یہی دشمنانِ اسلام کا مقصود ہے۔

براہِ کرم ہماری ان گزارشات پر ٹھنڈے دل اور دین کے وسیع تر مفاد کی روشنی میں غور فرما کر اس امت کی کشتی کو جو پہلے ہی ڈانواڈول ہے، مزید تباہی سے خدارا بچانے کی کوشش کریں۔

ہم علماء کرام سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ موجودہ جذباتی فضا سے اپنے آپ کو دور رکھ کر ایسے بیانات جاری کرنے سے پرہیز کریں جن سے کسی بھی فریق کے خلاف جارحیت یا اشتعال کو ہوا ملے۔

والسلام

1. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم (صدر جامعہ دارالعلوم کراچی)
2. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی)

3. حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم (مہتمم دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک)
4. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ اشرفیہ لاہور)
5. حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ)
6. حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ عثمانیہ پشاور)
7. حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم (امیر جامعۃ الرشید، کراچی)
8. حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ اشرف المدارس، کراچی)
9. حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، جامعہ امدادیہ، فیصل آباد)
10. حضرت مولانا ڈاکٹر عادل صاحب دامت برکاتہم (جامعہ فاروقیہ، کراچی)
11. حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم (مہتمم، دار العلوم فاروقیہ، راولپنڈی)
12. حضرت مولانا قاری مہر اللہ صاحب دامت برکاتہم
13. حضرت مولانا تنویر الحق صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ احتشامیہ، جیکب لائن، کراچی)
14. حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی)
15. حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث و مفتی جامعہ دار العلوم کراچی)
16. حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث جامعہ دار العلوم کراچی)
17. حضرت مولانا راحت علی ہاشمی صاحب دامت برکاتہم (ناظم تعلیمات جامعہ دار العلوم کراچی)
18. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم (استاذِ حدیث و مفتی جامعۃ الرشید، کراچی)
19. حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث، جامعہ امدادیہ کوئٹہ)
20. محترم مولانا ڈاکٹر محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذِ حدیث جامعہ دار العلوم کراچی)
21. محترم مولانا محمد عمران اشرف عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذِ حدیث جامعہ دار العلوم کراچی)
22. محترم مولانا طاہر مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ (استاذ جامعہ مفتاح العلوم سرگودھا)
23. محترم مولانا محمد خالد عباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی (مہتمم دار العلوم، مری)
24. محترم مولانا محمد نعمان صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذ جامعہ بنوریہ سائیٹ، کراچی)
25. محترم مولانا محمد حسان اشرف عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذ جامعہ دار العلوم کراچی)
26. محترم مولانا سلمان الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی (استاذ جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک)

পিডিএফ লিঙ্কঃ http://bit.ly/2mudgSz [৩০]

বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের প্রতি মুফতী ত্বকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের চিঠি

উভয়পক্ষকে একে অপরের বিরুদ্ধে কথা চালাচালি, অসম্মানমূলক ও তাচ্ছিল্যসূচক কথা বলা হতে বিরত রাখতে উলামায়ে কেরামের প্রতি আহবান

মুআজ্জম (শ্রদ্ধেয়) হযরতগণ!

السلام عليكم ورحمة الله

আশা করি, সবাই আফিয়াতের সাথে আছেন। বর্তমানে তাবলীগ জামাতের যে বিভক্তি ও বিভেদ আমাদের দুর্ভাগ্যতার কারণে ছড়িয়ে পড়েছে, নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে আপনারা শুধু অবগতই নন বরং চিন্তিতও বটে। বিভিন্ন দেশে এর মন্দ প্রভাব খোলা চোখেই দৃশ্যমান। কিন্তু আমার জানামতে, বাংলাদেশে এই ইখতিলাফ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এবং **ইখতিলাফের সকল সীমা অতিক্রম করা হচ্ছে। দোষারোপ (এলযাম) ও অপবাদের বাজার গরম করা হচ্ছে। মন্দ নামে ডাকা ও অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অসম্মান করা হচ্ছে। এমনকি শারীরিক হামলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।**

দুই পক্ষের মধ্যে কে হকের উপর ও কার কি ভুলভ্রান্তি এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মিলামিলের (মুসালাহা) কোন সম্ভাবনা আছে কিনা? এসব বিষয়কে সামনে রেখে আল্লাহর ফজলে বিভিন্ন জামাত কাজ করছে।

কিন্তু এ সময় বান্দার আরজ হলো –

আপনাদের মত সম্মানিত আহলে ইলমগণ নিজ নিজ প্রভাব ব্যবহার করে অন্তত দুই পক্ষের পরিবেশ ঠান্ডা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। এবং উভয়পক্ষের হযরতদের একে অপরের বিরুদ্ধে কথা চালাচালি, অসম্মানমূলক ও তাচ্ছিল্যসূচক কথা বলা হতে বিরত রাখবেন।

আর এ কথার তাবলীগ করবেন যে, ইখতিলাফের মতলব কখনো মুখাসামাত (উভয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত) হওয়া উচিত নয়।

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের যে ইলম দিয়েছেন, তারই ভিত্তিতে আশা রাখি ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই প্রচেষ্টা প্রভাব ফেলবে। যদি আপনারা চান, তবে দেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পক্ষ হতে উভয়পক্ষের নামে একটি মুশতারিকা আপিল (মিলেমিশে কাম করার আবেদন) করতে পারেন যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আজরের কারণ হবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

ওয়াসসালাম

বান্দা মোহাম্মদ ত্বকী উসমানী (উফিয়া আনহু)

(স্বাক্ষর ১৫ রমযান ১৪৪০)

মোবাইল নং: +923328200642

চিঠির কপি

شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک اہم خط
بنگلہ دیش کے حضرات کبار علمائے کرام کے نام

گرامی قدر معظم حضرت ------------------------

السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ

امید ہے مزاج گرامی بعافیت ہوں گے، اس وقت تبلیغی جماعت میں جو افتراق و انتشار ہماری شامتِ اعمال سے پھیلا ہوا ہے، یقیناً آپ اُس سے نہ صرف واقف بلکہ تشویش میں ہوں گے۔ مختلف ملکوں میں اس کے برے اثرات کھلی آنکھوں نظر آرہے ہیں، لیکن بندہ کی اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش میں یہ اختلاف بہت سنگین صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس اختلاف میں تمام حدیں پامال ہورہی ہیں، الزامات اور اتہامات کا بازار گرم ہے، تنابز بالالقاب اور تنقیص و تذلیل بلکہ جسمانی تصادم تک بات پہنچی ہوئی ہے۔

دونوں گروہوں میں سے کون حق پر ہے اور کس کی کیا غلطی ہے؟ اور دونوں میں مصالحت کا کیا امکان ہے؟ اس پر بفضلہ تعالیٰ مختلف حلقے کام کررہے ہیں، لیکن اس وقت بندے کی گذارش یہ ہے کہ آپ جیسے باعظمت اہل علم اپنے اثر ورسوخ کو استعمال کرکے کم از کم اس فتنہ کو ٹھنڈا کرنے کی پُرزور کوشش فرمائیں، اور دونوں طرف کے حضرات کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور تنقیص و تذلیل سے روکیں، اور اس بات کی تلقین فرمائیں کہ اختلاف کا مطلب مخاصمت نہیں ہونا چاہیے۔

اللہ تبارک وتعالیٰ نے آنجناب کو علم کا جو مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آنجناب کی یہ کوشش مؤثر ہوگی۔ اگر چاہیں تو ملک کے مقتدر علماء کرام کی طرف سے دونوں گروہوں کے نام ایک مشترکہ اپیل جاری ہوسکتی ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ باعثِ اجر ہوگی۔

والسلام

بندہ محمد تقی عثمانی عفی عنہ

۱۵؍رمضان المبارک ۱۴۴۰ھ

شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
کے دفتر کا نمبر
+923328200642

برائے رابطہ:-
حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب زید مجدہم
مہتمم جامعۃ الرشید - کراچی
فون - 00923212000160

উভয়পক্ষকে একে অপরের বিরুদ্ধে কথা চালাচালি, অসম্মানমূলক ও তাচ্ছিল্যসূচক কথা বলা হতে বিরত রাখতে উলামায়ে কেরামের প্রতি আহবান

দারুল উলূম (ক্বদীম) দেওবন্দের উদ্যোগ

[মজুদা হালতে ব্যক্তিগত ভাবে দারুল উলূমের বিভিন্ন উস্তাদগণ বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করলেও দারুল উলূম দেওবন্দ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে উভয় পক্ষ থেকে সমান দুরত্ব বজায় রেখে চলছেন এবং মাওলানা সা'দ সাহেবের বিভিন্ন বয়ানাতের ইসলাহের ব্যাপারেও একটি সীমার মধ্যে থেকেছেন সব সময়। এ যাবত প্রকাশিত সকল মাওকিফে তাঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন তাবলীগের পক্ষদ্বয়ের কারো সাথেই তাঁরা নেই এবং তাবলীগের সমস্যা তাঁরা নিজেরাই সমাধান করবে। বাংলাদেশে এই মাওকিফগুলো ব্যবহার করে মাদ্রাসার ভুলাবাদের শূরাপন্থীদের মদদে ব্যবহার করা হলেও দারুল উলূম স্পষ্ট ভাষাতেই তাঁর সকল ছাত্রদের এই বিরোধ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া অন্য আরও কিছু জনপ্রিয় ইস্যুতে তাঁরা তাঁদের অবস্থান প্রকাশ করেছেন। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মাওকিফ, ফতোয়া ও নোটিশের সংকলন বর্তমান অধ্যায়টি।]

তাবলীগের বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থান ঘোষণা

[২০১৭ সালের ঈদুল ফিতরের পর নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে দারুল উলূম দেওবন্দ সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানে আপাতত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ স্থগিত থাকবে। এবং ৮/৯/২০১৭ তারিখে ৪৯৯ নং হাওয়ালায় দারুল উলূম দেওবন্দ দাওয়াতের তাবলীগের ব্যাপারে নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান ঘোষণা করেন।]

অধুনা তাবলীগ জামাতের আকাবিরদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে তা আর গোপনীয় নেই। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম পণ্ডিতগণই এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল। তাঁদের নিজেদের এই ইখতিলাফের সূচনা থেকেই দারুল উলূম দেওবন্দের প্রবীণ-নবীন সকল উলামায়ে কেরামের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তাবলীগের আকাবিরদের আপোষে বোঝা-পড়ার মাধ্যমে এই ইখতিলাফের দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যায়, যা তাবলীগের মেহনতের জন্য এবং সারা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহর জন্য মঙ্গল হবে।

এই ইখতিলাফের ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দ বরাবরই ঘোষণা দিয়ে আসছে যে, এটি সম্পূর্ণ তাঁদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও ইন্তেজামী বিষয়। এখানে দারুল উলূমের কোন হাত নেই। কেননা **দ্বীনী ইলম ও আহকামের সাথে এই ইখতিলাফের কোন সম্পর্ক নেই।**

দারুল উলূম দেওবন্দের মূল ময়দান অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা ও কর্মপদ্ধতি দ্বীনী ইলম ও আহকামের তা'লীম, তাফহীম, তাবলীগ ও ইশায়াত। তাই তাবলীগের এই ইখতিলাফে দেওবন্দের কোন ধরণের ভূমিকা বা পৃষ্ঠপোষকতার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। স্বয়ং তাবলীগ জামাতের আকাবিরীনগণই এসবের সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের এই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক এটি প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ এই ইখতিলাফে বিশেষ এক পক্ষের সমর্থন যোগাচ্ছে। মৌখিক এই অপপ্রচারের দ্বারা দারুল উলূমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। ভারতে তো বটেই, সারা দুনিয়া থেকেই জানতে চাওয়া হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রকৃত অবস্থান কী? ফলে আবারো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে, বর্তমান তাবলীগের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দারুল উলূমের ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই। দারুল উলূম (তাবলীগের) উভয় পক্ষ থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। তাঁদের নিজেদের সমাধানের আগ পর্যন্ত কারো পষ্ঠপোষকতা করবে না।

তবে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব যা দারুল উলূম দেওবন্দের উপরও রয়েছে; সে বিষয়ে দারুল উলূম শুরু থেকেই মুসলিম মিল্লাতের সব পর্যায়ে দ্বীনী ইলম ও দ্বীনী তরবীয়তের জন্য যুগোপযোগী ভাবে নিজ আদর্শে অটল থেকে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে, যা সারাবিশ্বেই পরিষ্কার। দাওয়াত ও তাবলীগের এই ধারাবাহিকতা যথারীতি চালু রয়েছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মুফতী আবুল কাশেম নোমানী
মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
০৯/০৮/২০১৭ ইংরেজি

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ 499 التاریخ 09/08/2017

ایک ضروری وضاحت

تبلیغی جماعت کے اکابر کا باہمی اختلاف کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آج کی دنیا میں ملت اسلامیہ کے مسائل ومعاملات سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا بھی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اکابر واصاغر سب ہی کی اس اختلاف کی ابتداء سے یہ خواہش رہی ہے کہ جماعت کے اکابر باہمی گفت وشنید سے اس اختلاف کو جس قدر جلد دور فرمالیں یہ صرف جماعت ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے حق میں بہتر ہوگا۔

اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند اس اختلاف سے متعلق اپنے اس موقف کا بھی بار بار اظہار واعلان کر چکا ہے کہ یہ اختلاف چونکہ جماعت کے داخلی وانتظامی امور سے متعلق ہے دینی علوم واحکام سے براہِ راست اس کا تعلق نہیں ہے جب کہ دارالعلوم دیوبند کا اصل موضوع اور دائرۂ عمل دینی علوم واحکام کی تعلیم وتفہیم اور تبلیغ واشاعت ہے؛ اس لیے اس اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کو کوئی سروکار نہیں ہے، خود جماعت کے اکابر ہی اپنے اس داخلی اختلاف کو بہتر طور سے دور کر سکتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے اپنے اس غیر جانب دارانہ موقف کے اظہار واعلان کے باوجود ایک طبقہ کی جانب سے یہ باور کرانے کی مسلسل کوشش جاری ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس اختلاف میں ایک خاص فریق کا ہمنوا ہے۔ اس غلط افواہ کی بنا پر ہندوستان ہی نہیں؛ بلکہ بیرونی ممالک کے محبان دارالعلوم بھی اس معاملہ میں دارالعلوم دیوبند کے صحیح موقف کو جاننا چاہتے ہیں اور ایک بڑی تعداد نے اس سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند سے براہِ راست سوال بھی کیا ہے۔

اس لیے دارالعلوم دیوبند ایک بار پھر واضح الفاظ میں دردمندانِ ملت کے گوش گزار کر رہا ہے کہ جماعت تبلیغ کے موجودہ داخلی اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کا ادنیٰ تعلق نہیں ہے، اس نے اس نزاعی مسئلہ میں دونوں فریق سے برابر کا فاصلہ بنائے رکھا ہے، نیز ان کا یہ اختلاف جب تک باقی رہے گا وہ دونوں کی سرگرمیوں سے بالکل الگ تھلگ رہے گا، رہا معاملہ دین کی دعوت وتبلیغ کا تو دارالعلوم دیوبند اپنے عہد قیام ہی سے نونہالانِ ملت کی علمی ودینی تعلیم وتربیت کے ساتھ احوال وذرائع کے مطابق اپنے نہج پر دعوت وتبلیغ کی خدمت انجام دیتا چلا آرہا ہے جو عالم آشکارا ہے اور یہ سلسلہ بحمد اللہ حسب معمول جاری وساری ہے اور ان شاء اللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔

اللهم أصلح لنا شأننا كله وألف بين قلوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى.

مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۴۳۸/۱۱/۱۶ھ=۲۰۱۷/۸/۹ء

ফিৎনা থেকে দূরে থাকতে ছাত্রদের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে নোটিশ

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজ আমাদের উপরে ফরয। তবে তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরীণ ইখতিলাফের কারণে উদ্ভূত ফিৎনা থেকে দারুল উলূম দেওবন্দকে দূরে রাখতে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষ শুরু থেকেই ফয়সালা করেছেন যে, **দারুল উলূমের কোন ব্যক্তি (তাবলীগের) উভয়পক্ষের কারো সাথে সম্পর্ক রাখবে না।**

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! দারুল উলূমের ভিতরে ও বাহিরে তাবলীগ জামাতের মজুদা হালতের ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। দারুল উলূমের চার দেয়ালের ভিতরে যদি কোন ছাত্র বা বহিরাগত কেউ এ নিয়ে ফিকির করে তবে অন্য ছাত্ররা এতে না জড়িয়ে বরং দ্রুত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। কেউ এই নির্দেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

Ph (01336) 222429
Fax (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email info@darululoom-deoband.com

دار العلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

بسم اللہ الرحمن الرحیم

التاریخ .... حوالہ ....

اعلان

طلبۂ عزیز۔! اشاعت دین اور تبلیغ اسلام ہمارا فریضہ ہے، مگر تبلیغی جماعت کے آپسی اختلاف سے پیدا شدہ فتنے سے دار العلوم کو بچانے کے لیے ذمہ داران دار العلوم نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ دار العلوم کا ہر فرد دونوں جماعتوں سے لاتعلق رہے۔

اس لیے طلبہ عزیز احاطۂ دار العلوم اندر اور باہر جماعت تبلیغ کی کسی سرگرمی میں شریک نہ ہوں۔ اگر دار العلوم کا کوئی طالب علم یا بیرونِ دار العلوم کا کوئی شخص احاطۂ دار العلوم میں اس طرح کی سرگرمی دکھاتا نظر آئے تو طلبہ اس سے اجتناب کریں اور فوراً ذمہ داروں کو اس کی اطلاع دیں۔

اگر کوئی طالب علم خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

مہتمم دار العلوم دیوبند

۱۴۴۰/۵/۱۰ھ

আবুল কাসেম নোমানী
মুহতামিম,
দারুল উলূম দেওবন্দ,
১০/৫/১৪৪০ হিজরি।
(১৭/০১/২০১৯ ইং)

নিযামুদ্দিন অনুসারীদের কাজ করতে বাঁধা না দিতে দেওবন্দের ফতোয়া

প্রশ্নঃ # ১৫২৬৮৭, ভারত

১) মাওলানা সা'দ সাহেব কি তাঁর কথা থেকে রুজু করে ফেলেছেন, নাকি করেন নি?

২) হযরত নিযামুদ্দিন মারকাজের সাথে সম্পর্ক রাখনেওয়ালাদের মসজিদে কাজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনাদের বিস্তারিত জবাব চাই?

জবাবঃ # ১৫২৬৮৭ | প্রকাশঃ আগস্ট ০৩, ২০১৭ | ফতোয়া নম্বর 1117-1117/sn=11/1438

بسم الله الرحمن الرحيم

১) এই প্রশ্ন আপনি মাওলানা সা'দ সাহেবের কাছে করুন, কেননা রুজু করা তাঁর কাজ। *[দারুল উলূম দেওবন্দের এই নির্দেশনাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজুর বিষয়ে সরাসরি তাঁকেই জিজ্ঞেস করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এই সত্যটিই উপেক্ষা করা হয়েছে। এবং জিদের বশে নিজেদের মত ব্যাখ্যা দিয়ে দাবি করা হচ্ছে, মাওলানা সা'দ সাহেব রুজু করেননি। একটি বারও কেউ না মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে দেখা করেছেন আর না কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে মাফ করেন।]*

২) যদি কোন জামাত তাবলীগের বয়ান ও উমূর বা বিষয়ের মধ্যে "গুলু বা অতিরঞ্জন" না করে, মসজিদে অবস্থানের সময় মসজিদের আদবের দিকে দৃষ্টি রাখে, তাহলে **শুধুমাত্র তাদের সম্পর্ক "নিযামুদ্দিন" মারকাজের সাথে আছে, এই অজুহাতে তাদেরকে মসজিদে কাজ করতে বাঁধা দেওয়া সঠিক হবে না।** অতএব, "জামাতের" পক্ষ থেকে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা সত্ত্বেও যারা তাদেরকে মসজিদে কাজ করতে বাঁধা দিচ্ছে, তাদেরকে এই কাজ পরিত্যাগ করা চাই, এমন করা চাই না।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

India152687 # سوال

(۱) کیا مولانا سعد صاحب نے اپنے باتوں سے رجوع کرلیا ہے یا نہیں؟

(۲) مرکز حضرت نظام الدین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو مسجد میں کام کرنے سے منع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا تفصیلی جواب چاہئے۔

Published on: Aug 3, 2017 152687 # جواب

بسم الله الرحمن الرحيم

Fatwa: 1117-1117/sn=11/1438

(۱) یہ سوال آپ مولانا سعد صاحب سے کریں؛ کیونکہ "رجوع" ان کا عمل ہے۔

(۲) اگر کوئی جماعت تبلیغی بیانات اور امورِ تبلیغ میں "غلو" سے احتراز کرے نیز مسجد میں قیام کے دوران آداب مسجد کی رعایت کرے تو محض اس بنا پر مسجد میں کام کرنے سے اسے روکنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا تعلق "نظام الدین" سے ہے؛ لہٰذا جو لوگ "جماعت" کی طرف سے مذکورہ بالا امور کی رعایت کے باوجود اسے مسجد میں کام کرنے سے روکتے ہیں انھیں اس سے باز آنا چاہیے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔

و الله تعالیٰ اعلم
دار الافتاء،
دار العلوم دیوبند

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m2DBXw [৩৪]

মুন্তাখাব হাদীস উৎসাহিত করা

শূরাপন্থীদের অন্যতম একটা এজেন্ডা হচ্ছে ঘরে এবং মসজিদের নিয়মিত তালীমের আমলে মুন্তাখাব হাদীসের তালীম বন্ধ করা। বাংলাদেশের কতিপয় উলামায়ে কেরামও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে মুন্তাখাব হাদীসের তালিমের বিরুদ্ধে বলেন। কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে কিতাবটির বিরুদ্ধে কটূক্তিও করেন। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দ দ্বীনী উন্নতি ও আমলের জযবা পয়দা করার বিভিন্ন পরামর্শ দান কালে নিজে থেকেই বিভিন্ন কিতাবাদির পাশাপাশি মুন্তাখাব হাদীস তালীম করার উৎসাহ দান করেন।

এ সংক্রান্ত কয়েকটি ফতোয়াঃ

[১] একজন নিজের মনের ওয়াসওয়াসা দূর করতে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দারুল উলূমের নিকট পরামর্শ চাইলে দারুল উলূম ফাযায়েলে আমাল, ফাযায়েলে সাদাকাত, মুন্তাখাব হাদীসসহ ৫-৬ টি কিতাব পড়ার পরামর্শ দেন।

প্রশ্নঃ # ১৬১০৪১, ভারত

জনাব, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আমার উপর একটা দীর্ঘ সময় থেকেই চলে আসছে যে, আমার মধ্যে আল্লাহ, রসূল এবং অনেক আয়াতের ক্ষেত্রে ভুল চিন্তা আসে। যখন কোন ধর্মীয় নাম, আল্লাহর নাম শুনি, আয়াত শুনি তো এমন সময় তার সাথে মিলে এমন খারাপ শব্দগুলো দিয়ে ভুল কথা মনে আসে। কখনও কখনও আল্লাহর সম্পর্কে এমন খারাপ ধারণা আসে যা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। সেসময় সেকেন্ডের কম সময়ে সে চিন্তা হতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসি। নিজেকে এমন নীচু মনে হয়, দ্বীন থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। এ কারণে নামাযে আদায় হতে বহু দূর চলে গিয়েছি। কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করি না। ঘরের লোকেরা সবাই বিরক্তি প্রকাশ করে। তারা আমার বেদ্বীনীর ব্যাপারে চিন্তিত এবং আমাকে প্রায়ই তিরষ্কার করে ভাল মন্দ বলে। আমি তাদের বুঝাতে পারি না কেন এমন করছি। হযরত ২২ বছর আগে ১৯৯৪ সালে ৪০ দিন জামাতে গিয়েছিলাম। এর আগেও অনেকবার ৩ দিন ও ১০ দিন লাগিয়েছি। সে সময়কার অভ্যাস এত উত্তম ছিল যে, ধর্মীয় সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা ছিল। এমনকি সেসময় নিজের মহল্লার মসজিদে আযানও দিতাম। আমার পরিবার খুব পাবন্দ পরিবার ছিল। কিন্তু যখন আমার এমন অবস্থা শুরু হলো, ধীরে ধীরে নামায হতে এমন দূরে সরে গেলাম যে, এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না, আমার চিন্তা কোথায় চলে গিয়েছে! তবুও আমার একটি বিশেষ কথা এই যে, ওগুলো ছাড়া আমি আচার ব্যবহারে ধর্মীয় সকল নিয়ম কানুন মেনে চলি। ধর্মের একেকটি বিষয় আওড়াই। সকল আচার ব্যবহার শরীয়ত মোতাবেক করার চেষ্টা করি। সকল ব্যাপারে ধর্ম কি বলে তা আগে দেখি। মেহেরবানী করে কোন অজিফা বা সমাধান থাকলে বলুন। আমি কি ধর্ম

থেকে বের হয়ে গেছি? যদি এমন হয়, আমার জন্য কি করণীয়? আমার সেই কবিরা গুনাহগুলো আল্লাহর নিকট মাফ পাওয়া যাবে?

জবাবঃ # ১৬১০৪১ | প্রকাশঃ মে ১২, ২০১৮ | ফতোয়া নম্বর 1017-907/H=8/1439

بسم الله الرحمن الرحيم

ধর্ম থেকে তো আপনি বের হননি। তবে ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ) থেকে বাঁচার উপায় এই যে, অযথা কথা বা কাজ, বাজে ও অসংলগ্ন কথা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে নামায, তেলাওয়াতের এহতেমাম করতে থাকুন, আর গুনাহ থেকে নিজে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন; বিশেষতঃ নজরের (চোখের) গুনাহ হতে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া খোলামেলা ভাবে অপরিচিত মহিলাদের সাথে কথা বলা হতে বেঁচে থাকুন। আর যদি ওয়াসওয়াসা আসে তাহলে তা শেষ করার চিন্তায় পড়ার দরকার নেই। বরং নিজের সময়কে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব আদায়ে নিয়োজিত রেখে উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য, সঠিক কিতাব গুলো গুরুত্বসহকারে পড়তে থাকা।

উদাহরণ স্বরূপঃ ক) ফাযায়েলে আমল খ) ফাযায়েলে সাদাকাত গ) তালিমুল ইসলাম ঘ) ইলমূল ফিকাহ ঙ) তালিমুদ্দিন চ) যাজাউল আমল **ছ) মুন্তাখাব হাদীস**।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2mmg2sP [৩৫]

[২] এক নববিবাহিত যুবক তাঁর নববধুকে পরিপূর্ণ নামাযী বানানোর জন্য পরামর্শ চাইলে দারুল উলূম তাকে পরামর্শ দেন নরমিয়াতের সাথে বুঝানো, দুআ করা এবং ফাযায়েলে আমাল ও মুন্তাখাব হাদীস থেকে তালীম করা।

প্রশ্নঃ # ৬৮৬১৩, ভারত

আমার বিয়ে দুই বছর হয়েছে। আমার স্ত্রী ফজরের নামায পড়ে না। এখন আমি কি করি? পথ প্রদর্শন করুন।

জবাবঃ # ৬৮৬১৩ | প্রকাশঃ ৩রা, সেপ্টেম্বর ২০১৬ | ফতোয়া নম্বরঃ 1267-1296/L=11/1437

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনি হিকমত ও নম্রতার সাথে বিবিকে তৈরি করতে থাকুন আর শোয়ার আগে ফাজায়েলে আমল ও **মুন্তাখাব হাদীস** ইত্যাদির তালীম শুরু করুন। ইনশাআল্লাহ, এতে অনেক ফায়দা হবে।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন।

দারুল ইফতা, দারুল ইফতা দেওবন্দ।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVptz9 [৩৬]

[৩] একজন প্রায়ই স্বপ্নে তাঁর বাবার সাথে তর্ক করছেন, এর ব্যাখ্যা চাইলে দারুল উলূম স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে ফাযায়েলে সাদাকাত, মুন্তাখাব হাদীসসহ ৪ টি কিতাব পড়ার পরামর্শ দেন।

প্রশ্নঃ # ৫৭৯৪৪, ভারত

প্রতি দুইদিন পর স্বপ্নে দেখি যে, আমি বাবার সাথে ঝগড়া করছি। দয়া করে এর ব্যাখ্যা বলুন?

উত্তরঃ # ৫৭৯৪৪ | প্রকাশঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ | ফতোয়া নম্বরঃ 285-271/H=4/1436-U

بسم الله الرحمن الرحيم

স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, মা বাবার উচ্চ মর্যাদা, তাঁদের আদব ও সম্মান এবং তাঁদের খেদমতে কোন ঘাটতি হচ্ছে। আপনি হয়ত তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ হুকুক বা হকসমূহ আদায়ে যত্নবান নন। এই কাজসমূহ সংশোধনের দিকে মনযোগী হওয়ার সাথে সাথে ১) হায়াতুল মুসলিমিন ২) বেহেশতী জেওর ৩) ফাযায়েলে সাদাকাত ৪) **মুন্তাখাব হাদীস** নিয়মিত গুরুত্ব সহকারে পড়ুন। ইনশাআল্লাহ অনেক উপকারী হবে।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন।

দারুল ইফতা, দারুল ইফতা দেওবন্দ।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVpXFt [৩৭]

[৪] একজন ঘরের বরকত আনয়নের জন্য কিছু আমলের পরামর্শ চাইলে দারুল তাকে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত এবং ফাযায়েলে আমল ও মুন্তাখাব হাদীসের তালীমের পরামর্শ দেন।

প্রশ্নঃ # ১৩০৫৯, ভারত

আসসালামু আলাইকুম, মুফতী সাহেব আমার ঘরে বরকত আনয়নের জন্য আমাকে কিছু দুআ এবং দুআ গুলো পাঠ করার সময় বলে দিন। আমাদের কামাই রোজগার ভালোই। কিন্তু কখনো কখনো এমন অবস্থা হয় যে আমাদের ঘরে ১০০ রুপিও থাকে না। আমাদের ঘরে কোন বরকত নেই। তাই আমাদের কিছু দুআ বলে পাঠান। ধন্যবাদ।

জবাবঃ # ১৩০৫৯ | প্রকাশঃ ২৪ মে, ২০০৯ | ফতোয়া নম্বরঃ 771/590=L/1430

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী আপনার ঘরে আসবে যদি প্রতিনিয়ত কুরআন তিলাওয়াত করেন বা ফাযায়েলে আমাল ও **মুন্তাখাব হাদীস** ইত্যাদি পড়েন। আপনার এগুলো শুরু করা উচিত।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন

দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVCKrm [৩৮]

এখানে নমুনাস্বরূপ এই কয়টিই দেয়া হল। মুন্তাখাব হাদীসের পক্ষে দারুল উলূম থেকে এমন বেশ কিছু পরামর্শমূলক ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তোহমতের জবাব দেয়া

হেদায়েত আল্লাহ তায়ালার হাতে নেই (নাউযুবিল্লাহ!) এই তোহমতের জবাব

একজন এমন একটা কথা বলে দারুল উলূমের মতামত জানতে চাইলে দারুল উলূম তাকে আংশিক কথা শুনে কোন সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে দেন। এবং কিছু ওয়াজাহাত করেন।

প্রশ্নঃ # ৬৯২৬৪, ভারত

এই বয়ান মাওলানা সা'দ নিযামুদ্দিন মারকাজে করেছেন- আর কোন ধারণায় একথা বৈধ মনে করা যেতে পারে (অর্থাৎ তাঁর সেই ধারণার কথায় আবাক হয়ে গেলাম) যে, **আল্লাহর হাতে হেদায়েত নাই নতুবা তিনি নবীদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠাতেন**। আমি দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের লেখা পড়ে দ্বীন মেনে চলতে শিখেছি। আজ একটা সহজ কথার জবাব না পেয়ে দুঃখ হচ্ছে। এটা এক বয়ানে বলা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাই যে, **আল্লাহর হাতে হেদায়েত নাই নতুবা তিনি নবীদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠাতেন**। এ কথা **আপনাদের নিকট কি ইসলামসম্মত**, আর **ঐ বয়ানকারীকে এরকম কথা বলা থেকে বিরত রাখার জন্য** বর্তমানে **উলামায়ে কেরামের কি দায়িত্ব রয়েছে**? এই দুইটি কথা জানা উদ্দেশ্য ছিল, বহুত মেহেরবানী হত যদি জবাব পাওয়া যেত।

জবাবঃ # ৬৯২৬৪ | প্রকাশঃ আগস্ট ০৩, ২০১৬ | ফতোয়া আইডিঃ 1058-1136/L=10/1437

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বে এক প্রশ্নে আপনি চারটি বাক্য লিখেছিলেন। সেগুলো সম্পূর্ণ বর্ণনা ছিল না। তাই সেটা যাচাই করার দরকার পড়েছে। এজন্য আপনার উচিত ছিল যে বয়ানের ঐ অংশ বিশেষ **সম্পূর্ণ** লেখা, যাতে উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য নিজে নিজেই পরিষ্কার হয়ে যেত। প্রেক্ষাপট জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল। আপনি এই প্রশ্নে সেই বাক্যগুলোর মধ্যে শুধু একটি বাক্য লিখেছেন, যা প্রথম প্রশ্নে এমন ছিল *"তুমি এই খেয়ালে আছ যে, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যদি আল্লাহর হাতে হত, তাহলে আল্লাহ তায়ালা নবীদের কেন পাঠাতেন"* আর এখন এই দ্বিতীয় প্রশ্নেও উক্ত বাক্য এমনঃ *"আল্লাহর হাতে হেদায়েত নেই নতুবা তিনি নবীদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠাতেন।"* প্রথম বর্ণনাকে যদি এভাবে লেখা যায় *"তুমি এই খেয়ালে আছ যে হেদায়েত আল্লাহর হাতে। অতএব, আমাদের মেহনত করার কি প্রয়োজন? যদি ব্যাপারটি এমনই হত তাহলে আল্লাহ নবীদের কেন পাঠাতেন?"* তো আপনি নিজেই চিন্তা **করুন যে এই কথায় কি খারাপী আছে?** আর যদি কথার উদ্দেশ্য সেটাই হত যেটা আপনার দ্বিতীয় (প্রশ্নের) বর্ণনার দ্বারা বুঝিয়েছেন, তো সেটাকে কে সঠিক মনে করতে পারে? তাই **এই ব্যাপারে উত্তম এটাই ছিল যে সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগের সাথে শুনে নেওয়া বা বয়ানকারীকেই জিজ্ঞেস করে বুঝে নেওয়া**।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন,
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ।

سوال # 69264

یہ بیان مولانا سعد نے کیا ہے مرکز نظام الدین میں کیا ہے اور پس منظر ایسا کون سا ہوگا جس میں یہ لفظ جائز ٹھہرایا جاسکے۔ (پس منظر کی بات سے حیرانی ہوئی) کہ اللہ کے ہاتھ ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا۔ میں نے دیوبند علماء کو پڑھ کر دین کی طرف چلنا سیکھا۔ آج ایک سیدھی سی بات پر جواب نہ ملتا دیکھ کر دکھ ہوا۔ یہ ایک بیان میں کہی گئی باتیں ہیں جن میں سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا۔ یہ الفاظ آپ کے نزدیک کیا اسلامی حیثیت رکھتے ہیں اور اسے بیان کرنے والے کے لیے وقت کے علماء حضرات کی کیا ذمہ داریاں ہیں اسے ایسی باتوں سے روکنے کے لیے؟ یہ دو باتیں جاننا مقصود ہیں اگر جواب مل سکے تو بڑی مہربانی ہوگی۔

Published on: Aug 3, 2016

جواب # 69264

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa ID: 1058-1136/L=10/1437

پچھلے استفتاء میں آپ نے چار جملے نقل کیے ہیں وہ پوری عبارت نہیں ہیں اس لیے تنقیح کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے جواب میں آپ کو چاہئے تھا کہ بیان کی وہ عبارت پوری لکھتے جن سے ان جملوں کا مقصد خود بخود واضح ہوجاتا، پس منظر پوچھنے کا یہی مقصد تھا آپ نے اپنے سابقہ جملوں میں سے صرف ایک جملہ لکھا ہے جو پہلے سوال میں یوں ہے "تم اس خیال میں ہوگے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالی نبیوں کو کیوں بھیجتے" اور اب دوسرے سوال میں وہی جملہ یوں ہے: "اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا"، پہلی عبارت کو اگر یوں لکھ دیا جائے "تم اس خیال میں ہوگے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لہٰذا ہماری محنت کی کیا ضرورت حالانکہ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو اللہ تعالی نبیوں کو کیوں بھیجتے" تو آپ غور کیجئے کہ اس میں کیا برائی ہے اور اگر مقصودِ کلام وہی ہے جو آپ کی دوسری عبارت سے ظاہر ہے تو اس کو کون صحیح سمجھ سکتا ہے۔ ویسے اس معاملہ میں بہتر یہی تھا کہ پورا بیان یکسوئی سے سن لیا جاتا یا صاحب معاملہ سے دریافت کر لیا جاتا۔

واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء،
دارالعلوم دیوبند

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kJs8Mp [৩৯] অডিও লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVR03v (৯:১০ থেকে) [৪০]

[**লক্ষ্যণীয়ঃ** "হেদায়েত আল্লাহ তায়ালার হাতে নেই (নাউযুবিল্লাহ!)" এই তোহমতের দ্বারা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ফিৎনা করা হয়েছে। অথচ দারুল উলূম দেওবন্দ এই ফতোয়ার দ্বারা [৩৯] আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এটি একটি বিকৃত ও খণ্ডিত বক্তব্য।

প্রশ্নে বুঝা যাচ্ছে প্রশ্নকর্তা বেশ আবেগ ব্যবহার করে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া চেয়েছেন। এবং জবাবে বুঝা যাচ্ছে এই প্রশ্ন একবার নয় বরং একাধিকবার এসেছে। এবং এই ফতোয়ার তারিখ লক্ষ্য করুন - **৩ আগস্ট, ২০১৬**।

দারুল উলূম দেওবন্দের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সত্ত্বেও দুই বছরেরও অধিক সময় পরে ২২ নভেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশে 'মাসিক আদর্শ নারী' পত্রিকা বেশ উৎসাহের সাথে তাঁদের ভাষায় 'এক্সক্লুসিভ প্রবন্ধ' প্রকাশ করে। সেখানে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ মাওলানা সা'দ সাহেবের

ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের অনাস্থার এক নম্বর কারণ উল্লেখ করেছেন– মাওলানা সা'দ সাহেব দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন। দৃষ্টান্ত– তিনি বলেছেন, "হিদায়াত যদি আল্লাহর হাতেই থাকতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা নবীদের পাঠালেন কেন!?" অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন হিদায়াত আল্লাহর হাতে নেই; বরং নবীদের হাতে! (নাউযুবিল্লাহ) [৪১]

প্রায় একই রকম কথা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ফারুক হাফিজাহুল্লাহ 'সাদ সাহেবের আসল রূপ' নামক তোহমৎ (দোষারোপ) ভিত্তিক বানোয়াট রেফারেন্স ও তাহকীক ছাড়া পুস্তিকায় ১২ পৃষ্ঠায় এসেছে "ভ্রান্ত আকিদা: ২৪. হেদায়েতের সম্পর্ক যদি আল্লাহর হাতে হতো, তাহলে নবী পাঠাতেন না।" মন্তব্যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে বলা হয়, "কুরআন মজিদের শতাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হেদায়েত আল্লাহর হাতে এবং ইহা ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা, কিন্তু সা'আদ সাহেব তার বিরোদ্ধে (!) অবস্থান নিয়েছেন।

আফসোস! শূরাপন্থী প্রোপান্ডাকারীরা বারবার চেষ্টা করেও দারুল উলূম দেওবন্দকে ধোঁকা দিতে পারেনি। কিন্তু এদেশের সরলমনা উস্তাদদের উস্তাদ বড় বড় মুফতি, মুহাদ্দিস, ওয়ায়েজীন, শায়খুল হাদীসদের ধোঁকা দিয়ে দিল। এই তোহমতটি মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ ২৮ জুলাই ২০১৮ মোহাম্মাদপুরে ওয়াজাহাতী জোড়েও উল্লেখ করেছেন। [৪২] সেখানে তাঁদের ভাষায় 'আকাবিরে উম্মত' উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত 'আকাবিরে উম্মতে'র কেউই তখন এর প্রতিবাদ করেননি। পরেও কখনো করেননি। বুঝা যায় তাঁরা কেউই আসলে দেওবন্দের এই ফতোয়াটি [৩৯] সম্পর্কে অবগত নন। তিনি আরো বিভিন্ন জায়গায় একই কথা বলেছেন। যেমন মিরপুরের রূপনগরে এক জোড়েও বলেছেন। কিন্তু প্রতিবাদ করা দূরে থাক বরং অনুলিখন করে তা প্রচার করা হয়েছে। [৪৩] আফসোস! এদেশে হাজার হাজার কাসেমী! আর দেওবন্দের নামে অন্তঃপ্রাণ আলেম তো অভাব নেই। কিন্তু একজনও কি নেই যারা দারুল উলূম দেওবন্দের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখেন? তাঁদের প্রকাশনা গুলো নিয়মিত পড়েন? কেউ কি ছিল না তাঁদের সতর্ক করে যে, বিনা যাচাইয়ে এই মিথ্যা তোহমৎ দ্বারা উম্মতকে বিভ্রান্ত কেন করছেন!

এসব কিছুই হল দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সমন্বয়ের অভাব। আমাদের উলামায়ে কেরাম দেওবন্দের প্রতি প্রচণ্ড মুহাব্বাত রাখলে এ কথা স্পষ্ট যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে তাঁদের যথাযথ সমন্বয়ের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। বরং দারুল উলূম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই মুহাব্বাতের নেশায় বিভোর হয়ে এমন কিছু করছেন যা দারুল উলূম দেওবন্দ নিজেও করেননি। যদি সমন্বয় থাকত তাহলে এসব তোহমৎ আরোপ করার আগে অন্তত দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে যোগাযোগ করতেন। এমন সংযোগ বিচ্ছিন্ন মুহাব্বাত খুবই ক্ষতিকর, উদাহরণ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর মুহাব্বাতে বিভোর হয়ে মন মত আমল করা খুবই ক্ষতিকর।

পক্ষান্তরে মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বরাবরই দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সমন্বয় করে চলেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দারুল উলূম নিযামুদ্দিনে চিঠি পাঠিয়েছেন, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিযামুদ্দিনে না পাঠিয়ে তাঁদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছেন। সবক্ষেত্রেই মাওলানা

সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তাঁদের সাথে সমন্বয় করে রুজু করেছেন। এই কিতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় আমরা এর বিস্তারিত ঘটনা প্রবাহ দেখব ইনশাআল্লাহ।

মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ প্রাগুক্ত প্রবন্ধে [৪১] আরও দাবি করেছেন 'মাওলানা সা'দ সাহেবকে রুজু করার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তিনি রুজু করেন নি'। এরও কোন সত্যতা আমরা পাইনি। বরং এই কিতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঘটনা প্রবাহে এটাই প্রমাণিত হয়েছে দেওবন্দ থেকে আপত্তি আসার পরে মাওলানা সা'দ সাহেব কখনো দেরি করেননি। সর্বোচ্চ সাত দিন সর্বনিম্ন এক বেলার মধ্যেই তিনি রুজু করেছেন। যতটুকু দেরি হয়েছে দারুল উলূম থেকেই হয়েছে। সম্ভবতঃ রুজুনামা যাচাই বাচাই এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এই দেরির কারণ।

আমরা আশা করি আমাদের এই সংকলন প্রকাশের পরে আমাদের মাথার তাজ এই সম্মানিত উলামায়ে কেরামের ভুল ভাঙবে এবং তাঁরাও দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতি সম্মান জানিয়ে, আমাদের পুণ্যাত্মা আকাবির যেমন মাওলানা থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখদের অনুসরণে নিজেদের পূর্বের বক্তব্য থেকে রুজু করবেন। যা তরুণ আলেমদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।]

'ব্যক্তিপূজা' তোহমতের জবাব

প্রোপ্যাগান্ডার শিকার হয়ে শুরুতে সাথীরা কিছুটা দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে পড়লেও পরবর্তীতে তাহকীকাতের দ্বারা নিশ্চিত হয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের ইমারতের উপরেই অটল থাকেন। কিন্তু প্রোপ্যাগান্ডাকারীরা তাদের বিদ্রোহে সফল হতে এই সাথীদের উপর 'ব্যক্তিপূজা'র অপবাদ আরোপ করে, যা এখনো অব্যাহত আছে। অথচ সরাসরি মাওলানা সা'দ সাহেবের নাম উল্লেখ করেই প্রশ্ন করা হয়েছিল মাওলানা সা'দ সাহেব বা অন্য কারো ভক্ত হলে 'ব্যক্তিপূজা' হবে কিনা। এর উত্তরে আরো প্রায় সাত বছর আগেই (১ জানুয়ারী ২০১২) দারুল উলূম দেওবন্দ নিশ্চিত করেছেন, **কারো প্রজ্ঞা ও ধর্মীয় কারণে তার ভক্ত হলে একে 'ব্যক্তিপূজা' বলা যাবে না**।

প্রশ্নঃ # ৩৬২০৯, ভারত

কেউ যদি নিজেকে কারো ভক্ত দাবি করে যেমন কেউ মাওলানা আরশাদ মাদানী বা মাওলানা সা'দ সাহেবের ভক্ত, এটা ইসলামের অনুমোদিত কিনা? এটা কি 'ব্যক্তিপূজা' হবে?

জবাবঃ # ৩৬২০৯ | প্রকাশঃ ১ জানুয়ারী ২০১২ | ফতোয়া নম্বরঃ 135/L=69/TL=1433

بسم الله الرحمن الرحيم

যদি কেউ কারো জ্ঞান বা ধর্মীয় উৎকর্ষের কারণে তাঁর ভক্ত হয় এতে কোন ক্ষতি নেই। এটা মানুষের ভিতরের বিষয়ের (অন্তরের) সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এটা যে কারো ক্ষেত্রেই হতে পারে। এটা আমদের সালাফ ও খালাফ থেকেও প্রমাণিত যে, তাঁদের অনেকেই কারো কারো প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এখন পৃথিবী বদলে গেছে, লোকজন আল্লাহ ভীরু ধর্মীয় পণ্ডিতগণের বদলে ফিল্ম স্টারদের ভক্ত হচ্ছে। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের রক্ষা করুন।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m7Zzs3 [88]

নিযামুদ্দিনের অনুসারীদের গোমরাহ বলার জবাব, যারা এমন বলে তারা নিজেরাই গোমরাহ

প্রশ্নঃ # ৬৯১৫৮, ভারত

বাংলাওয়ালী মসজিদ বস্তি হযরত নিযামুদ্দিন দিল্লীর সাথে সম্পর্কিত বর্তমান 'তাবলীগ জামাত' কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে খারিজ (বহির্ভূত)? যারা তাদেরকে গোমরাহ বলে, তাদের ব্যাপারে কি হুকুম? নাকি তারা নিজেরাই গোমরাহ?

জবাবঃ # ৬৯১৫৮ | প্রকাশঃ ২৯ আগস্ট ২০১৬ | ফতোয়া নম্বরঃ 967-786/D=11/1437

بسم الله الرحمن الرحيم

বস্তি নিযামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদে দাওয়াত ও তাবলীগের কাম করনেওয়ালা জিম্মাদারগণ আহলে হক্ক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। এসব জিম্মাদারদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে খারিজ বলাই গোমরাহীর কথা। বাংলাওয়ালী মসজিদের দিকে সম্পর্কিত তাবলীগ জামাতের লোকজন মজমুয়ী (সমষ্টিগত) ভাবে আহলে হক্ক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাদের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণেই এই জামাতকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে বহির্ভূত বলাই গোমরাহীর কথা। তবে হ্যাঁ, তাবলীগী জামাতের মধ্যে শামিল কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে গলদ ফিকির বা আকীদাহ রাখতে পারে, এটাতো ভিন্ন বিষয় / কথা। এই কারণে পুরা জামাতকে অপবাদ দেওয়া যায় না।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2ktas7s [৪৫] ভিডিও লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kWccq4 [৪৬]

দারুল উলূম (ওয়াকফ) দেওবন্দের উদ্যোগ

[দারুল উলূমের দেওবন্দের বিভক্তি নিঃসন্দেহে উম্মতের জন্য একটি মহাবিপর্যয় এবং দুর্যোগ ছিল। এই বিভক্তির ফলে দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পৌত্র এবং দারুল উলূমের অর্ধ শতাব্দীর মুহতামিম ও খাদেম ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি অপমানিত হয়ে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই দুঃখজনক ঘটনা স্মরণ করে উম্মতের দরদী উলামায়ে কেরাম আজও নিরবে চোখের পানি ফেলেন। পরবর্তীতে মূল দারুল উলূমের নাহাজে তাঁর পুত্র মাওলানা সালীম কাসেমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল উলূম (ওয়াকফ) (পুনঃ)প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু সচেতন উলামায়ে কেরাম একে বিভক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাঁরা বলেন দুটিই মিলেই দারুল উলূম দেওবন্দ। একই দারুল উলূমের দুই ক্যাম্পাস। দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্তমান বংশধরগণ তাঁদের পূর্বসূরি ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতই নিযামুদ্দিনের প্রতি তাঁদের সমর্থন অব্যাহত রাখেন। সেখানকার মুহাদ্দিস মাওলানা খলীলুর রহমান সাজ্জাদ নোমানী এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ খিজির শাহ কাশ্মিরী দামাত বারাকাতুহুম মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে ২০১৮ সালের ঔরঙ্গবাদ আলমী ইজতেমাতে শরীক ছিলেন। একই বছর দারুল উলূমের মুহতামিম মাওলানা সুফিয়ান কাসেমী দামাত বারাকাতুহুম (ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির পৌত্র) মাওলানা সা'দ সাহেবকে সেখানে দাওয়াত দেন, তাঁর দ্বারা পূর্বপুরুষদের জন্য দুআ করান এবং বরকতের জন্য তাঁকে দিয়ে নতুন ভবন উদ্বোধন করান।]

মাওলানা সা'দ সাহেবের ইমারতের সমর্থনে ওয়াকফ দেওবন্দের ফতোয়া

প্রশ্নঃ Ref. No. 38/1126

মুসলিম বিশ্বের আমীরুল মুমিনীন বা আমীর(নেতা) বানানোর শরঈ বিধান কি? কারা এর যোগ্য? কারা অযোগ্য? উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধালাভীর অনুসারীগণ বলছেন, তিনি সারা বিশ্বের মুসলমানদের আমীর। প্রত্যেকের অবশ্যই উচিত তাঁকে অনুসরণ করা। কারণ তিনি বর্তমান সময়ের আমীরুল মুমিনীন।

তবে অন্য কিছু আহলে ইলম বলছেন তিনি স্বঘোষিত আমীর। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? আমি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবা কেরামের জীবনাদর্শ এর আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

হাবীব শেখ
২৯ এপ্রিল, ২০১৮

জবাবঃ Ref. No. 38 / 1115
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।
আপনার প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ–

আমীরুল মুমিনীন হচ্ছেন ইসলামী রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক আমীর বা নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাঁকে সমর্থন করে এবং তিনি তাদের দুঃখ বেদনার সাথী হন। জনগণ তাঁদের বিভিন্ন বিষয় এবং বিরোধ তাঁর কাছে নিয়ে যায় এবং তিনি এসবের ফয়সালা এবং সমাধান দেন।

যখন মানুষ মাওলানা সা'দ সাহেবকে আমীরুল মুমিনীন হিসাবে বলে তখন সম্ভবতঃ তাঁকে তাবলীগ জামাতের আমীর হিসাবেই বলে। এবং যদি কিছু মানুষ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাবলীগের জন্য আমীর বানায়, তিনি তাদের আমীর হন। তাতে জামাত ছোটই হোক আর বড়ই হোক, এক জায়গায় জন্য হোক বা বিভিন্ন জায়গার জন্য হোক। এটাই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের জীবন থেকে শিখেছি।

এবং আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন।
দারুল ইফতা, দারুল উলূম (ওয়াকফ), দেওবন্দ।
২১ মে, ২০১৭
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kMsBgU [৭৫]

মাওলানা সা'দ সাহেবের অনুসরণ বৈধ কিনা?

প্রশ্নঃ Ref. No. 39/1092
আমি ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। সম্প্রতি কিছু উলামায়ে কেরাম মাওলানা সা'দ সাহেবের কিছু কথার ব্যাপারে আপত্তি তুলছেন। যদি আমি তাঁর আপত্তিকৃত কথাগুলো উপেক্ষা করে দাওয়াতের আমলের ক্ষেত্রে তাঁর হেদায়েত গুলো অনুসরণ করি এবং তাঁর নেতৃত্বে দাওয়াতী কাজ করি, এর অনুমতি আছে কি না?

আব্দুল কাদের
তারিখ ২৩ জুলাই, ২০১৮

উত্তরঃ Ref. No. 39/1092
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।
আপনার প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ।

এমন একজনকে অনুসরণ করার তাকিদ দেয়া হচ্ছে, যিনি দাওয়াতের কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং কি কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে আর কি কি করা যাবে না; সেসব ভালো জানেন। তাই আপনি দাওয়াতের ময়দানে আপনার কাঙ্খিত ফায়দা হাসিলের জন্য মাওলানা সাহেবের হেদায়েত ও নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করতে পারেন।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম (ওয়াকফ) দেওবন্দ
তারিখ ৪ আগস্ট, ২০১৮
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kMsGkI [৭৬]

মাযাহেরুল উলূমের পক্ষে মাওলানা সালমান মাযাহেরী দামাত বারাকাতুহুমের উদ্যোগ

মাযাহেরুল উলূমে মুফতী আব্দুল হামিদ মাসুম রহঃ এর তাহকীকী সফর

বাংলাদেশে শূরাপন্থীদের একটা প্রোপ্যাগান্ডা ছিল যে খোদ মাওলানা সা'দ সাহেবের শ্বশুরই মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। প্রোপ্যাগান্ডাটি ঢাহা মিথ্যা ছিল। তিনি কখনোই মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি। বরং শুরু থেকেই তিনি মাওলানা সা'দ সাহেবকে সমর্থন করে এসেছেন। গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ বাংলাদেশের প্রথম আমীর বড় হুযুর আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহির সাহেবযাদা মুফতী আব্দুল হামিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে এক জামাত মাওলানা সালমান মাযাহেরী দামাত বারাকাতুহুমের সাথে দেখা করলে তিনি খুব স্পষ্ট ভাবেই তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, দারুল উলূম দেওবন্দের এই অবস্থানের কারণে দারুল উলূমের সম্মান ও ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

তিনি জানান, দারুল উলূম দেওবন্দের শূরা এবং নদয়াতুল উলামার মহাপরিচালক সাইয়্যেদ রাবে' হাসানী নদভী দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন- পাকিস্তান থেকে মুফতী তক্বী উসমানী দামাত বারাতুহুম বারবার তাঁকে (রাবে' হাসানী) ফোন করে বলেছেন, 'রাহবাতে উম্মতে'র প্রতি খেয়াল রাখার জন্য। তখন মাওলানা রাবে' হাসানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁকে জানান, তিনি (রাবে' হাসানী) মুফতী নোমানী দামাত বারাকাতুহুমকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মুফতী নোমানী জবাব দেন, তাঁদের মজবুরী ছিল। দ্বীনের কাজে মজবুরী! এই উত্তরে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে যা হচ্ছে সেগুলোকে মাওলানা সালমান মাজাহেরী দামাত বারাকাতুহুম পরিষ্কার ভাষায় রাজনীতি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি জানান শাহী মুরাদাবাদের মুফতী শাব্বির সাহেব দামাত বারাকাতুহুম দেওবন্দের এই অবস্থান প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং তিনি এর জবাব লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু মাওলানা সা'দ সাহেব নিষেধ করেন।

বিস্তারিত এই লিঙ্কে থেকে শোনা যেতে পারেঃ http://bit.ly/2kt5rvB [৭৯]

মসজিদ থেকে জামাত বের করে দেয়ার ব্যাপারে শূরাপন্থী মুফতী যায়দ মাযাহেরীর ফতোয়া

[মুফতী মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরী নদভী দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ এর মুহাদ্দিস। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এবং জিম্মাদারগণ তাঁদের ইলমী বিশ্লেষণের আলোকে খোলাখুলি ভাবেই মাওলানা সা'দ সাহেব ও নিযামুদ্দিনের পক্ষাবলম্বন করেছেন। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর ইজতেমাতে শরীক হবার জন্য ইজতেমা চলাকালীন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। আবার মাওলানা সা'দ সাহেবের কিছু বয়ানাতের ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দ (ক্বদীম) আপত্তি করে তেহরীর প্রকাশ করলে মাওলানা সা'দ সাহেব দেওবন্দের পরামর্শক্রমে রুজু করেন। কিন্তু দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মহাপরিচালক আল্লামা সাইয়্যেদ রাবে' হাসানী নদভী দামাত বারাকাতুহুম রুজু করতে নিষেধ করেন, কেননা তিনি ঐ বয়ানাতগুলোর উদ্দেশ্যের মধ্যে আপত্তি করার মত কিছু পাননি।

কিন্তু এসবের বিপরীতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সম্মানিত মুহাদ্দিস মুফতী যায়দ মাযাহেরী নদভী স্পষ্ট ভাবেই নিযামুদ্দিনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম কোন তাহকীক ছাড়াই শুধুমাত্র ছোট ছোট কিছু পুস্তিকা দেখেই নিযামুদ্দিন বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। এসব পুস্তিকার বেশ কয়েটির মূল লেখক এই মুফতী যায়দ। যদিও তিনি তাঁর লেখনীতে সরেজমিনে তদন্ত বা তাহকীকের কোন নমুনা দেখাতে পারেননি। বরং তাঁর বর্ণনাগুলোও অন্যের থেকে শোনা। তাঁর এসব শ্রুতি নির্ভর অধিকাংশ তেহরীরেরই জবাব বের হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এই সংকলনে তাঁর বেশ কিছু অভিযোগের জবাব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

তবে তাঁর অবস্থান নিযামুদ্দিন বিরোধী হলেও **মসজিদ থেকে জামাত বের করে দেয়া জায়েজ মনে করেন না**। এ বিষয়ে তিনি একটি ফতোয়াও দিয়েছেন। এখানে তাঁর ফতোয়াটি দেয়া হল।]

মসজিদ থেকে তাবলীগী জামাত তাড়িয়ে দেওয়া নাজায়েজ

দাওয়াত ও তাবলীগের মজুদা হালতে একটি প্রশ্ন এবং কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এর জবাব

ফতোয়া জানতে চেয়ে প্রশ্ন

নিম্ন মাসআলা ক্ষেত্রে হযরতে উলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে কেরামের ফয়সালা চাচ্ছিঃ

ইদানিং তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরে ইমারত, শূরা এবং আরো কিছু বিষয়ে ইন্তেশার চলছে, তা সকলের জানা। এ কারণে উভয় পক্ষের জামাতগুলোর সাথে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। অথচ তারা উভয়ে আল্লাহ তায়ালার মেহমান। তাদের মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, সামানপত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এমনকি কোথাও কোথাও গায়ে হাত তোলার মতো ঘটনাও ঘটছে, যা এক সময় কল্পনাও করা যায়নি। এ অবস্থায় জামাতগুলোর সাথে এরূপ আচরণের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের নিকট দুটি জিজ্ঞাসাঃ

১. যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে (মসজিদ থেকে জামাত বের করে দেয়া, ইত্যাদি) সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?
২. এমন জামাতের আগমন ও মসজিদে তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে মসজিদ কমিটি ও মুসুল্লিগণ কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

মসজিদ কমিটি যদি (শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে) কোন বিধি বা নীতিমালা জারি করেন, যেমন, 'জামাতগুলো ইখতিলাফপূর্ণ কথাবার্তা পুরোপুরি এড়িয়ে চলবে। ছয় নম্বরের সীমারেখার ভেতরে বয়ান করবে। কোন বিশেষ জায়গায় যাওয়ার দাওয়াত দেবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও এ কাজ/কথা চালাবে না। ইখতিলাফ আছে এমন কারো কথা তুলবে না।' এ জাতীয় কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোনাসেব হবে কিনা?

কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত সমাধান জানাবেন। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।

দরখাস্ত
মুসুল্লিবৃন্দ

উত্তর

সন্দেহাতীত ভাবে তাবলীগী জামাত খালেস দ্বীনী জামাত। তারা নিজেদের ইসলাহ ও অন্যদের মাঝে দ্বীনী জযবা জাগ্রত করার নিয়তেই আল্লাহর রাস্তায় বের হন। কিছু নির্ধারিত পন্থায় তারা মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে আহ্বান করেন। নিজেদের ঈমান মজবুত করা এবং দ্বীনের অন্যান্য শো'বা নিজেদের মধ্যে বসানোর জন্য তাঁরা ছয় সিফাত কেন্দ্রিক মেহনত করে থাকেন। এটাই এ জামাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রধান মেহনত। যা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির মালফুযাত দ্বারা প্রমাণিত।

বিষয়গুলির সুস্পষ্ট নির্দেশ একদিকে যেমন কুরআন শরীফে আছে, তেমনি যারা এই কাজগুলো করেন পাক কালামে তাঁদের প্রশংসাও করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলমান? [সূরা হা-মীম সাজদাহঃ ৩৩] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সূরা বাকারাঃ ২০৮] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

আলহামদুলিল্লাহ! তাবলীগ জামাতের সাথীরা (সদস্য বা কর্মী) এই উদ্দেশ্য সামনে নিয়েই মেহনত করে যাচ্ছেন এবং সামনেও করবেন, ইনশাআল্লাহ।

আফসোসের কথা হল, তাঁদের কিছু শীর্ষস্থানীয় জিম্মাদার সাথীদের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে। ফলে এই জামাতটি (কেন্দ্রীয় ভাবেই) বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এতোই নাজুক যে, উভয় পক্ষের মুরুব্বীগণ যদিও নিজেরা সীমালঙ্ঘন করছেন না বা কাউকে বাড়াবাড়ি করার উৎসাহ বা নির্দেশও দিচ্ছেন না; তবুও তাঁদের অনুসারীগণ আবেগে ও উন্মাদনায় সীমা লঙ্ঘন করছে। এতে এমন সব অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারও ঘটছে, যা এই ফতোয়ার আবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন আরেকজনের হাতে কষ্ট পাচ্ছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে। এমনকি মেরে আহত করা ও মসজিদ থেকে তাদের সামানপত্র ছুঁড়ে ফেলার মত ঘটনাও ঘটছে। অনেক এলাকা থেকেই এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে বলে শোনা যাচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

কোন তাবলীগী জামাত যদি দ্বীনী মাকসাদে মসজিদে আসতে চায় যেমন আগেও এসেছে তখন স্থানীয় মুসুল্লীরা আগে জিজ্ঞাসা করছেন যে, জামাত কোন পক্ষের? যদি নিজেদের পছন্দের পক্ষের না হয় তাহলে মসজিদে উঠতে দেয়া হচ্ছে না, কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না, দাওয়াত দেয়ার অনুমতিও দেয়া হচ্ছে না। এভাবে এই মেহনতের কর্মীদের মধ্যে আপোষে ইখতিলাফ ও দূরত্ব বেড়েই চলেছে। একে অপরের প্রতি জিদ ও সংঘাতমূলক আচরণের দ্বারা ফিৎনা বেড়েই চলছে। কিন্তু **এর ফলাফল এটাই যে– দ্বীন ইসলাম, তাবলীগী মেহনত ও উম্মাহ সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে**। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবধরণের খারাপী ও ফিৎনা থেকে হেফাজত করুন।

এমতাবস্থায় জরুরি হল ইসলাম ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা। আমাদের আগে বিবেচনা হবে যে, **ইখতিলাফ নিজ স্থানে; কিন্তু আমরা একে অপরের ভাই। আমাদের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য সবারই এক ও অভিন্ন।** আমাদের মাকসাদ দ্বীন। এ পৃথিবীর সকল মসজিদই আল্লাহ আ'আলার ঘর। এখানে শুধু আল্লাহ তাআ'লারই ইবাদত হয়ে থাকে। যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাদের প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা একাধিক আয়াতে এরশাদ করেন

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। [সূরা হুজুরাতঃ ১০] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا

এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে ডেকো না। [সূরা জ্বীনঃ ১৮] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলমান। [সূরা হা-মীম সাজদাহঃ ৩৩] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

আল্লাহ তায়ালা যেমন এই বান্দাদের প্রশংসা করেছেন, তেমনি আমাদেরও দায়িত্ব হলো, তাদের সম্মান করা। তাদের সাথে অবশ্যই সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। **মুসলমান ভাইদের মসজিদে উঠতে না দেয়া, মসজিদ থেকে করে দেয়া, তাদের মালামাল মসজিদ থেকে ফেলে দেয়া, মুসলমানের মাঝে আপোষে বিভক্তি তৈরি করা; এগুলো তো কাফের, মুনাফিক তথা ইসলামের শত্রুদের কাজ। কুরআন কারীমে মুমিনদের মধ্যে পার্থক্য করা, আল্লাহর রাস্তায় বাঁধা সৃষ্টি করা বা আল্লাহর রাস্তায় যেতে বাঁধা দেওয়া, মসজিদে অবস্থান করতে না দেওয়া; এগুলোকে কাফির ও মুনাফিকদের কাজ বলা হয়েছে।**

যেমন আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি এরশাদ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। [সূরা তাওবাঃ ১০৭] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

যারা কুফর করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। [সূরা হজঃ ২৫] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ [সূরা বাকারাঃ ২১৭] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? [সূরা বাকারাঃ ১১৪] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

চিন্তার বিষয় হলো, রাগ ক্ষোভ ও আবেগের বশবর্তী হয়ে, নফস ও শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে যদি কোথাও কোন মসজিদের ইমাম বা কোন আলেম অথবা কোন জামাতের সাথীর সাথে খারাপ আচরণ করি বা তাদের মসজিদ থেকে বের করে দিই তাহলে এটা অবশ্যই এই মেহনতের বুনিয়াদী উসূল (মৌলিক বিধি) ও মাকসাদের পরিপন্থী হবে। কেননা ছয় সিফাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিফাত হল একরামুল মুসলিমীন। এর ভিত্তিতেই আমরা সমগ্র দুনিয়া তথা দুনিয়ার লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শিক্ষা দিই। তাঁর পবিত্র বাণীঃ *‘সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও আলেমদের তাযীম করে না।’ [ফাযায়েলে তাবলীগ]*

অপর হাদীসে এসেছে *‘যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করবে না, আমাদের বড়দেরকে সম্মান করবে না, উলামায়ে কেরামকে শ্রদ্ধা করবে না, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। [মালফুযাতঃ ১১২]*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

যে বয়স্কদের সম্মান করে, তাদের শান্তি পৌঁছায়; সে যখন বয়স্ক হবে তখন আল্লাহ তায়ালা এমন লোক পয়দা করবেন, যারা তাকে সম্মান দিবে ও তার শান্তি ও স্বস্তির দিকে খেয়াল রাখবে। এবং যে বয়স্কদের অসম্মান করে, তাদের কষ্ট দেয়; যখন বয়স্ক হবে তখন আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু লোক নিযুক্ত করবেন, যারা তাঁকে অসম্মান করবে, কষ্ট দেবে। [তিরমিযী]

এখানে খেয়াল করার বিষয় হল, যারা জামাতে বের হন, তাদের অনেকে আমাদের চেয়ে (বয়সে বা মর্যাদায়) বড়, অনেকে ছোট ও তরুণ। যদি কেউ আমাদের চেয়ে বয়স্ক হয়ে থাকেন তাহলে তিনি আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র, সেবার হকদার। আর যদি কেউ বয়সে ছোট হয়ে থাকে তাহলে সে আমাদের স্নেহের পাত্র। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। দাওয়াত ও তাবলীগের অন্যতম মৌলিক উসূল বা বিধান। এমন উসূল আমরা ভুলে যাব! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলেছেন ‘আমরা এক শরীরের মত, সবাই শীসাঢালা প্রাচীরের মতো, পরস্পরে ভাই-ভাই। শত্রুদের মুকাবিলায় আমরা ইস্পাতকঠিন দৃঢ় হলেও পরস্পর প্রতি সহানুভূতিশীল ও সমব্যাথী।’ আমাদের দায়িত্ব হলো, একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা তুলে ধরে এরশাদ করেছেনঃ

كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর। [সূরা সফঃ ৪] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মুমিন তো পরস্পর ভাই-ভাই। [সূরা হুজুরাতঃ ১০] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। [সূরা ফাতহঃ ২৯] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে। [সূরা তাওবাঃ ৭১] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেন

‘তোমরা মোরগকে গাল-মন্দ কোরো না, কেননা সে ভোরে নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়।’ [আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫১১০, ২/৬৯৮]

এক সাহাবীকে বুরগূস নামের ডানাবিহীন ছোট এক ধরণের পোকা কামড় দেয়। এতে তিনি পোকাটিকে মন্দ বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ওকে (পোকাটিকে) গালমন্দ কোরো না। এই পোকাটি এক নবীকে নামাযের জন্যে জাগিয়ে দিয়ে ছিল।’

এক হাদিসে এসেছে, একদা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন খাদেম চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দু’জনের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করতে বললেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দরখাস্ত করলেন যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই একজনকে পছন্দ করে দেন। রাসূলুল্লাহ একজনকে বাছাই করে দিলেন, সে নামাযী ছিল। এবং তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘তাকে মারধর করবে না। কেননা সে নামাযী।’ [মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠাঃ ৪৩৩, খণ্ডঃ ৪] (মুন্তাখাব হাদীস নামাযের অধ্যায়ের ৯ নং হাদীস।)

দাওয়াত ও তাবলীগের এই জামাতগুলো আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়। তাঁরা নিজেরাও নামাযী এবং অন্যদেরও গুরুত্বের সাথে নামাযের দিকে ডাকে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুসারে এ জামাতগুলো সম্মান ও মর্যাদার হকদার। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা, তাদের গায়ে হাত তোলার অর্থ হল হাদীসের নিষেধ অমান্য করা। তাই তাবলীগের সকল সাথীর কাছে বিনীত আরজ, **যে কোন জামাত যে ধারারই অনুসারী হোক, যে পক্ষেরই হোক– অবশ্যই পরস্পরে মিলিত হয়ে মেহনত করতে হবে। কে ইমারতপন্থী, আর কে শূরাপন্থী, সেদিকে না তাকিয়ে দেখতে হবে যে, তারা আল্লাহর মেহমান। তাই আমাদেরও মেহমান। তাদের সেবা করা আমাদের খোশনসীব। তাই সব ধরণের জামাতকেই বাধ্যতামূলক মসজিদে অবস্থান করার সুযোগ দিতে হবে এবং মেহনতের পরিবেশ দিতে হবে।** আমরা একে অন্যের সহযোগিতা করব। বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত এড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। কেউ বাধা দিতে চাইলে বাধাদানকারীর মদদগার বা সাহায্যকারী হব না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এ হুকুম করেছেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়েদাহঃ ২] (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহঃ)

মাকামী সাথীদের যারা আছেন, যারা মহল্লায় মেহনত নিয়ে চলেন তাদের দায়িত্ব মজুদা হালত ও ইখতিলাফ সত্ত্বেও (অন্য পক্ষের সাথীদের) মুসলমান হিসাবে দেখা এবং মুসলমান হিসাবে তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হকসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে তা থেকে বিস্মৃত না হওয়া। যেমন, সাক্ষাতে সালাম করা। হাসিমুখে সাক্ষাত করা। (কেননা হাসিমুখে সাক্ষাত করাও সাদাকা।) হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া। মারা গেলে জানাযায় শরীক হওয়া। [মিশকাত]

এই হক্ব গুলো আমরা অবশ্যই অন্যের জন্য পূরণ করব। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ। তাই ইখতিলাফ সত্ত্বেও মাকামী সাথীরা অবশ্যই একে অপরের হক্ব আদায়ে গাফলতি করব না। আমার পক্ষের হোক বা অন্যপক্ষের (যে পক্ষেরই হোক) অবশ্যই শরীয়তের হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পাবন্দি হিসাবে এই হক্ব গুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। তাতে অন্যরা আদায় করুক বা না করুক।

(এবার মসজিদে রোজানা তাবলীগী আমলের ব্যাপারে কিছু কথা।) যে বিষয়গুলো আপোষে ইখতেলাফের কারণ হতে পারে, সেগুলো হেকমতের সাথে, মাশোয়ারার দ্বারা সমাধানের চেষ্টা করা। এবং মাশোয়ারার ফয়সালার উপরে জমে থাকা। ফতোয়ার আবেদনেও এমন একটি কৌশলের কথা এসেছে। যেমন, 'মসজিদ কর্তৃপক্ষ শর্ত জানিয়ে দিবেন যে, জামাতগুলো ইখতিলাফী (বিরোধপূর্ণ) কথাবার্তা এড়িয়ে চলবেন। কথাবার্তা ছয় নম্বরের মধ্যে সীমিত রাখবেন। কোন জায়গার দাওয়াত না দেয়া, ইশারা ইঙ্গিতেও না। (বরং আল্লাহর রাস্তার দাওয়াত দেয়া।) যাদের নিয়ে ইখতিলাফ চলছে তাদের কারো কথা না তোলা।'

এ ধরণের কৌশল অবশ্যই বৈধ। সাথীরা এই কৌশল অনুসরণ করতে পারে। **দ্বীনের খাদেমদের জন্য মসজিদ খোলা রাখতে হবে। দুনিয়াবী স্বার্থ কিংবা নিছক জিদের বশে কাউকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা (ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত অনুসারে) কবীরাহ গুনাহ, যা তওবা ছাড়া মাফ হবে না, এমনকি হজ্জ্ব ও উমরার দ্বারাও নয়।** কিতাবে এসেছে *'যদি কেউ কাউকে কোন ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করে, বিশেষত ক্ষোভটি যদি দুনিয়াবী কারণে হয়, তাহলে তা অনেক বড় মূর্খতা কবীরাহ গুনাহ।' [আল বাহরুর রায়েক, ২/৬০]*

জুমুআর নামায সহীহ হওয়ার জন্যে ফুকাহাকেরাম 'ইযনে আম' বা 'সর্বসাধারণের প্রবেশের জন্য অবারিত অধিকার' শর্তারোপ করেছেন। কিছু লোককে মসজিদে আসতে বারণ করা হলে 'ইযনে আম' লঙ্ঘন হবে। ফলে ফুকাহা কেরামের ফতোয়া অনুসারে সেখানে যত মুসুল্লি জুমুআ আদায় করতে আসবে তাদের একজনের জুমুআ সহীহ হবে না। কেননা 'ইযনে আম' (বিনা শর্তে মুসলমানদের সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়া) জুমুআ সহীহ হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। এমনটা কখনোই হতে দেয়া যাবে না। ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে

‘সপ্তম শর্ত হলো, ইযনে আম। যদি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্যে জামে মসজিদে আসার বা ঢোকার অনুমতি না থাকে আর বাকিরা সেখানে জুমুআ আদায় করে তবে তা জায়েয হবে না।’ [ফতোয়ায়ে শামী, ১/৬০১]

মেহনতের পদ্ধতি ছাড়া অন্যান্য শরঈ বিষয়গুলো নির্ভরযোগ্য আলেম ও মুফতী থেকে জেনে নেয়া। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামই আমাদের রাহবার। তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখা, যথোপযুক্ত সম্মান জানানো ও তাঁদের থেকে জেনে জেনে আমল করার নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দিয়েছেন। উম্মতকে উলামায়ে কেরামের সাথে জুড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আলেমদের দূরে থাকা, সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশ পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সিরাতে মুসতাকিমের দৃঢ়তা দান করুন।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদীস ওয়াল ফিকহ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লক্ষৌ
৫ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরি।

[এখানে শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে কেউ কেউ পানি ঘোলা করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু বাস্তব কথা হল এটা মাওলানা সা’দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের একটি হেদায়েত। মুন্তাখাব হাদীসের শুরুতে তাঁর লিখিত ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদেও তিনি এমনই নির্দেশনা দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ তাবলীগের মেহনত বিশ্বব্যাপী উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধায়নেই চলে এসেছে এবং এখনো মাওলানা সা’দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের নেতৃত্বে উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধায়নেই চলছে। তাবলীগের সাথীরাও আগেও সকল আমল উলামায়ে কেরামের থেকে জেনে জেনেই করেছেন, এখন করে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা ইখতিলাফের উর্দ্ধে উঠে দ্বীনের ফায়দাকে সামনে নিয়ে মেহনত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।]

মুফতী নাওয়ালুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম

[মুফতী মুহাম্মাদ নাওয়ালুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম হায়দারাবাদের প্রখ্যাত সুফী গোলাম মোহাম্মাদ সাহেবের পুত্র ও খলীফা। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। তাঁকে শিকাগোর হানাফীদের গ্র্যান্ড মুফতী হিসাবে সম্মান দেয়া হয়। তিনি শিকাগো মারকাজেও তিনি নিয়মিত বয়ান করে থাকেন। তিনি আমেরিকার কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ডেরও সদস্য। তিনি হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা মাওলানা মাসীহউল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বায়াআত ছিলেন। এবং হযরতওয়ালার বিশিষ্ট খলীফা ডঃ তানভীর আহমাদ খান সাহেবের খিলাফতপ্রাপ্ত।]

ইখতেলাফের বিপরীতে ইজতেমাইয়াত ও মারকাজিয়াত

দাওয়াতের মেহনতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল আমীরের আনুগত্য। তাই কেউ বলতে পারে না যে আমীরের আনুগত্য কর না, কারণ তারা জানেন এমন বোকামীপূর্ণ প্রস্তাব কেউ মেনে নিবে না। বরং এর বদলে তাঁরা বলা শুরু করে যে কোন আমীর থাকবে না, আমীরের খারাপি বর্ণনা করে।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে এমনই মুখালিফাত ছিল যে তিনি নিজ শহর থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন লোকজন তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হত না। তিনি যেখানে ইন্তেকাল করেন তা তাঁর নিজের শহর ছিল না, আবার হিজরত করে বসবাস করছিলেন এমন কোন শহরও ছিল না। বরং আশ্রয়ের খোঁজে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনি সফরেই ইন্তেকাল করেন। ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধেও কুফরীর ফতোয়া দেয়া হয়েছিল এবং বাজারে প্রকাশ্য জনসম্মুখে তাঁর 'এহহিয়া উল উলূম' কিতাব পোড়ানো হয়েছিল।

পূর্বে বেরেলভী এবং দেওবন্দীরা একই ছিল। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একাধারে একজন বড় মুহাদ্দিস, মুফতী, সুফি, ওলী এবং দার্শনিক। তিনি যখন দিল্লী জামে মসজিদে বয়ান করতেন, বসা তো দূরে থাক, দাঁড়ানোর জায়গাও পাওয়া যেত না। আমার পড়া তাসাউফের সবচেয়ে ভালো দুই কিতাব তাঁরই লেখা।

মাওলানা ফজলে হক্ক খায়রাবাদী, তিনি নিজেও খুবই বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন, দাবি করলেন– মাওলানা ইসমাঈল শহীদ বলেছেন যে, নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল আসা একটা গাধা খেয়াল আসার চেয়েও খারাপ। নাউযুবিল্লাহ। কথাটি এভাবে ছড়ানো হল যে, মাওলানা ইসমাইল শহীদ একটি গাধাকে যে সম্মান দেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই সম্মানও দেন না। নাউযুবিল্লাহ। লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করলো। এখান থেকেই দেওবন্দী ও বেরেলভী বিভক্তি শুরু হয়।

এই ঘটনায় বুঝা যায়, **ঐক্য নষ্ট করার একটা বড় উপায় হল, মহান ব্যক্তির উপর সাধারণ মানুষের যে আস্থা ও নির্ভরতা থাকে, তার ভিত্তি নষ্ট করা।** এরপরে এই বিভক্তি তাঁদের পরবর্তী মহান উত্তরসূরিদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়, যেমন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী প্রমূখ। রহিমাহুমুল্লাহ। এই ক্ষতির দ্বারা শুধুমাত্র শত্রুরাই ফায়দা পেয়েছে। একই ভাবে, তাবলীগের মেহনতের বরকতে বিশ্বব্যাপী যে ইস্তেমাইয়াত/ঐক্য এবং আমীর ও মারকাজের যে

আনুগত্য অর্জিত হয়েছিল, আজ তা নষ্ট হয়ে গেছে। মাওলানা উমর সাহেব পালানপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন, যখন কোন মুখলিস মানুষ এমন কারো সাথে মেলামেশা যার অন্তরে গোপন চাহিদা রয়েছে, তখন মুখলিসীনরাও সন্দেহে পতিত হয়ে যান, তাঁরা বুঝতে পারেন না, কি করা উচিত। এভাবেই মহান মানুষদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে একজন মহিলার সাথে কথা বলছিলেন। এক সাহাবী পাশ দিয়ে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর (উম্মুল মুমিনীন) সাথে কথা বলছিলেন। সাহাবী উত্তর দিলেন, এটা না বললেও চলত, কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে কোন বদগুমান করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, শয়তান বন্যার পানির মত যে কোন জায়গায় যে কোন শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তিনি যা বলেছেন তার অর্থ হল, শয়তান একজন সাহাবীকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতে পারে।

তাবলীগের মজুদা হালতের আলোকে যদি এই ঘটনা ব্যাখ্যা করি, নিচের প্রশ্নটি অকার্যকর হয়ে যায়, যা অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন, “কিভাবে বড় বড় মুরুব্বীগণ ভুল বুঝতে পারেন বা মাওলানা সা’দ সাহেবের ব্যাপারে হিংসা রাখতে পারেন এবং এ কারণে মারকাজ ত্যাগ করতে পারেন?”

আমরা অনেকেই যেহেতু বাস্তবতা জানিনা, এজন্যই আমাদের মধ্যে এই সন্দেহ এবং প্রশ্নগুলো আসছে। তাই, আপনি যদি মারকাজের মারকাজিয়াত খতম করে দ্বীনের এই মেহনতের করতে চান, আপনি মনে করবেন যে, আপনি দ্বীনের মেহনত করছেন, কিন্তু আসলে তা নয়। বরং উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে শত্রুদের মদদ করছেন। **আপনি যদি গাছের একটি ডাল কাটেন, পাতাগুলি একটা সময় পর্যন্ত সজীব থাকবে। কিন্তু এরপর পাতাগুলি শুকিয়ে যাবে। মারকাজ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পরিণতিও এমনই হবে।**

কিছু লোক যুক্তি দেয় যে, মারকাজ কোন নির্দিষ্ট জায়গা নয়, যেমন মদীনা থেকে মারকাজ ইরাকের কুফা নগরীতে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু দুইটা কথা তারা বলে নাঃ

১. মারকাজ সরানোর কাজ আমীরই করেছেন এবং শুধু মারকাজ নতুন জায়গায় গেছে তাই নয় বরং আমীর নিজেও নতুন মারকাজে চলে গেছেন।

২. মারকাজ সরানোর পিছনে শরীয়ত সম্মত কারণ ছিল, কেননা আগের মারকাজ অর্থাৎ মদীনাতে রক্তপাত, খলীফার হত্যাকান্ড এবং বিশৃঙ্খলা হচ্ছিল।

নিযামুদ্দিনে কে খুন হয়েছে? এসব যুক্তি দিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছে।

ইস্তেমাইয়াতঃ

এই কাজ মারকাজ এবং আমীরের অধীনে ইস্তেমাইয়াত রক্ষা করার দ্বারাই চলবে। যে মুরুব্বীগণ মারকাজ ত্যাগ করে গেছেন, তাঁদের মুখেই আমি শুনেছি, “ইখতিলাফ হল, ইত্ব’আতের সাথে; ইত্ব’আত ব্যতীত ইখতিলাফ হয় না। বরং সেটা মুখালিফাত এবং তা কোন পরিস্থিতিতেই জায়েজ নেই। আমীরের অনুগত থেকে যে কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে।”

আমি ভারতের বহু প্রবীণ মুফতী সাহেবের সাথে আলাপ করেছি। তাঁদের অভিমত, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের ইমারত বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই আমাদের দায়িত্ব হল, আনুগত্য করা। আল্লাহর তরফ থেকে তো পরীক্ষা নেয়া হবেই। আর এই পরীক্ষার নিমিত্তেই আমাদের সামনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মিথ্যা বর্ণনা হাজির করা হবে।

'শূরা' শব্দটি শুরু হয় একটা চিঠির মাধ্যমে, দাবী করা হয়েছে যে এই চিঠি নিযামুদ্দিন থেকে দেয়া হয়েছে, এবং চিঠিতে বলা হয়েছে, শূরা গঠন করা দরকার। কিন্তু চিঠিটা নিযামুদ্দিন থেকে যায়নি, বরং এক ব্যক্তি নিযামুদ্দিনের নাম ব্যবহার করে পাঠিয়ে ছিলেন। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, ৩০০০ পুরাতন সাথীসহ আমিও সেখানে ছিলাম। তার প্রতিক্রিয়া ছিল যে, তিনি ভুল করেছেন।

এভাবেই উম্মতের মধ্যে ভুল ধারণা জাগ্রত হয়। আমাদের কেউ কেউ একথা মনে করতে পারেন যে, আমি এখানেও যাই, ওখানেও যাই। এটা প্রমাণ যে তার অন্তরে দৃঢ়তার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এমন ব্যক্তি অসাবধানতাবশত এমন এক গোষ্ঠীর স্ট্রাটেজিই প্রচার করছেন, যারা এমন সব লোক দ্বারা সমর্থিত যারা উম্মতের ঐক্য ধ্বংস করতে চায়। এমন ব্যক্তি মনে করবে যে, সে দ্বীনের মেহনত করছে, কিন্তু বাস্তবে সে না বুঝে এই মেহনত ধ্বংস করার কাজে অংশ নিচ্ছে। শয়তান বহুত ধুরন্ধর। শয়তান আমাদের মেহনতেই লাগিয়ে রাখবে, কিন্তু আমাদের স্ট্রাটেজি বদল করে দিবে, এবং এর দ্বারা সেই জয়ী হবে।

পুরাতন সাথী হিসাবে, আমি আপনাদের বলব, বিভিন্ন অমুসলিম সংগঠন এবং ভারতের মন্ত্রীরা এই অপকৌশলের সাথে জড়িত আছে। অস্বাভাবিক পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে, বহুবার তারা পরামর্শ করেছেন। আমি কোন কথার কথা বলছি না। প্রমাণ আছে।

যদি কোন মারকাজ না থাকে, তাহলে আমাদের বিভিন্ন মাসআলার সমাধান কোথায় হবে? আমরা তাকাজার জন্য কোথায় একত্রিত হব?

[মুফতী নাওয়ালুর রহমান সাহেবের বিভিন্ন বয়ানের শেষ্ঠাংশের সঙ্কলন। একটি নমুনা বয়ান [৮৪]]

বিভিন্ন অভিযোগের জবাব, আলমী শূরার হাকীকত ও নেপথ্যের কিছু কথা

মাওলানা তালহা এবং ফাযায়েলে আমল ও মুন্তাখাব প্রসঙ্গ

মাওলানা তালহা (বর্তমানে ওফাতপ্রাপ্ত, রহিমাহুল্লাহ) কত বড় বুযুর্গ, শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবযাদা। মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে এক সাক্ষাতে তিনি বলেন, তাঁকেও ভুল বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে, সা'দ তোমার বাবার কিতাব খতম করতে চায়। এজন্য মুন্তাখাব সামনে নিয়ে এসেছে। অথচ শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কিতাব সাদকায়ে জারিয়া হিসাবেই লিখেছেন, এখানে পয়সা কামানো বা অন্য কোন মাকসাদ ছিল না। তাই এই কিতাবের কোন কপিরাইট রাখেননি, যে কেউ চাইলে প্রিন্ট করতে পারে। মাওলানা সা'দ সাহেব কখনো ফাযায়েলে আমল বাদ দিতে বলেননি। বরং ফাযায়েলে আমল ও ফাযায়েলে সাদাকাতও তালীম করতে বলেন।

মুন্তাখাব মূলত দুই কারণে পড়তে বলা হয়। এক হল মাওলানা ইউসুফ রহঃ এর তরতীব করেছেন এবং ছয় নম্বরের উপরে তরতীব করা কিতাব। ফাযায়েলে আমল সম্পূর্ণ ভাবে ছয় নম্বরের উপরে

নয়। যেমন এখলাসের উপরে আলাদা ভাবে সেখানে নেই। আমাদের সাথীরা বয়ানে অনেক উল্টাসিদা কথা বলেন। কিন্তু ছয় নম্বরের উপরে হাদীস কুরআন থাকলে বলা যায় যে, আপনারা এর উপরে বলবেন। বাইরের কথা বলবেন না। সাথীদের ভুলের উপরে অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু ভুল সংশোধনের জন্য কিছু না থাকলে সংশোধন হবে কিভাবে? এজন্য মাওলানা ইউসুফ রহঃ এই কিতাব লিখেছেন। কিছু কাজ তিনি পাশের দেশের কিছু উলামায়ে কেরাম ও দাঈদেরও দিয়েছিলেন। এজন্য কি বলা যাবে যে এই কিতাব তাঁদের? ঘর বানানোর জন্য কেউ যদি কিছু লোক রাখেন, তারা কি বলতে পারে যে আমি এই ঘর বানিয়েছি; তাই এই ঘর আমার?

যে কেউ ভুল ধারণার শিকার হতে পারে, তাই তাহকীক জরুরী

আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ অনেক কিছু শুনছেন। এর দ্বারা ভুল ধারণা পয়দা হয়। ইলম হাসিল করার তরীকা ভুল হলে, এর দ্বারা ভুল ধারণা পয়দা হবে; আর তরীকা সহীহ হলে সহীহ ইলম হাসিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মাওলানা বেলাল নামে একজনের নামে কিছু কথা চালানো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের শিকাগো মারকাজের মুয়াজ্জিন হাফেজ সালমান সাহেবের সাথে হজের মৌসুমে করাচীর সেই মাওলানা বেলাল সাহেবের সাক্ষাৎ হয় যিনি মুন্তাখাব হাদীসে কাজ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আগে থেকেই জানাশোনা ছিল। হাফেজ সালমান মাওলানা বেলাল করাচীকে বললেন আপনি মাওলানা সা'দ সাহেবের নামে এমন কথা কিভাবে বললেন? অথচ আপনি তাঁর ভক্ত ছিলেন। মাওলানা বেলাল জানান তিনি এখনো মাওলানা সা'দ সাহেবের ভক্ত। তিনি মওলানা সম্পর্কে সামান্য খারাপ ধারণাও করতে পারেন না। যে কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় চালানো হচ্ছে তা তাঁর নয়। অন্য কোন বেলাল হতে পারে। যে লিখেছে সে তাঁর সম্পূর্ণ নামটাও বলতে পারবে না। অন্য কেউ তাঁর নামে কথা চালিয়ে দিচ্ছে। আর লোকজন এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে!

খুব আফসোস লাগে ইলমওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও তাহকীক না করার মানসিকতা। সবাই ভরসা করে নেন। তাহকীক করতে চাইলে অনেক রাস্তাই পাওয়া যায়। তবুও তাহকীক করতে চান না। তাহলে ভরসা করেন কিভাবে? আস্থা করেন কিভাবে? এর উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেন কিভাবে? আল্লাহর ভয় থাকলে কি বিনা তাহকীকে এমন ভরসা সম্ভব? সোশ্যাল মিডিয়া ভরসা করার মত কিছু নয়। এটা একটা আলাদা জগত। এটা তো ফ্রী। **যারা ফ্রী দিচ্ছে তাদের স্বার্থ কি?** এর পিছনে রয়েছে অনেক কিছু। দেখুন কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এসব! এসবের উপকার তো আছে, কিন্তু এর মূল ব্যবহার বাতিলের পক্ষে। ক্ষতির আসবাব হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। **এক বদনা পানির মধ্যে দুই ফোঁটা প্রসাব পড়লে পুরাটাই প্রসাবের মত হুকুম এসে যায়।** এটাই হয়ে আসছে।

মাওলানা তালহা সাহেবকেও ভুল বুঝানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীর ইন্তেকালের পরে মাওলানা সা'দ সাহেবের দ্বারা জানাযা পড়ান। শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লাহি আলাইহির খাতিরে অনেক বড় উলামায়ে কেরাম সেখানে এসে ছিলেন। দেওবন্দ, সাহারানপুর সহ ভারতের অনেক আকাবির উলামায়ে কেরাম হাজির ছিলেন। আসলে তিনি এর দ্বারা যেন জবাব দিলেন যে, তোমরা যার ব্যাপারে খারাপ বলছ, তাঁর অবমূল্যায়ন করতে চাচ্ছ, আসলে বিষয়টি তেমন নয়। কিছুদিন আগে নিযামুদ্দিনের হিন্দুস্তানের পুরানো সাথীদের জোড়ে আমি ছিলাম। আমার আগের কামরাতেই

মাওলানা তালহা সাহেব ছিলেন (বর্তমানে ওফাতপ্রাপ্ত, রহিমাহুল্লাহ)। মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন আসলে লোকজন যেন ছয় নম্বরের উপরে কথা বলতে পারে এবং সহীহ কথা বলতে পারে এটাই উদ্দেশ্য। এর আগেও লোকজনের আপত্তির কারণে মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাযায়েলে দুরুদ বাদ দিয়েছিলেন। অথচ ফাযায়েলে দুরুদও নিজ জায়গায় সহীহ। এখনো অনেক দেশে ফাযায়েলে আমল শুনতে চাচ্ছে না। কিন্তু মুন্তাখাব হাদীসের বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। সবকিছু সনদসহ সেখানে আছে, জঈফ হাদীস নেই, কোন ঘটনা নেই, ফায়দা তেমন লম্বা নয়। তাই একদিকে সাথীদের কথা সহীহ হয়ে যায় এবং ছয় নম্বরের উপর হাদীস ও আয়াত সামনে এসে যায়। আর এই ফিকির কার পক্ষ থেকে? হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহির তরফ থেকে। এবার বুঝুন! কত বড় ব্যক্তিত্ব (তালহা রহঃ) তাঁকেও ভুল বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

এভাবে যে কারো ব্যাপারে, যে কোন ভাবে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা যায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার সামনে তাঁর এক বিবির সাথে কথা বলছিলেন। এক সাহাবী যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ সাহাবীকে ডেকে বললেন "আমার সাথে আমার বিবি আছেন"। এই বর্ণনা শামায়েলে এসেছে। ঐ সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে কি খারাপ ধারণা হবে? তিনি উত্তর দিলেন, শয়তান মানুষের ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে যে পর্যন্ত রক্ত পৌঁছায়। তাই যে কারো ব্যাপারে যে কেউ বদগুমানী করতে পারে। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, কোন স্তর পর্যন্ত বদগুমানীর সম্ভাবনা আছে। আমাদের সহজ সরল আল্লাহওয়ালা মুরুব্বীদের বদগুমান করে দেয়া এটা এমন কি মুশকিল?

হযরতজী ইনামুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির বানানো শূরা প্রসঙ্গে

দুশমনের চাল (অপকৌশল) বেশ বড়। অনেক কথা, অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। আমরা বুঝতেও পারব না। অনেক কথা লুকানো হয়। আরও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। দুশমন এটা ভালোই বুঝে যে কাকে কিভাবে ধরবে কিভাবে বুঝাবে।

মাওলানা ইনামুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে ১০ জনের জামাত বানিয়েছিলেন তা আমীর মনোনয়ন করার জন্য। তিনি কোন শূরা বানাননি। এটা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণে করা হয়েছিল। ঐ ১০ জনের ফয়সাল ছিলেন মিয়াজী মেহরাব রহঃ। পুরানো লোকেরা এসব জানেন।

মিয়াজী মেহরাব রহঃ তখনই মাওলানা সা'দ সাহেবকে আমীর ঘোষণা করে দিতেন। অনেক আকাবিরের এমনই রায় ছিল। এমন কি শাহ আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির রায়ও এমনই ছিল। কিন্তু হালত অন্যরকম ছিল। ফলে মোট তিনজন ফয়সাল হলেন। মাওলানা ইজহারুল হাসান রহঃ ছিলেন। তাঁর উপরে শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লাহি আলাইহির খাস অসিয়ত ছিল যে, তিনি মাওলানা সা'দ সাহেবের এমন তরবিয়ত করেন যেন, মাওলানা সা'দ তাঁর দাদার কাজ নিয়ে চলতে পারে। একটা জিনিস বুঝার বিষয়। যে ১০ জনের নাম মাওলানা ইনআমূল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিয়েছেন, তাতে মাওলানা সা'দ সাহেবের কোন হাত ছিল না।

মাওলানা ইনআমূল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতা এমন ছিল যে তাঁর কোন সমালোচক ছিল না। এবং তিনি খুবই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। এবং বেলায়েতের আলা মাকামের

ছিলেন। আমি দুই বার সাথে ছিলাম। যতটুকু বুঝেছি খুবই আজীব ও বিরল ধরণের ওলীআল্লাহ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। *[মাওলানা ইনআমূল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির যোগ্যতা সম্পর্কে বুঝার জন্য — "মাওলানা ইলিয়াস রহঃ এবং তাঁর দ্বীনী দাওয়াত" কিতাবে লেখা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৭৩), মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি শুধুমাত্র মাওলানা ইনআমূল হাসান সাহেবকে তাঁর কামরায় রাখেন। এই ভিত্তিতে যে, মাওলানা ইনআমূল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির মধ্যে শয়তান ও ফেরেশতাদের আগমনের পার্থক্য করার যোগ্যতা ছিল। এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছরের মত।]* এখন যত লোক ইখতেলাফ করছেন তাঁদের কেউই ঐ ১০ জনের মধ্যে নেই। বর্তমান গুজরাটী আলীগড়ী ব্যাঙ্গালরী কেউ সেখানে ছিলেন না। অথচ সফরে হজরে সামনে পিছে এই লোকগুলোই থাকতেন। এ কথা দুশমন জানত।

যেকোন জায়গাতেই মুখলিস, গায়ের মুখলিস সব লোকই থাকেন। কোন একটা মেহনতের সকলেই মুখলিস হবেন, এটা জরুরী কিছু নয়। সব ধরণের লোকই সব জায়গায় থাকে। মাওলানা সা'দ সাহেবকে বিভিন্ন সুযোগে বিব্রত করা এটা অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। আমরা এগুলো জানতাম না। কারণ যারা উম্মতের ফিকির করেন তাঁরা এগুলো উম্মাতের সামনে আনেন না।

একটি তাহকীকের কারগুজারী

আমাদের আমেরিকাতে এক বড় আলেম, তিনিও জাতিগত গুজরাটি। তিনি তাহকীকের জন্য ১ মাস নিযামুদ্দিনে ছিলেন। তিনি সরাসরি আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, নিজেও গুজরাটি হবার কারণে গুজরাটিদের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি একেবারে ছোট ছোট জিনিসও মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে কথা বলে তাহকীক করে নিয়েছেন। মাওলানা সা'দ সাহেবের ইত্তেবার সুন্নত, মুয়ামেলাত, মালী মুয়ামেলাত সবকিছু নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জিন্দেগী, তাঁর দাওয়াতী জিন্দেগী **এমনকি ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের কথাও জিজ্ঞেস করেছেন। হযরতও দেখিয়েছেন।** সবকিছু দেখে তাঁর চোখে পানি এসে গেছে এবং হযরতের চোখেও পানি চলে এসেছিল যে, মানুষের জেহেন সাফ করার জন্য আজ কত কিছু করতে হচ্ছে। *[আলমী শূরার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম আমেরিকা থেকেই শূরা হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার উলামায়ে কেরাম বিনা তাহকীকে কারো কথায় ভরসা করে থাকেননি। বরং তাহকীকের জন্য বহু খরচ করে সুদূর আমেরিকা থেকে নিযামুদ্দিন সফর করেছেন। এবং জেহেন সাফ করার জন্য ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট পর্যন্ত দেখেছেন। বিষয়টি যদিও শোভন নয়, কিন্তু তবুও তো জেহেন সাফ হয়েছে। ফিৎনা আগে বাড়েনি। আফসোস! বাংলাদেশ থেকেও যদি উলামায়ে কেরাম নিযামুদ্দিনে গিয়ে এই অশোভন কাজটুকুও করতেন!]*

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গুজরাটওয়ালা আপনার উপরে নারাজ কেন? হযরত (মাওলানা সা'দ) বলেছেন, "আমিও গুজরাটি হযরতদের উপরে নারাজ। আপনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন, সকল রাজ্য নিযামুদ্দিনে মাসোয়ারা করে ইজতেমার তারিখ ঠিক করে। অথচ তাঁরা ১০ বছর যাবত নিযামুদ্দিনে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। কেন?" এই কাহিনীই চলছে। আমিও এ কথাগুলো জানতাম না। ঐ আলেম আমাকে বলেছেন। এমন অনেক কিছু হয়ে আসছে। আমারা জানতামও না! এখন এমন অনেক কিছুই সামনে চলে এসেছে। আর দুশমন এগুলোই ব্যবহার করতে চেয়েছে।

দারুল উলূমের ফতোয়া প্রসঙ্গে

দুই সমস্যা, উলামায়ে কেরাম এক কারণে পেরেশান আর তাবলীগের সাথীরা আরেক কারণে। উলামায়ে কেরাম পেরেশান দারুল উলূমের তাহরীরের কারণে, যে আকাবিরদের তাহরীর এসে গেছে, এখন আমরা কি করব? আর সাথীরা পেরেশান পুরানো মুরুব্বীদের বের হয়ে যাওয়া নিয়ে যে, তাহলে কিছু না কিছু তো হয়েছেই! আর শত্রুরা জানে দুই দলকে পেরেশান করার দুই রাস্তা।

আর দারুল উলূমের বিষয়টি হল, যারা ইফতার কোর্স করেছেন তাঁরা জানেন- যেভাবে প্রশ্ন করা হয় সেভাবেই উত্তর দেয়া হয়। **খোদ হারামাইন শরীফ থেকেও দারুল উলূম দেওবন্দের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। কোন দারুল উলূম দেওবন্দ? হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মাওলানা থানভী, মাওলানা কাসেম নানুতুবী জামানার দারুল উলূম দেওবন্দের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়েছিল। হারামাইন থেকে এই ফতোয়া ছাপা হয়েছিল। কিতাব আকারেই ছাপা হয়েছে।** যারা খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা জানেন। কেন? কারণ প্রশ্ন সেভাবেই করা হয়েছিল যে এই এই লোকগুলো এই করে সেই করে ইত্যাদি। তাই যেভাবে প্রশ্ন করবেন সেভাবেই উত্তর আসবে।

অথচ দারুল উলূম দেওবন্দে যারা পড়াশুনা করেছেন বা ইফতা সম্পর্কে জানেন তাঁরা বুঝেন যে, হযরত মাওলানা কোন কথা সূত্র ছাড়া বলেননি। কিছু কথা আছে যা হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাত। কিন্তু আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন কিছু এশকাল করেছেন। হযরত কোন বিরোধে না গিয়ে রুজু করে নিয়েছেন। রুজু করা আহলে হক্কের আলামত। হক্বওয়ালা রুজু করেন, বাতিল রুজু না করে টালবাহানা করেন। তিনি ৪ বার তেহরীরী রুজু করেছেন। ইজতেমাতে মৌখিক ভাবেও রুজু করেছেন। রুজু হয়ে গেছে না? **রুজুর পরে কি আর ফতোয়া চলে?**

হযরত মাওলানা থানভী রহঃ বহুবার রুজু করেছেন। 'তারজিহ অউর রাজেহ' তাঁর একটা কিতাব আছে। ইমদাদুল ফতোয়াতে এই অংশটি পাবেন। শুরুতে এমন বলা হয়েছিল, এখন এটা চলবে। পহেলা কথা থেকে রুজু করা গেল। তখন তাহকীক এমন ছিল, পরে নতুন তাহকীক সামনে এসেছে। ভুল তো হতেই পারে। কিছু কথায় আপনারা ভুল ধরলেন, ঠিক আছে আমি রুজু করলাম। এর চেয়ে সহজ কি হতে পারে? এরপর আর কি কথা থাকতে পারে। এরপর ফতোয়ার হুকুমই শেষ হয়ে যায়। ফতোয়ার সীমাই এ পর্যন্ত হয়। হযরত মাওলানা রুজু করেছেন, কেচ্ছা খতম।

তাবলীগে সময় লাগালে যে দ্রুত পরিবর্তন আসে তার কারণ

আমরা ৭/৮ বছর মাদ্রাসায় পড়ে যতটুকু তাছির না নিই, লোকজন চার মাস সফর করে তার চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। এমন নয় যে তারা আমাদের চেয়ে বেশি পড়েছেন, বেশি জেনেছেন বা বেশি চর্চা করেছেন। **এর একটা অন্যতম কারণ মনে হয়, আমরা আল্লাহর রাস্তার মত মুজাকারা করি না**। কিন্তু দলিল দ্বারাই সাবেত যে, তালেবে ইলম আল্লাহর রাস্তাতেই আছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, *যে ইলম হাসিল করার জন্য বের হয় সে আল্লাহর রাস্তাতেই আছে। ফেরত না আসা পর্যন্ত।* **কিন্তু সেখানে (দাওয়াত ও তাবলীগে) সকাল সন্ধ্যা মুজাকারা হয় যে, তুমি আল্লাহর রাস্তায় আছ, তোমার এই এই দায়িত্ব, এই এই আদব ইত্যাদি। এটা একটা কারণ, আরও কিছু কারণ আছে।** তাই এক ধরণের পরিবর্তন এসে যায়।

বাতিলের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র

আপনারা জানেন আমি শিকাগো থাকি। সেখানে ইসলামের শত্রুদের হালত খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বাতিলের যত স্কিম প্রায় সবকিছুর কেন্দ্র সেখানে। তারা খোঁজ খবর রাখে যে, আমাদের যত কার্যক্রম হয় এগুলোর ভিত্তি কোথায়? বিশেষ করে যেসব কার্যক্রম ওদের পছন্দ নয় সেসব ব্যাপারে খুব খোঁজ খবর রাখে যে, এগুলোর নির্দেশনা কোথা থেকে আসে। এগুলোর নিগরানী কোথা থেকে হয়? তো তারা তাবলীগের মেহনত সম্পর্কেও জানে যে, এর নির্দেশনা ও নিগরানী এখান থেকে (নিযামুদ্দিন) আসে। কিভাবে? এখানে লোকজনের মধ্যে দ্বীনের ফিকির পয়দা করা হয়, দ্বীনের জন্য জান মাল খরচের তারগীব দেয়া হয়, দ্বীনের জন্য জযবা পয়দা করা হয়, আখেরাতের ফিকির পয়দা করা হয়। যখন তাঁরা জান ও মালের কুরবানী করার আগ্রহ নিয়ে অন্যদের কাছে যায়, তাঁরাও প্রভাবিত হয়। এভাবে অন্যের উপরেও মেহনত হয়, অন্যদেরও নিজের ফিকিরের মধ্যে শামিল করে নেয়। আবার অন্যান্য মেহনতের লোকেরাও এই মেহনতে ৩/১০ দিন সময় লাগানো সাথীদের পিছনে লেগে তাদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। **এভাবে সব তবকা এবং সব মেহনতেই এই মেহনতের অবদান আছে।**

বাতিল এসব জানে। তাদের বিভিন্ন আর্টিকেলে এগুলো ধারাবাহিক ভাবে আসতে থাকে। এমনকি ওরা খোলাখুলি ভাবেই লিখেছে, এঁদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কেন হচ্ছে না? যখন তোমরা জানই যে এই মেহনতের সাথী, তাঁদের কাজ করার ময়দান, মানসিকতা সবকিছু সেখান (নিযামুদ্দিন) থেকে আসে তাহলে এটা নিয়ন্ত্রনে নেয়া হচ্ছে না কেন? তাঁদের দায়িত্বশীল লোকজন জবাব দিল যে, 'ওদের হেড অফিস এমন এক জায়গায় সেখানে আমাদের পাত্তা নেই।' এ কথা দলিল ভিত্তিক, এখনো ওদের ওয়েবসাইটে আছে। 'যদি ওদের হেড অফিস অন্য কোন জায়গায় হয়ে যায় তাহলে আমরা খুব সহজেই ওদের দখল করে নিতে পারব।' এই কথা লেখা আছে।

আরও বিভিন্ন ভাবেই ওদের চেষ্টা চলছে। সব সময়েই চলছে। গত দশ বছর ধরেই কেউ না কেউ ওদের হর্তা কর্তাদের নিকট লিখছে। একের পর এক আর্টিকেল আসছে। **ওরা এসব বিষয় নিয়ে পিএইচডি করে। একেকজন ব্যক্তির উপরে পিএইচডি করে।** মাওলানা ইলিয়াস রহঃ, মাওলানা ইউসুফ রহঃ, মাওলানা ইনআমূল হাসান রহঃ, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং এর ইতিহাস, শাহ ইসমাঈল শহীদ রহঃ, সৈয়দ আহমাদ বেরেলভী রহঃ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহঃ দের উপরে এভাবে পিএইচডি ও গবেষণা হচ্ছে। বহুদিন যাবত হচ্ছে। সুদূরপ্রসারী প্ল্যানিং চলছে। নিজের জামানার লোকজন এবং তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা আহলে ইলমদের উপরে জরুরী। এজন্য কথাগুলো আপনাদের সামনে আরজ করলাম। আমরা ধারণাও করতে পারি না কি কি হচ্ছে!

আরও একটা কথা শুনাচ্ছি। ইসলাম এবং মুসলমানদের নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রাখা এবং নিজেদের মত চালানোর জন্য সেখানে দুই ধরণের অপকৌশল চলছে। এক হল রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল করে দেয়া। তাই মুসলিম দেশ সমূহের রাজনীতি পুরাপুরিই ওদের নিয়ন্ত্রনে। এটা অবশ্য আপনারা সকলেই জানেন। এবং মুসলিমদের সমূহের অর্থনীতিও নিয়ন্ত্রণ করা।

আরেকটা বিষয় আরও জরুরী, আমাদের কল্পনাও অতদূর পৌঁছবে না। তা হল দ্বীনী বিষয় সমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করে দ্বীনের মধ্যে গড়বড় করা। এক্ষেত্রে ওদের কর্মকাণ্ড এতোটাই সুদূরপ্রসারী যে, কোন এক দেশের কোন এক প্রত্যন্ত গ্রাম, সেখানে কোন মসজিদে কে ইমাম, কার কণ্ঠ সুন্দর, কোন মাদ্রাসার কে জিম্মাদার... এই পর্যন্ত ওরা তথ্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে। তা এখানে নয়। ওখানেই করে। এমন একটা দুইটা নয়, ডজন ডজন সংস্থা রয়েছে। এবং বহু সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে। **ওদের কাজই হল- কোন মাদ্রাসায় ছোট খাটো কিছুও যদি ঘটে- যেমন কোন বাচ্চার সাথে হয়ত কিছু হয়েছে, কোন ছোট খাট ঝগড়া হয় ইত্যাদ... এসব ইস্যু বানিয়ে শহরের আরও বিভিন্ন মাদ্রাসার বদনাম করা হয়।** এত দূর পর্যন্ত কাজ হয়। কখনো কি ভেবেও দেখেছেন?

অনেক সময় হয় না যে, আমরা জানিও না যে কিভাবে এই কথা প্রকাশ্যে এসে গেল? যদি কোন ইমাম সাহেব ভালো ভালো কথা বলেন বা মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে যান, তাহলে আর সম্মান কিভাবে ক্ষুণ্ণ করা যায়, সাধারণ মানুষ থেকে কিভাবে দূরে সরানো যায়, কিভাবে তাঁকে তাঁর ইমামতি থেকে সরানো যায়... হ্যাঁ... এজন্য ক্লান্তিহীন মেহনত হতেই থাকে। উম্মত যদি উলামায়ে কেরামের নিগরানীতে এসে যায় তাহলে এই উম্মতকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যাবে, এ কথা ওদের মাথাতেও আছে। তাই কিভাবে আলেমদের থেকে ব্যবধান বাড়ানো যায়, আলেমদের ইজ্জত কমানো যায়, বড়দের প্রতি এতায়াত না থাকে, এ নিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ হয়।

আরও একটা কথা বলি, তাহলেই বুঝতে পারবেন দুশমনদের ফিকির কতদুর পর্যন্ত চলে গেছে, আমাদের মাথাও কাজ করবে না। (বারাক) ওবামাও শিকাগোর লোক। আজ থেকে ১৫ বছর আগে যখন সে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য ক্যাম্পেইন করছিল, তখন শিকাগোতে এক ভাষণ দিয়েছিল। এক আজীব কথা বলেছে সেখানে। বলল, আমাকে নির্বাচন কর, হিন্দুস্তান পাকিস্তানের মাদ্রাসা খতম করা আমার জিম্মাদারী। তাকে সেলেক্ট করলে হিন্দুস্তানের মাদ্রাসা নিয়ে কি পেরেশানী? কারণ তারা জানে যে মাদ্রাসা কি জিনিস। উলামা, আইম্মা, মুফতী কি জিনিস। যেদিন মুসলমান উলামায়ে কেরামের কথা মত চলা শুরু করে এবং উলামায়ে কেরামও কুরআন হাদীসের মাধ্যমে সহীহ রাহবারী করতে থাকবেন সেদিন তাদের দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে যাবে- তারা একথা জানে।

এতোই উমুমী ভাবে প্রোপ্যাগান্ডা চলে যে ওখানে যারা থাকেন, তারা না চাইলেও এ গুলো জানেন। আমরা রাজনীতির লোক না। তাদের কথা শুনিও না, তাদের ওখানে যাইও না। তবুও এসব কথা আমাদের কানে আসে। লোকজন পড়ে আমাদের জানায়। এমন নয় যে সাধারণ ভাবে পড়ে বলেছে। বরং গভীর ভাবেই পড়েছে। লোকজন তাহকীক করে বলেছে। আমিও তাহকীক করেছি।

এ হল নেপথ্যের কথা। এই ব্যাকগ্রাউন্ড সামনে রেখে বহুদিন যাবত প্ল্যানিং চলছিল যে দাওয়াতের কাজকে কিভাবে অস্থির করা যায়, ক্ষতি করা যায় বা ঐক্য বিনষ্ট করা যায়। তাহলেই এর শক্তি খতম হয়ে যাবে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে করুক। দুর্বল হয়ে যাবে। এখন যে আলমী ভাবে ইজতেমাইয়াতের সাথে কাজ হচ্ছে, এর দ্বারা দুই থেকে চার জন, চার থেকে আট জন, আট

থেকে ষোল এভাবে কাজ বাড়ছে। তাদের হিসাবে এভাবে তো এরা সবাইকে খেয়ে ফেলবে। হেদায়েত আম হয়ে যাবে। সবাই জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে।

তাই এই কাজ কিভাবে বিভক্ত করা যায়... এই নিয়ে বহু জামানা থেকে কাজ হচ্ছে। এই ইখতেলাফ শুরু হবার তিন বছর পূর্বে থেকেই আমি এ নিয়ে কাজ হতে দেখেছি। আমি জানি কোথায় কিভাবে কাজ হয়েছে, কারা কারা জড়িত, কাকে কাকে ভাড়া করা হয়েছে। আমি সবই জানি। জরুরত নেই তাই বলছি না; যদি কখনো জরুরত হয়, ইনশাআল্লাহ বলব। এতে আমার কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। মূল কথা হল, এটা নিয়ে বহু লম্বা জামানা থেকেই কাজ হচ্ছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এরা কাজ করে। আর করার জন্য কোন জিনিস ধরতে হবে এটাও ওরা ফিকির করে। কাকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে। এমনকি যাকে ব্যবহার করা হয় তিনিও জানেন না কেউ তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

তাবলীগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য – ইতায়াতে আমীর ও মারকাজিয়াত

তাবলীগওয়ালাদের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বেশ আশ্চার্যজনক। **এক হল এতায়াতে আমীর**। এর কোন জবাব নেই। হযরত জালালাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওখানে যখন পড়াশুনা করতাম, আমার আসাতিজা মাওলানা রফিক আহমাদ সাহেব, মাওলানা আকিল রহমান সাহেব। আমি ঐ ছাত্রজীবনেই তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাবলীগওয়ালাদের বিশেষত্ব কি? তাঁরা বললেন, তাবলীগওয়ালাদের খুসুসিয়াত ইতায়াতে আমীর। আর এই জিনিস তাঁদের সারা দুনিয়াতে চালিয়ে দিয়েছে। আল্লাহই করেছেন, কিন্তু মাধ্যম এটাই। **দ্বিতীয় জিনিস হল মারকাজিয়াতের কবুলিয়ত**।

কোন মেহনতই এখন এমন নেই যাঁদের আলমী কোন মারকাজ আছে। বায়তুল্লাহ এবাদতের মারকাজ। কিন্তু তালীম, তরবিয়ত বা দাওয়াতের জন্য আপনি কোন কিছুকেই আলমী মারকাজ বলতে পারবেন না। সবখানেই এর শাখা আছে। সবখানেই এই মারকাজের তরতীবে কাজ হয়। সবখানেই ঐ জায়গায় কথাই চলে, এবং ওখানকার হুকুম কায়েম হয়। সব জায়গার লোক সেখানের আমীরকেই সবচেয়ে বড় আমীর মানেন। কোন ইদারা বা কোন শেইখ, মুরশিদ বা কোন আলেমের এই জিনিস হাসিল হয়নি। **দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এর আলমী মারকাজের দ্বারা সারা দুনিয়াকে এক সুতায় গেঁথে ফেলেছে। সকল দেশে, সকল জায়গায়ই এর প্রভাব রয়েছে।**

দারুল উলূম দেওবন্দকে আল্লাহ তায়ালা বহুত বড় বানিয়েছেন, এর ফুজালাগণ সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের শাখা হয়নি। আমি শুধু বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দিলাম। কিন্তু তাবলীগ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এর কাজই ভিন্ন, নেহেজ ভিন্ন, উসলুব আলাদা। এখানে একই কাজ চলে, এখানে একই তরতীব, কাজের তরীকা একই। এখান থেকে যে কিতাবের কথা বলা হয় সেটাই পড়া হয়। যে কথা, যে পরিভাষা এখান থেকে বের হয় সেটাই বলা হয়। আপনি এখানে মোহতারাম দোস্ত বুযুর্গ আপনি থাইল্যান্ডে গেলেও মোহতারাম দোস্ত বুযুর্গই শুনবেন। ভাষা হয়ত বদলাবে কিন্তু উসলূব একই। ঐ ছয় নম্বরের মুজাকারাই।

রাজনীতির মধ্যে না যাওয়া, মাসায়েলের মধ্যে না যাওয়া। সিয়াসতের মধ্যে না যাওয়ার কারণে কাজের সীমানা খতম হয়ে গেছে। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহির এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থেকে আন্দাজ করুন তিনি কত বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলন। এই শতকে এত বড় রাজনৈতিক জন্মগ্রহণ করেনি। দুই ব্যাপারে তিনি এই কাজের সাথে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যা বলতে পারব না। তাঁর একটা পলিসি হল রাজনৈতিক বিষয়ে যেও না। বর্ডার খতম হয়ে গেছে। যেহেতু রাজনীতিতে যাননি, তাই এক দেশের সাথে আরেক দেশের সীমানার পার্থক্য থাকল না। বর্ডারের সব সমস্যা তো রাজনৈতিক কারণেই হয়। সারা দুনিয়ার বর্ডার খতম হয়ে গেছে। সারা দুনিয়াতেই কাজ পৌঁছা সহজ হয়েছে। বড় ছোট, আমীর গরীব সকলেই জামাতে যেতে পারে।

মাসায়েলে যেও না। উম্মতের মধ্যে যে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হওয়া তাও খতম হয়ে গেছে। মাসায়েল উলামা থেকে জেনে নাও। এর এক কারণ তো এটা আলেমদের হক, সাধারণ মানুষের মাসায়ালার দখল না দেয়া। দুই হল। আলমী ভাবে উম্মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড দূরদর্শিতা! হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা শুনেছি, তিনি বলতেন, দুশমন জাল বিছাচ্ছে, আমরাও জাল বিছাচ্ছি। কত বড় হেকমতের কাজ, চিন্তা করুন।

এই কাজের সারা দুনিয়ার ইজতেমাইয়াত দুই কারণে। এক মারকাজ নিযামুদ্দিন, দুই আমীরের ইত্ব'আত। তাই এই নিয়েও আলাদা ভাবে মেহনত হয়েছে যে, আমীরের এতায়াত থেকে কিভাবে লোকদের সরানো যায়। লোকদের মাথা থেকে কিভাবে নিযামুদ্দিনকে হটানো যায়।

তাবলীগের একজন সাথী নিযামুদ্দিনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বা শুনা দূরে থাক চিন্তা করতে পারবে- এমনটাও কখনো ভাবাও যেত না। জীবন দিতে পারবে কিন্তু এ কথা ভাবতেও পারত না। তাবলীগওয়ালা আমীরের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে... ছোট আমীরের বিরুদ্ধে তো কিছু শুনবে না, বড় আমীরের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে গর্দানই ফেলে দিবে। কথা তো এমনই নাকি? বহুত বড় এক স্ট্র্যাটেজি দ্বারা এই জিনিস এখন সহ্যের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন এই কথার শোনার যোগ্য বানানো হয়েছে। এমন কি এ কথা দ্বারা প্রভাবিত হবার যোগ্যও বানানো হয়েছে।

এটাই হল নেপথ্যের কথা। যারা এ বিষয়ে জানেন তাঁরা বুঝবেন। **এটা খালেস ভাবে দুশমনদের চাল**। এবং মুসলমানদেরই ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা বলতে পারেন- এত বড় বড় লোকদের ইউজ করা হয়েছে? জি, আপনারা ভাবতেও পারবেন না। এমনকি যারা ব্যবহৃত হচ্ছেন তাঁরাও ভাবতে পারবেন না যে তাঁদের কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনাদের কিছু শুনাচ্ছি যেন আপনারা বুঝতেও পারেন, আবার আমাদের বড়দের ব্যাপারে বদগুমানীও না হয়। এখানে অনেক বড় বড় লোক আছেন। তাঁরা সম্মান নিজ নিজ জায়গায়। কিন্তু কথা বুঝা দরকার যে আসলে কি হচ্ছে।

আলমী শূরার হাকীকত

একদিকে শূরা আরেক দিকে আমীর, এ কথা কি সহিহ? এক বিন্দুও সহীহ নয়। দুইটি বিষয়, এক হল আমীর সহ শূরা। অর্থাৎ আমীর ও শূরা দুটিই। নিযামুদ্দিন শূরা ছাড়া কখনোই ছিল না। যদি কেউ বলে যে সেখানে শূরা ছিল না, এটা বাস্তবতার বিরোধী। প্রথমদিন থেকেই সাক্ষ্য প্রমাণ

আছে, সকল ছোট খাটো বিষয়েই মাশোয়ারা হত। এ কারণে মাওলানা সা'দ সাহেবের মত হল, নাহাজের উপরে চলতে হলে তরতীব সেটাই হতে হবে যা মাওলানা ইলিয়াস রহঃ, মাওলানা ইউসুফ রহঃ, মাওলানা ইনআমূল হাসান রহঃ এর আমলে ছিল।

আসলে নাহাজ ঠিক রাখার সবচেয়ে বেশি ফিকির মাওলানা সা'দ সাহেবের। তিনি চাচ্ছিলেন শূরার তরতীব আগের মতই থাকুক। কিন্তু এই শূরাপন্থীরা চাচ্ছেন শূরা (আনুষ্ঠানিক ভাবে) নাম সহ থাকুক। আগের জামানায় এভাবে অমুকে অমুকে এভাবে নাম ধরে (আনুষ্ঠানিক) শূরা ছিল না। কিন্তু শূরাপন্থী জোরাজুরির কারণে মাওলানা (সা'দ সাহেব) নাম ধরেই (আনুষ্ঠানিক) শূরা বানালেন। *[খাইরুল কুরুনের সময়েও শূরার আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। অনানুষ্ঠানিক ভাবে কয়েক জনের পরামর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেত। পরিভাষায় তাঁদের শূরা বলা যায়। কিন্তু কোন আনুষ্ঠানিক শূরা ছিল না।]*

তো একটা পদ্ধতি হল আমীর ও শূরা দুটিই থাকা। আরেকটা হল আমীর ছাড়া শূরা। একদিকে শূরা, আরেক দিকে আমীর এভাবে যে বলা হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। আসল ব্যাপার হল, দু'পক্ষ দু'ধরণের জিনিস চাচ্ছে। এক পক্ষ চাচ্ছে, আমীর ও শূরা দুইই থাকবে। যদি আমীর না থাকে, শূরা কাকে পরামর্শ দিবে? যদি আমীর না থাকে ফায়সালা কিভাবে আসবে? সীরতে কি আছে? ইসলামের ইতিহাস কি বলে? সুন্নত কি?

হযরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেবকে (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আপনারা জানেন। বেফাকুল মাদারিসের সদর (প্রধান) ছিলেন। মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খুব খাস শাগরেদ ছিলেন আল্লামা রফিক আহমাদ সাহেব এবং মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব। তাঁরা উভয়ে শুরুতে মাওলানা মাসীহউল্লাহ খান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহিরও খুবই খাস শাগরেদ ছিলেন। মাওলানা মাসীহউল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন ওরা উভয়ে আমার নাক তুল্য। এরপর তিনি (মাওলানা সালিমুল্লাহ রহঃ) পড়শি দেশে চলে যান। সেখানে বেফাকুল মাদারিসের প্রধান হন। বুখারী শরীফের শরাহ (ব্যাখ্যা) কাশফুল বারীর মুসান্নিফ (লেখক বা ভাষ্যকার)। মুফতী ত্বকী উসমানী ও মুফতী রফী উসমানী উভয়ের উস্তাদ। দামাত বারাকাতুহুম। এবং আরও আকাবির উলামায়ে কেরামের উস্তাদ। এখন ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা মাগফেরাত ফরমান।

তিনি লিখেছেন, এক হল শূরা হওয়া, যার কোন নির্ধারিত কোন আমীর নেই বরং মাশোয়ারা করতে হলে একজন (অস্থায়ী) ফয়সালা বানানো হয়। আরেক হল শূরাসহ আমীর। **যে মাওলানা (শাহেদ সাহারানপুরী) তাঁকে শূরার পক্ষে চিঠি দিয়েছিলেন, মাওলানা সালিমুল্লাহ রহঃ তাঁকে উত্তর দিলেন, আমি তো ধারণা করেছিলাম আপনি এলেমওয়ালা। আপনি কিভাবে এ কথা বললেন?** এ কথার অর্থই হল যোগ্যতা তেমন বেশি নয়। যদিও তিনিও (মাওলানা শাহেদ সাহারানপুরী) বড় আলেম, এমন নয় যে তাঁর যোগ্যতা কম। তবে হযরত (মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহঃ) তাঁর চেয়ে অনেক বড়, তাই তাঁর হক আছে এ কথা বলার। আমি (মুফতী নাওয়াল) তাঁকে (মাওলানা শাহেদ) ছোট করছি না। আমি হযরতের কথাগুলো আপনাদের বুঝানোর জন্য নকল করছি। [সুবহানআল্লাহ, মুফতী নাওয়ালুর রহমান কিভাবে প্রতিপক্ষকে সম্মান করছেন। আফসোস, আমাদের দেশেও যদি এমন হত!] হযরত বলেছেন, সুন্নতের কোথায় পেলেন যে, খালি শূরা হবে, তাঁদের কোন আমীর

হবে না? এখানে দুটি বিষয়। শুরু থেকে তাবলীগের কাজ যে চলছে তা শূরাসহ আমীর। এবং সীরত এটাই। এখন কিছু লোক চাচ্ছেন, শুধু শূরা হবে, তাঁদের কোন আমীর হবে না।

ভিতরের কথা আমি আপনাদের বলি। আপনারা নেপথ্যের দুশমনদের খুব দ্রুতই চিনতে পারবেন। শুধু শূরা হওয়া, তাঁদের কোন আমীর না থাকা এবং এই শূরাদেরও অর্ধেক এক দেশের বাকি অর্ধেক অন্য দেশের। আর এমনই দুই দেশ যাঁদের এক সেকেন্ডের জন্যও বনে না। শয়তানের চেয়েও বেশি দুশমনি। (এখানে বুঝার জিনিস শত্রুরা আসলে কি চায়?) তাঁদের কোন মারকাজও হবে না। কোন আমীরও হবে না। অর্ধেক এদিকে, অর্ধেক ওদিকে। এভাবে মাসোয়ারা করবে, পর্যায়ক্রমে ফয়সাল বানাবে। যখন মাশোয়ারা করবে রোজানা উম্মতের তাকাজা আসবে ১০ জনকে মিলিয়ে নিবে। তখনই তা মাশোয়ারা হবে! পাঁচজন ঐদিকে মিলাবেন, অথচ পাঁচজন এইদিকে। বাংলাদেশীদের পরে যোগ করা হয়েছে। বুঝতে পারছেন বিশৃঙ্খলা ছাড়া কি কাজ হবে এখানে? কিভাবে সবাইকে মিলাবেন? কিভাবে কথা বলবেন? যখন ঐদিকে ফয়সাল তখন এদিকের লোক চুপ করে বসে থাকবেন। আমরা চুপ করে বসে আছি আর ঐদিকের লোক কাজ করতে থাকবে।

আমি শুরুতেই বলেছিলাম, **শত্রুদের চাওয়া এই যেদিন এর হেডঅফিস অন্য কোথাও হবে সেদিন এটা বন্ধ করে দিবে**। এটা একটা চাল (অপকৌশল)। আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন যে মাওলানা সা'দ সাহেব এই সাজেশন রদ করে দিয়েছেন। কবুল করেননি। **তবে তাজবীয এসেছিল। কিন্তু এই তাজবীয সম্পূর্ণ বানোয়াট।** মাওলানা সা'দ সাহেব যখন সেখানে গিয়েছিলেন তাঁকে বলা হল শূরা বানানোর কথা ছিল। তিনি বললেন, আমি কবে বলেছি শূরা বানানোর কথা? তাঁরা বলল, এই যে নিযামুদ্দিনে থেকে চিঠি এসেছে। তিনি বললেন, আমরা তো কোন চিঠি পাঠাইনি। তাঁরা বের করে দেখালেন। নিযামুদ্দিনের কিছু লোক তাঁদের ভড়কে দিয়েছে। অথচ জিম্মাদার তা জানেনেই না। সেখান থেকে ফেরার পরে এই সমস্যা চলছিল। প্রায় দুই বছর আগের কথা, আমিও তখন নিযামুদ্দিন ছিলাম। পুরানোদের জোড় ছিল। হিন্দুস্তানের পুরানো লোকেরা সেখানে ছিলেন। তাঁরা ঐ চিঠি যারা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ধরলেন যে, এখানে জিম্মাদারের সম্মতি ছাড়া কিভাবে লিখলেন? উত্তর আসলো, ভুল হয়েছে। আমি ঐ পুরানোদের জোড়ে ছিলাম। এটা কি ভুল হবার জিনিস!

এমনকি মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) সবার সামনেই জিজ্ঞেস করলেন, ভাই এ সমস্যা আমাদের এখানের। এটা ওখানে নিয়ে গেলেন কেন? অভিযুক্তের কোন কথা নেই! তো বুঝা যাচ্ছে এই সাজেশন সম্পূর্ণই ভুয়া। আল্লাহ তায়ালা মাওলানা সা'দ সাহেবকে যে বাসীরত (দূরদৃষ্টি) দিয়েছেন, তিনি আজীব বাসীরতওয়ালা মানুষ। সাথে সাথেই সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝে ফেললেন; বলে দিলেন এটা গ্রহণযোগ্য নয়। **এই যে মাওলানা তারিক জামিল বলেন, আমি নিজে সেখানে ছিলাম, আমরা দস্তখত করেছি... ভাই আপনি তো সাজেশনে দস্তখত করেছেন। আর আপনি কে?**

তিনি ফয়সাল, সর্বদাই ফয়সাল থাকতেন, বছরের পর বছর ফয়সাল থাকতেন, রায়বেন্ডে এমনকি কাকরাইলেও ফয়সাল থাকতেন, নিযামুদ্দিনের ফয়সালও তিনি। তিনি এটা মঞ্জুর করেছেন? যদি

নাই করেন তাহলে আমি ছিলাম, আমি করেছি... এসবের কি মানে আছে? এখানে আপনি কে? আসল জিম্মাদার কবুল করেননি, তো ঐ কেস ডিসমিস হয়ে গেছে! **তাই তাজবীযই ছিল ভুল।**

হযরত উলামায়ে কেরামদের আমি খুব আদবের সাথে আরজ করতে চাই, এ কথা খুব ভালো ভাবে বুঝার চেষ্টা করুন। আমার এই কথায় বেয়াদবী হলে মাফ চাচ্ছি। কিন্তু এই কথাগুলো আপনাদের সামনে না এলে হয়ত আপনাদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। যা বলা হচ্ছে, আসলে বিষয় সম্পূর্ণ উল্টা। এখানে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, পাশের দেশে হয়েছে, দারুল উলূম দেওবন্দে হয়েছে, এমনকি নিযামুদ্দিনের কিছু হযরতদের মধ্যে হয়েছে। সেখানে কিছু চমৎকার মানুষদেরও ভুল ধারণার শিকার বানানো হয়েছে।

মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব কমপক্ষে ১০ বার বলেছেন আমি মারকাজে যাব। আমেরিকাতে তাঁর হার্ট সার্জারি হয়েছিল। তখনো তিনি এ কথা বলেছিলেন। এতে তাঁদের সব লোক সেখানে পৌঁছে যায়, এবং মাওলানাকে জবরদস্তি করে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। তখন তাঁর হার্ট মাত্র ১৫% কর্মক্ষম ছিল। ডাক্তার বললেন, এখন নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়; তাঁর জীবনের জন্য ঝুঁকি। মাওলানাও এ কথা জানতেন। যারা আনতে গিয়েছিলেন তাঁরাও জানতেন। আমেরিকার ঐ ডাক্তার আমাকে বললেন, যদি তিনি আমেরিকার নাগরিক হতেন তাহলে এই জামাতের সবাই জেলে যেতেন, যে তাঁরা এক জীবন নিয়ে খেলছেন। আল্লাহ বাচিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু উড়োজাহাজে তাঁর কষ্ট হয়েছে এবং গিয়ে আবারো তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। ওখানে কে তাঁর সার্জারি করিয়েছেন? মাওলানা সা'দ সাহেব এক খাস খাদেম করেছেন। খরচা কেমন হয়েছে? পাঁচ লাখ ডলার। তাঁরা এক পয়সাও দেয়নি। তাঁদের কাছে কি ছিল না, নাকি থাকার পরেও দেয়নি; আল্লাহই ভালো জানেন। সকল মুসিবত সেই খাদেমের উপরে এসেছে। যদিও তিনিও দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁর ক্যারিয়ার বিপদে পড়ে যায়। হাসপাতাল থেকে বলা হয় তুমি যার জিম্মাদারী নিতে পারো না তাঁকে ভর্তি করিয়েছ কেন? তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে। তিনি আমাকে এসব জানিয়েছেন।

ঐ সময় মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা বারবার বলেছেন, আমি গিয়েই সোজা নিযামুদ্দিন যাবো। মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে তাঁর দু'বার কথাও হয়েছে। হযরতের হালত পুরসি করেন। তিনি জানান, আমি চলাফেরার উপযুক্ত হলেই (নিযামুদ্দিনে) এসে যাব। এর আগেও বলেছেন। সেখানে থেকে যাওয়ার পরে মাওলানা সা'দ সাহেব নিজেও তাঁকে আনতে গিয়েছিলেন। এ সবকিছুই ঘটেছে। কিন্তু মাঝে কিছু একটা হয়েছে। তাই আমাদের জানা নেই আসলে কি কাহিনী হয়েছে। সাদাসিদা লোকদের কেউ ধমকিয়ে ভয় পাইয়ে দেয়। যেমন মসজিদে দেখলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দিব। লোকজন ভয় পেয়ে যায়। তাঁর সাথে কি হয়েছে আল্লাহই জানেন। তিনি সাদাসিদা আল্লাহওয়ালা।

আমাদের কি করণীয়?

আমীরের ইত্ব'আত ও মারকাজ আঁকড়ে ধরা

এখন আমাদের কি করা? আমি বলতে চাচ্ছি। আমাদের মুহাব্বাত যে কারো সাথেই হতে পারে। কিন্তু আমি করব কি? এমন লোক তো অনেক আছেন যাঁদের মাওলানা সা'দ সাহেবের স্বার্থে মোনাসেবাত কম, মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের সাথে বেশি। কিন্তু ইত্তেবা তো ইমামের করব। যে

ইমাম তাঁকেই মানতে হয়। **আমাদের জিম্মাদারী তো আমীরের ইত্ব’আত। আমীর কি কোন নাফরমানীর হুকুম দিয়েছেন? এমন কিছু তো হয়নি! আমীরের ইত্ব’আত তো জরুরী।** যে আমীরের ইত্ব’আত করে সে আল্লাহর রাসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইত্ব’আত করে, আল্লাহর রাসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইত্ব’আত করে সে আল্লাহর ইত্ব’আত করে। যে আল্লাহর কথা মেনে নিবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমার জিম্মায় আমীরের ইত্ব’আত।

আমি যতবার নিযামুদ্দিনে গিয়েছি, মাওলানা সা’দ সাহেবের তুলনায় মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের সাথেই বেশি বসেছি, যেমন এক ছাত্র মুহতামিমের চেয়ে বরং তাঁর উস্তাদের কাছে বেশি আসে। একজন ছাত্র মাদ্রাসায় গেলে তাঁর উস্তাদের সাথেই বেশি মিশে। মুহতামিম সাহেবের সাথে কমই মিশে। এর মানে কি মাদ্রাসার চেয়ে তাঁর উস্তাদের গুরুত্ব বেশি? আমি তাঁর কাছেই যেতাম। কিন্তু এখন তিনি সেখানে নেই। কিন্তু আমি কিভাবে ইত্ব’আত ছেড়ে দিব? মারকাজ কিভাবে ছেড়ে দিব? এটা বুঝার জিনিস। দেখুন সম্মান এক জায়গায়, আর হুকুম আরেক জায়গায়। আপনারা উলামায়ে কেরাম। বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতিও সম্মান আছে, বায়তুল্লাহর প্রতিও সম্মান আছে। কিন্তু হুকুম বায়তুল্লাহর সাথে। বায়তুল মুকাদ্দাস তাওয়াফ করে আসলে তার হজ্জ হবে না। রওজা জিয়ারত করে আসলেও হজ্জ হবে না, যদিও রওজার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বায়তুল্লাহর চেয়ে বেশি।

মারকাজ ছেড়ে দেয়া, আমীরের ইত্ব’আত না করা; শরীয়ত এর অনুমতি দেয় না। যেদিন এমন হবে সেদিন তো দুশমন কামিয়াব হয়ে যাবে। ওরা তো এটাই চায়। এজন্য বহু পয়সা খরচ করে যাচ্ছে। এজন্য আমীরের ইত্ব’আত বহু জরুরী, সারা দুনিয়ার আমীর। এবং ব্যক্তি হিসাবেও বহুত বড়। বহুত কাবেলে এহতেরাম। ব্যক্তি হিসাবে কারো সাথে সম্পর্ক থাকা আলাদা জিনিস। কিন্তু **আসল হল তিনি আমীর তাই তাঁর ইত্ব’আত করা। আজ তিনি আমীর তাই তাঁর নাম বেশি আসছে। এরপর যদি তিনি আল্লাহর কাছে চলে যান তখন নতুন যে আসবে তাঁরই ইত্ব’আত হবে। যখন যিনি আমীর থাকবেন তাঁরই ইত্ব’আত হবে।** এখন তিনি আছেন তাই তাঁর কথা আসছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হায়াতে বরকত দেন, তাঁকে ভালো রাখুন, তাঁর দ্বারা কাজ নেন। **আল্লাহ তায়ালা তাঁর মধ্যে যে যোগ্যতা দিয়েছেন তা খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়।** তিনি আমীর তাই তাঁর নাম আসছে। নিজে জায়গায় তাঁর যোগ্যতাও আছে। বড় আলেমে দ্বীন তিনি। এমন নয় যে তিনি সামান্য আলেম। এবং বড় বড় উলামা তাঁর সাথে আছেন, এমন নয় যে তাঁর সাথে কোন আলেম নেই।

শিকাগোর প্রফেসর এনাম সাহেব আমার নিকটে এসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম নিযামুদ্দিন পুরানো লোকদের মধ্যে কারা কারা আছেন বলুন। শুনছি যে, পুরানো পুরানো লোক নাকি সব চলে গেছেন। তিনি বলা শুরু করলেন। প্রায় ১০০ -এর মত নাম আসল। সামনে দিকের কিছু যারা বয়ান করতেন তাঁদের থেকে কয়েকজন গেছেন। আর বলা শুরু হল যে সবাই চলে গেছেন। তিনি নিজেও কি কম? হযরত মাওলানা সা’দ সাহেব বহুত বড় আলেম। এবং আলেমদের এক জামাতও তাঁর সাথে আছেন। আকাবিরগণও তাঁর এহতেরাম করেন। তিন সপ্তাহ পূর্বে আমি মাওলানা জহির সাহেব, মুফতী সাজিদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম- দেওবন্দে কি জামাত যায়? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। যখন খাওয়াসদের জামাত আসে, আমরা দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠাই। কি

প্রতিক্রিয়া আসে? বললেন, খুবই ভালো। সালাম কালাম বিনিময় হয়। দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা কথা হয়। নাস্তা করান। বয়ান করার সুযোগ দেন। আমাদের আর কি দরকার? বড়রা আমাদের কথা শুনছেন, আমাদের কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন... আর কি দরকার? কারো কারো অভিযোগ থাকতে পারে নিজ নিজ জায়গায়। তৃতীয় কোন পক্ষ ভুল সূত্রে কথাবার্তা চালাচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভরসা না করে তাহকীক করা এবং জেহেন সাফ করা

তাই সোশ্যাল মিডিয়া গ্রহণযোগ্য কোন মাধ্যম নয়। এগুলো ব্যবহার করাই উচিত নয়। এখানে মিথ্যা, ভুল, তোহমৎ, ইলযাম এসব ছাড়া কিছুই নেই। তাহকীক করুন।

আপনি যেখানেই থাকুন, যে রাজ্যেই থাকুন, নিযামুদ্দিন কত দূর? **যদি কোন গড়বড় আসলেই থাকত, তাহলে কি তাঁরা দাওয়াত দিতেন যে, আমাদের নিকট আসুন, দেখুন, শুনুন!** যে কেউ মারকাজের যে কোন স্থানে যেতে পারে, যে কারো সাথে কথা বলতে পারে, হযরত মাওলানার সাথেও দেখা করে কথা বলতে পারে।

তাঁর যে নিসবত, তাঁরা বাবার, তাঁর দাদার, তাঁর পরদাদার, আল্লাহ তায়ালা ঐ খান্দানকে যে কবুল করেছেন, তাঁদের যে বুযুর্গী, তাঁদের যে বেলায়েত, তাঁদের মহিলাদেরও যে বেলায়েত তা অন্য কোথাও পুরুষদের মধ্যেও দেখা যায় না। আল্লাহ তায়ালা এমন জিনিস সেখানে দিয়েছেন। তাঁদের যে সুন্নতের এত্তেবা, যে তাকওয়া, যে নিসবত তা আবুবকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খান্দানের। হযরত ইলিয়াস রহঃ হযরত আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আহল। শাহ আবুদল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরেদ মুফতী মুজাফফর রহঃ থেকে তাঁদের ইতিহাস সংরক্ষিত আছে। তাঁদের যে অবস্থা এবং কান্ধালার খান্দানের যে অবস্থা কিতাবে লেখা হয়েছে তাঁর এক বিশাল জিনিস, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একারণেই কবুল করেছেন। তাঁর থেকে কাজ নিচ্ছেন।

এমন কমই হয় যে, এমন একজন লোক এটা সেটা করবেন, এই সেই ভুল করবেন। তিনি মাসুম এমন তো দাবি করা হচ্ছে না। তিনি তো বলেছেনই যে ভুলভ্রান্তি হয়েছে মাফ চাচ্ছি। কথা শেষ!

এদিকে যারা আছেন তাঁদের বিষয়ই ভিন্ন। তাঁরা নারাজ হয়েছেন, নারাজ হয়ে চলে গেছেন। এই নারাজ লোকদের অন্যরা ব্যবহার করছেন। এমন নয় যে সবাই একসাথে নারাজ হয়েছেন। প্রত্যেকের নারাজি আলাদা আলাদা। আমি ওখানে গিয়ে দেখেছি, উপলব্ধি করেছি। কেউ কেউ আধিপত্য চান। কিন্তু আধিপত্য কেন দরকার? বেশ তো আল্লাহ তায়ালা আপনার থেকে কাজ নিয়েছেন, অনেক ফয়েজ পৌঁছিয়েছেন। সব ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে আধিপত্য দিতে হবে কেন? এটা কোন তরীকা নয়। বহু জামানা থেকেই সাইতারা তাঁর, গলবা তাঁর, তিনি ফয়সাল হয়ে আসছেন, আমীর আছেন। তাই **প্রথমে যখন সমস্যা করা হয়, তখন ইমারতের কথা উঠানো হয়নি, ব্যক্তিত্ব নিয়েও কোন কথা হয়নি। বলা হচ্ছিল তরতীব থেকে হটে গেছেন। অথচ মাওলানা চাচ্ছেন, যেসব বিষয় তরতীবের উপরে নেই তা তরতীবের উপর এসে যাক।**

এজন্যই কথা গুলো আরজ করা হচ্ছে যাতে এ বিষয়ে আমাদের জেহেন পরিষ্কার হয় এবং ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যায়। আমাদের মুহাব্বাত এবং মুনাসেবাত যে কারো সাথে বেশি হতে পারে।

কিন্তু যে তরতীবে কাজ হচ্ছে তা নিজ জায়গায় বাকি থাকা চাই। আর তা হল, মারকাজ নিযামুদ্দিন আলমী মারকাজ। আধা এদিকে আধা ওদিকে এটা হতে পারে না। শূরাদের আমরা (রাজনৈতিক ভাবে) শত্রু রাষ্ট্রে বণ্টন করতে পারি না। বহু গড়বড় হয়ে যাবে। কাজই খতম হয়ে যাবে। আলমী মারকাজ একটাই, নিযামুদ্দিন। আলমী আমীরও একই, আমীর ছাড়া কোন শূরা হতে পারে না।

আর নিযামুদ্দিনের আমীরও শূরার সাথেই। কখনো মাসোয়ারা ছাড়া সেখানে কোন কাজ হয়নি। ইতিহাস মজুদ আছে, আপনি চাইলে রেজিস্টার দেখতে পারেন। যা শুরু থেকেই চলে আসছে তাও মাশোয়ারা দ্বারাই হয়। আপনারা জানেন যে মাগরীবের পড়ে দুআ কে করেন, হায়াতুস সাহাবা রোজ কে পড়েন? এভাবে জামাত রওয়ানা করানো, মুসাফাহা করা সবই মাশোয়ারা দ্বারাই হয়। আপনারা গিয়ে দেখুন লেখা আছে কি নেই। পুরা আলমের যে তাকাজা আসে সে গুলো নিয়ে রোজ মাশোয়ারা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় কিছু লোকজন আসে কিছু মুজাকারা হয়। কিন্তু দেশের ও বিদেশের তাকাজা তো চলতেই থাকে। এই তাকাজা গুলো কে নিতেন? এই মাশোয়ারায় ফয়সাল কে থাকেন? এই লোক গুলো এতদিন মেনে আসছেন, বছরের পরে বছর মেনে আসছেন। এখন বলবেন মানা যাবে না, এ হতে পারে না। এটা শরঈ তরতীব নয়।

মেহনত ও খুরুজের দিকে মনযোগী হওয়া

আমার ধারণা এ বিষয়ে এ যাবত যা কথা হয়েছে তা যথেষ্ট। আমাদের মারকাজের পরামর্শ অনুসরণ করা জরুরী এবং অন্যদেরও এ কথার দাওয়াত দেয়া জরুরী এবং তা শক্ত ভাবেই। এবং আমাদের হযরত মাওলানা সা’দ সাহেবের ইমারতের দিকে লোকজনদের ডাকা জরুরী। আমি তাবলীগের সাথীদের উদ্দেশ্যে কথা বলছি। তাঁর ইতায়াত করতে হবে। তাঁর নামে যেসব কথা চালানো হচ্ছে সেগুলো সহীহ নয়। সব বদগুমানী দূর করতে হবে। এবং **দাওয়াতের কাজে কোন ক্ষতি হতে দেয়া যাবে না**। আমাদের জেহেন যদি এভাবে সহীহ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কথার মধ্যে এর আসর পড়বে যে, কি কথা বলা উচিত আর কি উচিত নয়। দাওয়াতের কথা, লোকদের দাওয়াতের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ করা, খুরুজের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ করা, বেশি বেশি জামাত বের করা, সুযোগ হয় নিজেও বের হওয়া, এর মাশোয়ারাতে শরীক হওয়া, জামাতের নুসরত করা, তাঁদের সাথে, উসুলের মুজাকারা করা, কথা বলার তরীকা বুঝানো।

অনেক ভুল হয় অনেক জামাতের, তাঁদের শোধরনোর লোকও অনেক সময় থাকে না। একবার এক বন্ধুর জামাতে ছিলাম। সে বলল, বন্ধু আমি জানি তোমার সবচেয়ে বড় মুজাহাদা কি? বললাম, কি? বলল, আমাদের বয়ান শুনা। এটা আসলেই সত্যি। যে বয়ানে কোন ভুল নেই, সেখানেও দুইটা উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলে যা অর্থই উল্টে দেয়। সবচেয়ে ভালো যে বয়ান করে সেও কোন না কোন ভুল করে। কেন এমন হয়? কারণ মানার সিফত কম। আলেমদের অনুসরণ নেই।

আজ মাওলানা সা’দ সাহেব একথাই বলছেন, সব জামাতে একজন আলেম থাকেন। এত তাকীদ দিয়ে আলেমদের সুহাবত নেয়ার কথা আগে কেউ বলেননি। তাঁদের দরসে বস। কেউ কেউ বলে, আলেমের তালীম তাঁর জায়গায়। কিন্তু মাওলানা বলেন, এ কেমন কথা! একজন আলেম দরস

দিচ্ছেন তা কি কুরআন বা হাদীস নয়? তা কি দ্বীন নয়? এই কথা বলে জোর দেয়া এটা মাওলানাও করছেন, আপনারা জানেন। **আলেম ছাড়া জামাত যাওয়াই সহীহ নয়। জামাতে আলেম থাকা জরুরী, তা এখান থেকেই দেয়া হোক বা বাহিরের কোন আলেমকে মুজাকারার জন্য নিয়ে আসা হোক। মারকাজের মধ্যেও আলেমদের দ্বারাই কথা বলান। মাওলানার আলেমদের উদ্দেশ্যে বয়ান শুনলে বুঝবেন তিনি আলেমদের কি পরিমাণ সমর্থন করেন।** অথচ উল্টা কথা চালানো হচ্ছে। আসলে প্রোপ্যাগান্ডা যা হয়ে থাকে তা সবসময় উল্টাই হয়। এটাই প্রোপ্যাগান্ডার বৈশিষ্ট্য।

সামনে কারনল ইজতেমা। এ জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে জিম্মাদারী এক বাচ্চার উপরে আরও ৭/৮ বছরে পরে আসবে, আপনারা এখনই তা তাদের শিখাচ্ছেন। তাহলে যাঁদের উপরে দ্বীন এখনই ফরয হয়ে গেছে তাঁদের জিম্মাদারী কি আপনাদের উপরে নেই? আমাদের ফযিলত যেমন বেশি তেমনি দায়িত্বও বেশি। আমাদের সব কাজই দ্বীনের কাজ, তেমনই দ্বীনের সকল কাজই আমাদের। মসজিদ মাদ্রাসার জিম্মাদারীর পাশাপাশি উম্মতের জিম্মাদারীও আমাদের উপরে। [*২০১৮ কারনল ইজতেমা সামনে রেখে উলামায়ে কেরামের মজলিসে এই মুজাকারা হয়।* লিঙ্কঃ http://bit.ly/2lYOnhv [৮৫]]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর রহিমাহুল্লাহর মতে আমীর মনোনয়নের পন্থা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জামানার অনেক বড় আল্লাহর ওলী ছিলেন। হিন্দুস্তানে দ্বীন যেন তিনিই নিয়ে এসেছেন। হাদীস, কিতাব, দ্বীন তাঁর খান্দানের মাধ্যমেই এসেছে। তিনি ছিলেন একাধারে বহুত বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ, সুফী এবং বহুত বড় 'সাহেবুল আসরার'। 'সাহেবুল আসরার' উম্মতের মধ্যে খুব কমই হয়ে থাকেন। দ্বীন ও কুরআন হাদীসের মাসায়েলের গভীর পর্যন্ত যাওয়া। এর রহস্য চিনতে পারা। উম্মতের মধ্যে খুবই কম এমন পাওয়া যায়। একে ইলমুল আসরার বলে। অর্থাৎ ভেদ জ্ঞান। গভীর রহস্যের জ্ঞান। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহঃ এমন একজন ছিলেন। তিনি একটি কিতাবে আমীর মনোনয়নের তিনটি উপায় বা শর্তের কথা বলেছেন। এই তিনটির যে কোন একটি কারো মধ্যে পাওয়া গেলেই তিনি আমীর হবেন, এটাই তাঁর অভিমত। আল্লাহর কুদরত যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের ইমারত এই তিন শর্তের প্রতিটি দ্বারাই সাবেত।

(১) অন্য কোন উপযুক্ত বিকল্প না থাকা অথবা কাউকে উপযুক্ত মনে করে বায়াআত হওয়া

উপযুক্ত অন্য কোন বিকল্প না থাকলে একজন যোগ্য লোক স্বয়ংক্রিয় ভাবে আমীর হয়ে যেতে পারেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এভাবেই আমীর হয়েছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছয়জনের যে জামাত বানিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী আমীর নির্ধারণের জন্য, তাঁদের মধ্যে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তিনিই ইমারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঐ কিতাবের হাশিয়াতে একটা কথা লেখা হয়েছে যে, এরপর আনসার ও মুহাজিরদের একটি বড় জামাত তাঁর হাতে বায়াআত হয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার চিঠি দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় এক বড় জামাত তাঁর হাতে বায়াআত হয়েছেন, অর্থাৎ আবারো তাঁর খিলাফাত নির্ধারণ হয়ে গেল। এটাও একটা তরীকা। এ কথা হাশিয়াতে লেখা হয়েছে। (মুফতী নাওয়ালুর রহমান সাহেব বলেন, আসল

কিতাবে উপরের কথা লেখা হয়েছে এবং হাশিয়াতে এই কথা লেখা হয়েছে, আমি খিয়ানত করছি না। দুটি কথাই আপনাদের শুনাচ্ছি। আসল কিতাবের অর্থ হল, অন্য কোন বিকল্প না থাকা; এটাও শরীয়তে বৈধ। শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এমনই বলেছেন। তাই সেটাও একটা তরীকা, এটাও একটা তরীকা।) এই সুরত আল্লাহ তায়ালা নিযামুদ্দিনে কায়েম করে দিয়েছেন।

৩য় হযরতজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পরবর্তী আমীর নির্ধারণের জন্য যে শূরা বানিয়েছিলেন তাঁদের মনোনীত তিনজন ফয়সালের শেষ জীবিত ফয়সাল হিসাবে মাওলানা সা'দ সাহেব থেকে গেছেন এবং ইমারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। *[ইমারতের যোগ্যতা সম্পন্ন হিসাবে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিকল্প যে নেই, এটা আলমী শূরার প্রবক্তাগণ ইতিমধ্যেই তাঁদের কাজের দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। মাওলানা সা'দ সাহেবের ইমারত তাঁরা মানতে পারেননি। কিন্তু তাঁর বিকল্প কোন আমীরের নামও তাঁরা প্রস্তাব করতে পারেননি। বরং বিকল্প হিসাবে আলমী শূরা নাম এক অভিনব পদ্ধতি প্রস্তাব করেন যেখানে পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী ফয়সাল থাকবেন, যা সম্পূর্ণ রূপে শরীয়ত ও সুন্নতের খেলাপ। এবং মাওলানা সা'দ সাহেবকেও সেখানে অন্যতম শূরা হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে।]* আবার হযরত মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে মেওয়াত ইজতেমাতে ৩-৪ লাখ মেওয়াতী তাঁর হাতে বায়াআত হয়েছেন। মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিম্মাদারী দান কালে মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছিলেন, *"মেওয়াতীরা যেখানে জমে যায় সেখান থেকে কাজ চলতে পারে। কেননা সেখান থেকেই কাজ শুরু হয়েছে, তারাই শুরু করেছে।"* এখন নিয়মিতই সারা দুনিয়াতে মাওলানা সা'দ সাহেব যেখানে যাচ্ছেন সেখানে সাথীরা স্বউদ্যোগে তাঁর হাতে বায়াআত হচ্ছেন। যারা বায়াআত দিচ্ছেন তিনি তাঁদের সকলের আমীর।

এক কথায় এটা জরুরি কিছু নয় যে, শুধুমাত্র শূরাদের মাসোয়ারার দ্বারাই আমীর হতে হবে।

(২) দীর্ঘদিন ধরে যিনি জিম্মাদারী সামলাচ্ছেন তিনিই আমীর হবেন

হযরত শাহ সাহেব আরেক তরীকা লিখেছেন **ইস্তিলাহ** অর্থাৎ গালেব হয়ে যাওয়া বা প্রকাশ হয়ে যাওয়া, অন্য সবার উপরে যোগ্য ও সামর্থবান হিসাবে প্রকাশ হয়ে যাওয়া। এবং **সাইতারাহ** অর্থাৎ নিযাম বা ব্যবস্থাপনা সামলে নেয়া অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণ করা। এভাবেও আমীর হওয়া যায়, তাঁকে আমীর মানা যায় এবং তাঁর ইত্ব'আত ওয়াজিব হয়ে যায়।

সারা দুনিয়ার সকল সাথীরাই জানেন যে প্রায় ২২ বছর যাবতই মাওলানা সা'দ সাহেবের সাইতারাহ ও ইস্তিলাহ হাসিল হয়ে গেছে। তাঁর নির্দেশনাই সকলে বাস্তবায়ন করে আসছেন। গত ২২ বছর ধরে এই মেহনতের যত ফয়সালা, উসূল, তরতীব হেদায়েত সব মাওলানা সা'দ সাহেবই দিয়ে আসছেন। **তিনি যেভাবে বলছেন সেই উসূলেই এই মেহনত চলে আসছে এবং সবাই জানত শেষ পর্যন্ত তিনিই আমীর হবেন।** এমনকি মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহঃ হায়াতে থাকতেও টঙ্গী ইজতেমায় খুবই সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে কেউ দেখেননি যে, মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহঃ কোন ফয়সালা দিচ্ছেন। **সমস্ত ফয়সালা মাওলানা সা'দ সাহেবই করে আসছেন।**

তাবলীগের নিযাম গত ২২ বছর কে সামলিয়েছেন? এতদিন কে গালেব ছিলেন? এই তরীকা ইসলামী তরীকাই। শাহ সাহেব রহঃ এটাই লিখেছেন। এখানে কোন গড়বড় নেই। এভাবে যদি কেউ আমীর হয়ে যান তাহলেও প্রশ্ন তোলা যায় না যে, তিনি কিভাবে আমীর হয়েছেন?

(৩) মাশওয়ারার দ্বারা অথবা শূরা বানিয়ে

সর্বশেষ পদ্ধতি মাশোয়ারা করে আমীর বানানো। আজ আলমী শূরার নামে দাবী জানানো হচ্ছে শূরা মেনে নিতে। কিন্তু তাঁরা মাশোয়ারাতে পেশ হতে চাননি। তাঁরা মাওলানা সা'দ সাহেবকে চাপ দিয়ে শূরা কায়েম করতে চেয়েছিলেন যে এই এই লোককে শূরা বানাতে হবে। তিনি তাঁদের জানালেন নিযামুদ্দিনে কবে মাশোয়ারা ছাড়া কোন কাজ হয়েছে? এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, মাওলানা সা'দ সাহেব সব সময় হায়াতুস সাহাবা পড়তেন, মাওলানা যুবায়ের সাহেব সব সময় দুআ করতেন। এটাও বিনা মাশোয়ারায় হত না। প্রতিদিন মাশোয়ারা করেই এটা ফয়সালা হত। মাওলানা উমর পালনপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৫ বছর টানা ফজরের বয়ান করেছেন। এটাও নির্ধারিত কিছু ছিল না। বরং রোজানা মাশোয়ারায় ফয়সালা হত।

তাঁদের শূরার দাবিকে সম্মান জানিয়ে, মাওলানা সা'দ পুরানোদের মাশোয়ারায় উমূর উঠালেন। শূরা গঠিত হল। জিজ্ঞাসা করা হল, শূরাদের কাজ তো কাউকে মাশোয়ারা দেয়া। এই শূরা কাকে মাশোয়ারা দিবে? তখন তাঁরা বললেন, আপনাকে মাশোয়ারা দিবে। পুরানো সাথীদের মাশোয়ারায় এভাবে শূরা, শূরার ফয়সাল ও আমীর বানানো হয়ে গেল। কিন্তু এখন তাঁরা ইখতিলাফ করছেন!

শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই তিন পদ্ধতির কথা লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন **এই তিন পদ্ধতির যে কোন এক পদ্ধতিতে যদি কেউ আমীর হয়ে যায়, তাহলে তাঁকে মানা ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর যদি কোন কারণে কোন অস্থিরতা বা পেরেশানির আসে, এবং এ কারণে আমীর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবেন, তা জায়েজ হবে না। বরং তা আরো বড় ফাসাদের কারণ হবে।** লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kMAa7g [৮৬]

[মুফতী ত্বকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও আমীর হবার উপরোক্ত পদ্ধতির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 'আজকের ভালো কাজ' [অনুবাদঃ মাওলানা মাকসুদ, প্রকাশঃ হুদহুদ প্রকাশনী, জুলাই ২০১৮] নামক কিতাবের ৩৫১ পৃষ্ঠায় চারটি পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতিঃ মুসলমানের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি কাউকে যোগ্য মনে করে আমীর নির্বাচন করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এভাবেই আমীর হয়েছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ খলীফা বা আমীর যদি কোন এক জামাতকে দায়িত্ব দিয়ে যান যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে একজন আমীর মনোনীত করে নিবেন। যেমন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন।

তৃতীয় পদ্ধতিঃ যদি কেউ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন (শক্তি প্রয়োগ করে বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে)।

চতুর্থ পদ্ধতিঃ যদি আমীর হবার সকল গুণ কারো মধ্যে না পাওয়া যায় তবে যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে তাঁকেই আমীর বানিয়ে নিবে।]

মুফতী ডঃ মুনীর আহমাদ আখুন দামাত বারাকাতুহুম

[নিউইয়র্কের অন্যতম শীর্ষ হানাফী আলেম এবং দারুল উলূম যাকারিয়া নিউইয়র্কের মুহতামিম মুফতী ডঃ মুনীর আহমাদ আখুন দামাত বারাকাতুহুম পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম শহীদ ইউসুফ লুধিয়ানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির (মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা) ছাত্র, খলীফা এবং জামাতা। মুফতী মুনীর সাহেব মুফতী ত্বকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমেরও ছাত্র। নিউইয়র্ক মুসলিম কমিউনিটির এক টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে ধারাবাহিক ভাবে তিনি মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। উল্লেখ্য আমেরিকাতে আমাদের দেশের মত ওয়াজ মাহফিল সহজসাধ্য নয় বলে সেখানকার উলামায়ে কেরাম সাধারণতঃ এভাবে টেলিভিশন প্রোগ্রাম, সোশ্যাল মিডিয়া, জুমার খুৎবা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের কাছে দ্বীনের বার্তা পৌঁছে থাকেন।]

মাওলানা সা'দ সাহেবের ইমারত তো ১৯৯৫ সালেই নির্ধারণ হয়ে গেছে

আসল সমস্যা ইমারতের সমস্যা। (মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে) **অভিযোগ গুলোর বাস্তবতা (হাকিকত) একেবারেই নগণ্য**। যখন তিনি ইমারতের সম্মানে ভূষিত হলেন তখন থেকেই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আমীর হননি বরং আগে থেকেই ছিলেন। ইনআমূল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন ১০ জনকে শূরা বানান, তখন বলে দেন যে তোমরা ১০ জন মিলে একজন আমীর বানিয়ে নিও। এখানে একটা ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে যে, (কিছু) লোক মনে করছে শূরা বানানো হয়েছে কাজ চালানোর জন্য। কিন্তু **শূরা বানানো হয়েছিল আমীর নিযুক্ত করার জন্য।** তাঁরা তিনদিন যাবত মাসোয়ারা করতে থাকেন যে, আমীর কাকে বানাবেন। সেখানে তিনজনের নাম আসে, মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব (রহঃ), মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব (রহঃ) এবং মাওলানা সা'দ সাহেব। তাঁরা তিনজনই কান্ধালাভী খান্দানের মানুষ। এই কাজটাও যেহেতু কান্ধালাভী খান্দান থেকেই এসেছে তাই সর্বোচ্চ প্রাধান্যও তাঁদেরই।

যখন ইমারতের কথা আসল মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান (রহঃ) মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেবের (রহঃ) প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বলেন, আমাকে মেওয়াতের সাথীরা মেনে নাও নিতে পারে। হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাওলানা সা'দ সাহেবকে রায় দিলেন। কিন্তু তিনিও বললেন, আমাকে আমীর বানালে মাওলানা যুবায়ের সাহেবের (মুহিব্বীন) সাথীরা মেনে নাও নিতে পারে। এই কথা গুলো আসতে থাকে। তখন ত্বায় (নির্ধারণ) হল, তাহলে কোন একজনকে আমীর বানানোর প্রয়োজন নেই। মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব (রহঃ), মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব (রহঃ) এবং মাওলানা সা'দ সাহেব এই তিনজন থাকুক। এই তিনজন আমীর। *[নিযামুদ্দিন মারকাজের মিম্বরে মিয়াজী মেহরাব রহঃ এলানে 'আমীর' শব্দটি বলেছিলেন।]* **তাঁরা তিনজন মিলে কাজ চালাবেন।** *[ফয়সালার কাগজেও এভাবে লেখা হয়েছিল।]* তাই এই তিনজন মিলে কাজ চালাতে থাকেন। কাজও চলতে থাকে, ফয়সালা হতে থাকে। ছয় মাস পরে মাওলানা ইজহারুল হাসান (রহঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন দুইজন রয়ে গেলেন। তাঁরা মিলে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে মোটামুটি ১৮ বছর ধরে কাজ চালাতে থাকেন। ১৮ পরে মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেবের ইন্তেকাল হল; তো, এখন একজন আমীর রয়ে গেলেন না!

যেখানে আমীর আগেই থেকেই ছিলেন, একজন রয়ে গেলেন – এখন শূরা বানানোর প্রসঙ্গ আসল, তিনি শূরা বানিয়ে নিলেন! সেখানে মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব, মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেব, মাওলানা ইয়াকুব সাহারানপুরী সাহেব (রহঃ) এমন আটজনকে শূরা বানিয়ে এ কাজ চলতে থাকল। তাঁদের আমীর থাকলেন মাওলানা সা'দ সাহেব।

এখন দ্বিতীয়পক্ষ প্রশ্ন উঠাচ্ছে আমীর কে বানিয়েছে। আরে! আমীর তো শূরাগণ তিনজন বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন; যাঁদের মধ্য থেকে মাওলানা সা'দ রয়ে গেছেন। আরো প্রশ্ন উঠানো হচ্ছে, যে নিজেই ইমারত চায় তাঁকে আমীর না বানানোর কথাই হাদীসে এসেছে। দেখুন যে ঘটনা আমি বলেছি তা বাস্তব। সেখানে মাওলানা সা'দ পরিষ্কার অস্বীকার করেছেন যে আমাকে আমীর বানাবেন না, কেননা অমুক লোকজন নাও জুড়তে পারে। এভাবে যে (ইমারত নিতে) অস্বীকার করে তাঁকে আমীর বানানোই তো নিয়ম। **তাই তাঁর আমীর হওয়া শরীয়ত এবং সুন্নত মোতাবেকই হয়েছে!**

এখন ২০১৫ সালে যখন ইমারতের বিষয় আসল তখন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে এই সকল কথাবার্তা আসা শুরু হল! **দেখুন ২০০১ সালে তিনি যে কথা বলে ছিলেন তাও ২০১৫ সালে উঠানো হচ্ছে! এর মানেই হল আপনার উদ্দেশ্য শুদ্ধ নয়। আপনি ১৫ বছর পেটের মধ্যে রাখলেন, যেই ইমারতের বিষয় আসল অমনি পুরানো কথা বের করতে শুরু করলেন!**

দ্বিতীয় কথা যা বলতে চাই- প্রথম তিন হযরতজী যখন আমীর হয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন ৭০ বছর যাবত এ কাজ সফলতার সাথে চলছিল। এরপর যখন শূরা হল এবং শূরাগণ আমীর নির্ধারণ করতে পারলেন না, তখন স্বয়ং মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহঃ আফসোস করছিলেন, মুফতী জয়নুল আবেদীন সাহেবও (রহঃ) আফসোস করছিলেন যে আমরা আমাদের একজন আমীর নির্ধারণ করতে পারলাম না! যখন (একক) আমীর নির্ধারণ করা গেল না, **দেখুন! ২০ বছরও গেল না! কত বড় বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধের শিকার হয়ে গেল। ইসলামের হেকমত প্রকাশ পেয়ে গেল যে, আমীর হওয়া চাই। যদি (একক) আমীর থাকত ইখতেলাফের সুযোগই হত না**। যখন (একক) আমীর ছিল ৭০ বছর যাবত সফলতার সাথে কাজ চলেছে। কিন্তু যখন (একক) আমীর ছাড়া চলেছে ২০ বছরও যায়নি, এমনই বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে যে, বাংলাদেশের অবস্থা দেখুন, রক্তারক্তি কাণ্ড হচ্ছে, দাঙ্গা হচ্ছে, জানের দুশমন হয়ে গেছে, বিছানাপত্র ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে! এগুলো আমীর ছাড়া চলার নজিতা। *[আস্তাগফিরুল্লাহ! বাংলাদেশে এমনই সফলতার সাথে ফিৎনা করা হয়েছে যে সারা দুনিয়াতে নমুনা হয়ে গেছে!]* যদি (একক) আমীর থাকত এসব কিছুই হত না। মাওলানা সা'দ সাহেব যে ইমারতে এসে গেছেন এটা তো ১৯৯৫ সালেই নির্ধারণ হয়ে গেছে। তিনি বেঁচে আছেন, তিনি ইমারতে এসেছেন। **এখন বাস্তব সমাধান এটাই যে, তাঁকে আমীর হিসাবে মেনে নিন**। লিঙ্কঃ http://bit.ly/2lZTpdN [৮৭]

মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগের জবাব

মুফতী মুনীর আখুন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগের যুক্তি ও দলিল নির্ভর জবাব দিয়েছেন। এখানে তাঁর আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা

হচ্ছে। বিস্তারিত এই লিঙ্কে। ১ম অংশ https://youtu.be/9VcSXCTbwM0 [৯০] ২য় অংশ https://youtu.be/VK5jQmR0bgM [৮৭]

ইখতিলাফ স্বাভাবিক কিন্তু আমীর না থাকা অস্বাভাবিক

বাংলাদেশে যা ঘটেছে তাঁর নিন্দা করে তিনি বলেন- পরস্পরের বাঁধা দেয়া, খুনাখুনি করা, রক্তপাত করা এগুলো কোন দ্বীনী মেহনত নয়। এসব যারা করছেন, তাঁরা দ্বীনের কাজে লেগেছেন কিন্তু দ্বীন তাদের মধ্যে আসেনি। ইখতিলাফ কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহেরুল উলূম, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, জমিয়ত উলামা পাকিস্তান, খতমে নবুওয়াত আন্দোলন সহ বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মেহনতে ইখতিলাফ আগেও হয়েছে। কিন্তু ইখতিলাফ নিয়েই তাঁরা চলছেন, মেহনত করছেন। শূরাপন্থী আলাদা মেহনত করতে পারতেন। কিন্তু বিরোধ করাটা উচিত হয়নি। **যদি একটা চান, তাহলে তরীকা একটাই আপনারা মারকাজে ফিরে আসুন, মাওলানা সা'দ সাহেবকে আমীর মেনে নিন এবং মেহনত করতে থাকুন। আমীর না হওয়া অস্বাভাবিক। ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির উত্তরসূরি হিসাবে মাওলানা সা'দ সাহেবকেই আমীর মেনে নেয়া হোক।**

মুসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে বয়ানে কি গোস্তাখী হয়েছে?

মুসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে তিনি বলেন, মাওলানা সা'দ সাহেব এ থেকে রুজু করেছেন। কিন্তু তিনি যা বলেছেন এতে মুসা আলাইহিস সালামের কোন গোস্তাখী হয়নি বরং তিনি দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন যে, তখন হারুন আলাইহিস সালামের মত নবীর মেহনত সত্ত্বেও ৫ লাখ ৮৮ হাজার উম্মত গোমরাহ হয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াত কত জরুরী। তাছাড়া এতে তো মুসা আলাইহিস সালামের শান আরও বৃদ্ধি পেল। কেননা তিনি না থাকায় এত লোক গোমরাহ হল। অর্থাৎ তাঁর দাওয়াত তাঁর কওমের জন্য খুবই কার্যকরী ছিল।

তাবলীগ ছাড়া অন্য সব মেহনত কি অস্বীকার করা হয়েছে?

মাওলানা সা'দ সাহেব এমন ভাবে বয়ান করেন যাতে মনে হয় তাঁর তাবলীগ ছাড়া সব বেকার। এর জবাবে মুফতী মুনীর বলেন, ইবনে খালদুন বলেছেন যতক্ষণ কেউ নিজের কাজকে সবকিছুর উপরে প্রাধান্য না দিয়েছেন ততক্ষণ কোন মেহনত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই মাওলানা সা'দ সাহেব যে বয়ান করেছেন, এটা একটি পুরানো রীতি। এর দ্বারা অন্যদের অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়।

মোবাইল ফোনের বিষয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের বক্তব্য

মোবাইল ফোনের ব্যাপারে মাওলানা সা'দ সাহেবের মন্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন, তালীম ও তরবিয়াত ভিন্ন জিনিস। ফতোয়া এক জিনিস, আর তরবিয়তের জন্য কিছু নিষেধ করা আলাদা জিনিস। ইলমী ফতোয়া হিসাবে মোবাইল সাথে নিয়ে নামায তো হয়ে যাবে। কিন্তু নিযামুদ্দিন তরবিয়তের জায়গা। তাই মোবাইলসহ নামাযের বিষয়ে তরবিয়ত ও তাকওয়ার হিসাবে মাওলানা সা'দ সাহেবের কথা ঠিকই আছে। বাস্তবেও দেখা যায়, যে মোবাইল নিয়ে মসজিদে আসে তার ধ্যান থাকে না, মসজিদের আদবের খেয়াল থাকে না। যাইহোক **এই ফতোয়ার কারণে তাঁর ইমারত চ্যালেঞ্জ করা যায় না**। আল্লাহর ওলীদের সন্তানদের জান্নাতে ওলীদের কাছেই পৌঁছে দিবেন, এটা

কুরআনের কথা। আল্লাহ তাঁর ওলীদের এতোটুকু কদর করেন! আপনারা কি করছেন? মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশের এই সন্তানকে কষ্ট দিলে কি তাঁর রূহ খুশি হবে?

আযান ও নামাযকে দাওয়াত ও তাশকীলের সাথে তুলনা

আযান যে একটা 'দাওয়াত' একথা তো হাদীসে বর্ণিত দুআতেই আছে- 'দাওয়াতে তাম্মাহ'। আযানে নামাযের জন্য আহ্বান তথা তাশকীল করা হচ্ছে। আর তাবলীগের সাথী মানেই জানেন, তাবলীগের মেহনতে তাশকীলই আসল। তাই এখানেও নামাযই আসল। এতে বিতর্কের কি হল?

কুফরের তোহমৎ দাতাদের ঈমান ও বিয়ে দোহরাতে হবে

যদি কেউ কারো ব্যাপারে কুফরের তোহমৎ দেয় তাহলে সেটা তোহমতদাতার দিকেই আসে। যারা এমন করছে তাদের ঈমান ও বিবাহ দোহরানো দরকার। ফতোয়ায়ে শামীতে আছে- কারো মধ্যে যদি ৯৯টি কুফরের আলামত পাওয়া যায়, কিন্তু এর বিপরীতে ১ টি ঈমানের আলামাত পাওয়া যায় তবুও ঐ এক আলামতই কবুল করে নাও।

নিজেকে আমীর দাবি করা, ব্যক্তিপূজার তোহমৎ এবং অন্যান্য অভিযোগ

ইমারাত সংক্রান্ত যে ঝগড়ার অডিও ছড়ানো হচ্ছে সে বিষয়ে তিনি বলেন, ইমারত তাঁর উপরে এসেছে। এটা ১৯৯৫ সালেই ঠিক হয়ে আছে। তাছাড়া যখন জরুরত পরে তখন ইমারত গ্রহণ করা যায়। এবং প্রয়োজনে আমীর জোরালো ভাবে তাঁর ইমারত প্রকাশ করতে পারেন। জাহান্নামে যাওয়ার যে কথা বলেছেন, তা রাগ প্রকাশের একটা বাচনভঙ্গি; কোন ফতোয়া নয়।

ব্যক্তিপুজা তোহমতের জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিকেই নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়েছেন। কোন জামানায় যদি একাধিক নবী পাঠিয়েছেন সেক্ষেত্রেও একজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই অডিওর শুরুতে তিনি বলেন শরীয়তের হুকুম ইমারত দিকেই।

এছাড়াও তিনি আসহাফে কাহাফের কুকুর ও বাঘের বিতর্ক, হেদায়েত আল্লাহর হাতে ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠ জবাব দেন।

নতুন সাথীরা কিভাবে মেহনত করবে, এর জবাবে বলেন, যে কেউ যে কোন ভাবে মেহনত করতে পারে। কারো অসম্মান না করি। ইখলাস থাকলে যে কেউ তার নিজ মেহনতের দ্বারা ফায়দা পাবে।

মাওলানা সা'দ সাহেব একদফা বিরোধের ভয়ে ইমারত নিতে অস্বীকার করেছিলেন, এখন তো তাই হচ্ছে। তাহলে ইমারত স্বীকার করছেন কেন?

হযরতজী রহঃ দশজনকে বাছাই করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য আমীর মনোনয়ন করা। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইখতিয়ারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর বানিয়ে ছিলেন। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এভাবে ইউসুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে আমীর বানিয়ে যান। তাঁর পরে মাওলানা ইনআমূল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মনোনীত করা হয়। ইনআমূল হাসান রহঃ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুকরণে ১০ জনের শূরা বানান। এটা এজন্য যে, তাঁরা আমীর মনোনীত করবেন। হযরতজী ইন্তেকালের পরে তিনদিন যাবত নিযামুদ্দিনে মাশোয়ারা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মিয়াজী মেহরাব সাহেব ঘোষণা করলেন যে, এক আমীরের উপরে ইত্তেফাক

হতে না পারায় তিনজনকে আমীর বানানো হল। *[উল্লেখ্য মিয়াঁজী মেহরাব রহঃ মিম্বরে এলান করার সময় তিনজনের ব্যাপারে 'আমীর' শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন, যা মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মালিক মাদানী দামাত বারাকাতুহুমও নিশ্চিত করেছেন।]* মাওলানা ইজহারুল হাসান, মাওলানা যুবায়েরুল হাসান এবং মাওলানা সা'দ সাহেব। তিন জন আপোষে পরামর্শ করে কাজ চালাবেন।

এই তিনজন মিলে মিশে কাজ চালাতে থাকেন। মাওলানা ইজারুল হাসান রহঃ মোটামুটি ৬ মাসের মাথায় ইন্তেকাল করেন। এরপর প্রায় ১৮ বছর আপোষে মাশোয়ারা করে দুইও আমীর কাজ চালাতে থাকেন। এরপর যখন যুবায়েরুল হাসান রহঃ ইন্তেকাল করলেন তখন পুরাতন লোকদের মাঝে এই একজনই রয়ে গেলেন। হাজী আবুল ওয়াহাব সাহেবও ছিলেন। তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। তিনি মুরুব্বী ছিলেন। কিন্তু ইমারত যাঁদের উপর ছিল তাঁদের মধ্যে মাওলানা সা'দ সাহেবই থেকেই গেলেন। তাই ইমারত তাঁর উপরে এসে গেছে। তিনি ইমারত ছিনিয়ে নেননি। যে তিনজনের উপরে পুরাতন বড়গণ ইমারতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শেষপর্যন্ত একজন রয়ে গেলেন। তিনি যে আমীর এটা তো আগে থেকেই নির্ধারিত।

আর শুরুতে যে তিনি ইমারত নিতে অস্বীকার করেছিলেন; তা তো ইতিবাচক। এতে বুঝা যায় ইমারতের জন্য তাঁর আগ্রহ বা চাহিদা ছিল না। যখন জরুরত ছিল না এবং অন্য বিকল্প ছিল তখন অস্বীকার করেছেন। কিন্তু যখন জরুরত থাকে তখন তো ইমারত নেয়াই উচিত। নতুবা জামাত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই তিনি ইমারত ইখতিয়ার করেছেন। এভাবেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহী গ্রহণ করেছিলেন দেশকে বাঁচানোর জন্য।

তাই আগে যখন ইমারত গ্রহণে অস্বীকার করেছিলেন তখন অবস্থা ভিন্ন ছিল। এবং অনেক যোগ্য ব্যক্তিই ছিলেন যারা ইমারতের যোগ্য ছিলেন। তাই বলা গেছে যে আমি কবুল করতে পারছি না। অন্য কেউ করতে পারে। কিন্তু এখন তো শুধু তিনিই থেকে গেলেন। সেই জামানার লোকদের মধ্যে থেকে এবং তাঁদের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে তিনিই রয়ে গেলেন। এখন তাই তাঁর উপরেই জিম্মাদারী এসেছে। তাই এখন আর পিছু হটা নয় বরং দ্বীনের মেহনত সামলানোর জন্য ইমারাত ইখতিয়ার করাই উচিত। তিনি ইখতিয়ার করেছেন। আর এটাই দ্বীনের তাকাজা। এটা মোটেই শরীয়তের খেলাপ নয়।

'মক্কা মদীনার পরে নিযামুদ্দিনই আসল' এর ব্যাখ্যা

এ বিষয়ে মুফতী ডঃ মুনীর বলেন, এটা নির্ভর করে আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। যেমন ইংরেজি 6; আমি 6 দেখলে আপনি 9 দেখবেন। হেদায়েতের মেহনতের মারকাজ হিসাবে দেখলে মাওলানা সা'দ সাহেবের কথা তো ঠিকই আছে। মক্কা মদীনায় যে হেদায়েতের মেহনত হত তা এখন নিযামুদ্দিনের হচ্ছে। মানুষের দীলে মক্কা মদীনার আজমতও নিযামুদ্দিনের মেহনত থেকেই পয়দা হয়। জুনায়েদ জামশেদের অন্তরে গান বাজনার আজমত ছিল, সেখানে মক্কা মদীনার আজমত কে পয়দা করেছে? তারিক জামিল ডাক্তার না হয়ে আলেম কিভাবে হলেন? মর্যাদা হিসাবে বায়তুল মুকাদ্দাস ঠিক আছে, এটা সকলেই জানে। **তাই এই নিয়ে বিতর্ক করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।**

তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন ও মারকাজিয়াতের প্রেক্ষাপটে উপরের তুলনাটির ব্যাখ্যা

তাফাক্কাহু ফিদ দ্বীন কি এবং কিভাবে হাসিল হয়? – মুফতী ত্বকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম

শুধু ইলম যথেষ্ট নয়। **জরুরী হল, তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন, তথা দ্বীনের সমঝ বা বুঝ। এটা শুধু কিতাব বা ইলম থেকে আসে না। বরং দ্বীনের বুঝ রাখনে এমন কারো সুহাবত থেকেই আসে। দ্বীনের সমঝ কি? দ্বীনের সমঝ হল, দ্বীন আমার কাছে যখন যা চায় তখন দ্বীনের তাকাজার উপরে আমল করা। [অর্থাৎ সময় ও হালত অনুসারে দ্বীনের তাকাজার উপরে আমল করাই তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন।]** হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জামানায় এক এলাকায় বেশ ফিৎনা হচ্ছিল, লোকজন মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা মুরতাদ হয়নি কিন্তু হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হযরত (রহঃ) ঐ লোকদের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নাকি ইসলাম ছেড়ে দিয়েছ? তাঁরা বলল, না! আমরা তো মুসলমান! আমরা তো তাজিয়া উঠাই! [শিয়াদের একটি আনুষ্ঠানিকতা।] (মুফতী ত্বকী উসমানীসহ উপস্থিত লোক হেসে ফেলেন।) থানভী রহঃ বললেন, "আচ্ছা! তোমরা তাজিয়া উঠাও? হ্যাঁ এটা সব সময় করবে! বন্ধ করবে না।"

আপনারা জানেন, তাজিয়া উঠানো একটি বিদআত এবং রুসুম। কিন্তু সে সময়ে এটি কুফর ও ঈমানের আলামতে পরিণত হয়েছিল। এখন যদি তাকে এটা নিষেধ করা হয়, তাহলে তাকে মুরতাদ হওয়া থেকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু এর উসিলাতেও যদি তাকে মুরতাদ হওয়া থেকে বাঁচানো যায় তাহলে পরে ইসলাহের রাস্তা বের হবে। এটাই হল, ইলম এবং তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীনের পার্থক্য। এভাবে হালত উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন।

ঐ অবস্থায় যদি ঐ গ্রামের কেউ কোন আলেমকে তাজিয়া উঠানোর উপরে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করত; আর ঐ আলেম যদি তাফাক্কুহ ছাড়া শুধুমাত্র ইলমের বুনিয়াদে ফতোয়া দিতেন, তাহলে ভুল ভাবে তিনি গোমরাহীর ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কখনো কখনো কোন অবস্থা, পরিস্থিতির কারণে কিছু কিছু জিনিসকে দূরে রাখতে হয় এবং কিছু কিছু জিনিস শক্ত ভাবে ধরে রাখতে হয়। এটাই হল তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন। এটা শুধুমাত্র কিতাব পড়া বা মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রি হাসিল করার দ্বারা আসে না। এটা বুযুর্গদের সুহাবত দ্বারা হাসিল হয়। লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kyt1au । [৮৮] (১৭-২১ মিনিট)

মারকাজিয়াত – দ্বীনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত এবং দাওয়াতে তাবলীগের মূল ভিত্তি

মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ এই সমালোচনায় নিযামুদ্দিনের মারকাজিয়াতের দিকটি একেবারেই বিবেচনায় আনেননি। যেমন তিনি বলেছেন "তো এ নিযামুদ্দীনও তো একটা মসজিদ।" এবং নিযামুদ্দিনকে ঢাকার বায়তুল মুকাররমের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ তাবলীগের মাসাআলা শত বছর ধরে নিযামুদ্দিনেই সমাধান করা হয়েছে। এবং তাবলীগের পুরাতন আকাবিরগণও তাবলীগের যে কোন সমস্যা নিযামুদ্দিন থেকেই সমাধানের জন্য বলেছেন। অর্থাৎ নিযামুদ্দিন একটি মসজিদ হওয়ার পাশাপাশি, এটি যে দাওয়াত ও তাবলীগের বিগত প্রায় একশত বছরের মারকাজ বা কেন্দ্র সমালোচকরা তা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথচ সমকালীন অন্যান্য দ্বীনী মেহনতের সাথে এই মেহনতের পার্থক্য মারকাজিয়াত। অন্যান্য মেহনতও মারকাজ কেন্দ্রিকই হয়েছে। গাঙ্গুহী, রায়পুরী,

থানভী এই নামগুলোই এর প্রমাণ। কিন্তু সেখানে আলাদা ভাবে মারকাজিয়াত গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ফলে ঐ মারকাজগুলো স্থায়ী হয়নি।

এর বিপরীতে এই মেহনতের শুরু থেকেই মারকাজিয়াতের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যেভাবে খুলাফা রাশেদা বিশেষতঃ উমর রাযিয়াল্লহু আনহু মদীনার মারকাজিয়াতের গুরুত্ব দিয়েছেন। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি হায়াতে থাকতেই এই মারকাজের জন্য উত্তরসূরি নির্ধারণ করে গেছেন। এরপর মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুরু করে বড় বড় আকাবিরগণ সকলেই নিযামুদ্দিনের মারকাজিয়াত অক্ষুণ্ণ রাখতে বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন। যা তাঁদের মালফুজাত ও মাকাতিব থেকেই স্পষ্ট। হযরতজী ইনামুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি সব ব্যাপারেই উসূলের মধ্যে সর্বোচ্চ ছাড় দিতেন। কিন্তু নিযামুদ্দিনের মারকাজিয়াতের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র আপোষ করেননি। একদফা রায়বেন্ডের তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে তাঁর সাহেবযাদাকে আমীর মনোনয়নের পরামর্শ দিলে তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে মুখের উপরে বলে দেন - এসব সিদ্ধান্তের জায়গা নিযামুদ্দিন, এখানে নয়!

তবে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ছাড়া আলাদা ভাবে মারকাজিয়াতের সুন্নতের উপর গুরুত্ব দেয়ার নজীর এই জামানায় দেখা যায় না বললেই চলে। ফলে যাঁদের এই মেহনতের সাথে সম্পর্ক তেমন গভীর নয়, তাঁদের চোখে মারকাজ নিযামুদ্দিন শুধুই একটা মসজিদ। কিন্তু দ্বীনের মেহনতের সাথে মারকাজের সম্পর্ক কতটা গভীর তা ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির আলোচনায় বুঝা যায়। তিনি তাঁর 'দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি' কিতাবে মারকাজিয়াতের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই কিতাবে তিনি দ্বীনের মেহনতের মূলনীতি হিসাবে মারকাজিয়াতের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেন [পৃষ্ঠা ৭০-৭১]। এরপর আরো অধিক গুরুত্ব বুঝাতে ১০৯ পৃষ্ঠায় 'দাওয়াতের সংবিধান' (!) উল্লেখ করেন। **এই সংবিধানের প্রথম দুটি ধারাই তিনি মারকাজিয়াতের উপরে লিখেছেন। অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের জন্য মারকাজিয়াত শুধু অন্যতম মূলনীতিই নয় বরং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ভিত্তি**। কিতাবটি মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ অনুবাদ করেন এবং মাকতাবাতুল আশরাফ মে ২০০৩ এ প্রকাশিত করে।

মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহঃ এক চিঠিতে দাওয়াত ও তাবলীগের ৪০ টি গুরুত্বপূর্ণ উসূল বর্ণনা করেন। সব গুলো উসূল আলোচনা শেষে তিনি ৪০ তম পয়েন্টে মারকাজের সাথে সম্পর্কের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি লিখেন, "দাওয়াতের মোবারক মেহনতের কর্মীদের নিজ জেলার মারকাজের সাথে জুড়িয়ে রাখা নিতান্ত জরুরী। প্রতিটি জেলার মৌলিক মারকাজ মাত্র একটি। পক্ষান্তরে এর অধীনে শাখা প্রশাখা হতে পারে। যেমন খুলাফায়ে রাশেদার যুগে মদীনা মুনাওয়ারা মূল মারকাজ ছিল। এবং খুলাফাদের অবস্থান কেন্দ্রও ছিল। তেমনি ভাবে আমাদের মারকাজ নিযামুদ্দিন বাংলা ওয়ালী মসজিদ। **প্রত্যেক নতুন ও পুরাতন সাথীদের মারকাজের সাথে সম্পর্ক থাকা জরুরী**। প্রথমতঃ আসা যাওয়ার মাধ্যমে, দ্বিতীয়তঃ চিঠিপত্রের মাধ্যমে। **নিজের সকল সমস্যায় মারকাজে জিজ্ঞেস করে কাজ করতে হবে**।" [মাকাতীবে সা'ঈদ, ৫০নং চিঠি]

উলামায়ে কেরাম বলেন, **মারকাজিয়াত শুধুমাত্র খেলাফতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয়**। বরং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহনতেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মারকাজিয়াত। তিনি মক্কা মুকাররমায় 'দারে আরকামে' অস্থায়ী মারকাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এটা সকলেই জানেন, খিলাফত তখনও কায়েম হয়নি। এরপর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারাতে তাশরীফ নিয়ে যান; তখনও আম্মাজানদের জরুরতের কোন ব্যবস্থা করার আগেই মসজিদ নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে যান। কারণ মসজিদ শুধু ইবাদাতের জায়গা নয় বরং একটা মারকাজ। এবং শুধু প্রশাসনিক বা খিলাফত নয় বরং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদ ছিল মুসলমানদের ইলমী, রূহানী, প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা... এক কথায় পুর্ণাঙ্গ মারকাজ।

মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের উদ্যোগ

সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রপৌত্র এবং হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ৩৮ তম বংশধর। তিনি হিজরী ১৩৮৫ (১৯৬৫ ঈসায়ী) সালে নিযামুদ্দিনেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা হলেন সিদ্দিকী খান্দানের প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা ইজহারুল হাসান কান্ধালাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কন্যা। ফলে পিতা মাতা উভয় তরফ থেকেই তিনি হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর।

মাওলানা সা'দ সাহেব শৈশবেই পিতৃহারা হন। এবং তাঁর অন্য কোন নিকট অভিভাবকও হায়াতে ছিলেন না। ফলে মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির একমাত্র বংশপ্রদীপ হিসাবে নিযামুদ্দিন মারকাজ এবং তাবলীগের মুহিব্বীন সকল আকাবিরে উলামায়ে কেরামের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে তাঁর তরবীয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং তাঁরই নির্দেশে হযরতজী মাওলানা ইনআমূল হাসান এবং মাওলানা ইজহারুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহুমা উভয়েই নিবিড় ভাবে শিশু সা'দ সাহেবের তরবীয়ত করেন। তাঁরা উভয়েই মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মাওলানা সা'দ সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

মারকাজ নিযামুদ্দিনে নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় হযরতজী মাওলানা ইনামুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই মাত্র ছয় বছর বয়সে তাঁকে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকটে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দেন। **সেখানে মসজিদে নববীর 'রওযাতুল জান্নাহ'তে শায়খুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে তাঁর হাতেখড়ি হয় এবং তিনিই তাঁকে (মাওলানা সা'দ সাহেবকে) হেফযের প্রথম সবক দেন। পরবর্তীতে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই মাওলানা সা'দ সাহেবকে তিনি খিলাফতও দান করেন।** মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির পরিবারের প্রশংসা করে হযরত নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, *এই পরিবারের সন্তানরা মায়ের কোলেই এমন ভাবে তরবীয়ত প্রাপ্ত হন, যা বহু বছর কোন কামেল শায়েখের সুহাবতেও থাকলেও অনেক সময় হাসিল হয় না।*

মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির তত্ত্বধায়নে মদীনা মুনাওয়ারাতে হিফয এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি আবারো নিযামুদ্দিনে ফিরে আসেন। **১৯৮৭ সালে তিনি মারকাজ নিযামুদ্দিন সংলগ্ন কাশিফুল উলূম মাদ্রাসা থেকে তকমীল (দাওরা হাদীস) সম্পন্ন করেন। তাঁর হাদীসের উস্তাদ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ বালিয়াভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি,** যিনি আব্দুল কাদের রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা ছিলেন। অন্যান্য উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ইনআমূল হাসান, মাওলানা ইজহারুল হাসান, মাওলানা আহমাদ গোধরা, ক্বারী শাব্বির সাহেব (রায়পুরী রহঃ এর খলীফা), মাওলানা মুঈন, মাওলানা ইয়াকুব সাহেবসহ আরও অনেকে। রহিমাহুমুল্লাহ। তাঁর অন্যতম উস্তাদ মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা, মাওলানা শওকত কাসেমী, মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মাওলানা শামসুর রহমান,

মাওলানা ইয়াকুব সিলুনী, মাওলানা ইলিয়াস বারবাঙ্কাভী প্রমুখ এখনো হায়াতে আছেন। হাফিজাহুমুল্লাহ। তাঁদের মধ্যে মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা হাফিজাহুল্লাহ ছাড়া সকলে নিযামুদ্দিনেই আছেন। *[সাধারণ ভাবে 'মারকাজের মাদ্রাসাগুলো মানসম্পন্ন নয়' এমন একটা বদগুমানী চালু আছে। এই বদগুমানী থেকে হেফাজতের জন্য কয়েকটি কথা। কাশিফুল উলূম একটু আলাদা। এটি মারকাজের মাদ্রাসাও নয়। বরং মারকাজ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে এমনকি দারুল উলূম দেওবন্দেরও পূর্বে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর একমাত্র পুত্রের তরবিয়তের জন্য এই মাদ্রাসাতেই পাঠিয়েছিলেন, কেননা তিনি আশঙ্কা করছিলেন, মাজাহেরুল উলূমে থাকলে শায়েখপুত্র হিসাবে তালহা সাহেবের মধ্যে অহংকার পয়দা হতে পারে। শায়েখপুত্র পীর সাহেব মাওলানা তালহা রহয়াতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ১২ আগস্ট ২০১৯) এই মাদ্রাসা থেকেই তকমীল সম্পন্ন করেন। তাঁর উস্তাদগণের অধিকাংশই মাওলানা সা'দ সাহেবেরও উস্তাদ ছিলেন। তাঁরা সকলেই শায়েখের পরম আস্থাভাজন এবং অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। বিস্তারিত সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নভদী রহঃ লিখিত 'দ্বীনী দাওয়াত' ও 'হায়াতে শায়খুল হাদীস' কিতাব দুটি থেকে দেখে নেয়া যেতে পারে]*

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বশেষ জীবিত খলীফা মাওলানা ইফতেখারুল হাসান কান্ধালাভীর (সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, রহিমাহুল্লাহ) সাথে তাঁর ইসলাহী সম্পর্ক রয়েছে। এবং খিলাফতও প্রাপ্ত হয়েছেন। [এই কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] এছাড়াও তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে বিভিন্ন সময়ে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান, মুফতী যাইনুল আবেদীন, মাওলানা উমর পালানপুরী, হযরতজী মাওলানা ইনআমূল হাসান, মাওলানা উবাইদুল্লাহ বালিয়াভী, মিয়াঁজী মেহরাব সাহেব, ক্বারী দাউদ সাহেব, হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব, মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সহ নিযামুদ্দিন ও রায়বেন্ড মারকাজের অসংখ্য আকাবির ও বুযুর্গানে কেরামের সুহাবাত প্রাপ্ত হয়েছেন। রহিমাহুমুল্লাহ। [মুফতী ত্বকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের মতে বুযুর্গানে কেরামের সুহাবতই 'তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন' হাসিলের উপায়। শুধুমাত্র কিতাব পড়ার দ্বারা তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন হাসিল হয় না। [৮৮]] বিশেষতঃ ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘনিষ্ঠ সাথী এবং খলীফা ক্বারী দাউদ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে খুবই মুহাব্বাত করতেন এবং সর্বদা সাথে রাখতেন; নিজের নাতি হিসাবে পরিচয় দিতেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা এতই গভীর ছিল যে, যারা চিনতেন না তারা বাস্তবিকই তাঁদের দাদা-নাতি মনে করতেন।

এভাবে শিশু বয়স থেকেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু ঐ জামানার বিশিষ্ট আকাবির উলামা ও বুযুর্গানে কেরাম দ্বারা মাওলানা সা'দ সাহেবের আ'লা দরজার তরবীয়তের বন্দোবস্ত করেন। ফলে কখনো নিকট অভিভাবকদের (বাবা, দাদা বা চাচা) অভাব অনুভূতই হয়নি।

বর্তমানে তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের আলমী জিম্মাদার ও কাশিফুল উলূম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হিসাবে দায়িত্বশীল আছেন। এবং গত ২২ বছর যাবতই তিনি মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির সহযোগিতায় দাওয়াতের কাজের জিম্মাদারী আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন এবং দাওয়াতের মেহনত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৯০ সালে তিনি শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির দৌহিত্রী, মাযাহেরুল উলূমের বর্তমান মহাপরিচালক মাওলানা সালমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের কন্যা বিবাহ করেন। তিনি ৩ পুত্র ও ২ কন্যার জনক। বড় দুই পুত্র কাশিফুল উলূম থেকে ফারেগ হয়ে সাল লাগিয়েছেন এবং বর্তমানে নিযামুদ্দিনে খেদমতে রয়েছেন। কনিষ্ঠ পুত্রও তকমীল সম্পন্ন করে সালে চলছেন (অক্টোবর, ২০১৯)। *[ইন্দোরের মাওলানা আব্দুস শাকুর খান সাহেবের মুজাকারা থেকে সংগৃহীত।]*

হালত সমাধানে মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির পথ অনুসরণ

তাবলীগের মজুদা হালতের শুরু থেকেই তা সমাধানের জন্য তিনি নিরলস ভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। প্রথমত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির দেখানো পথেই তিনি এই হালত মোকাবেলা করছেন। তা হল, কারো কোন কথার জবাব না দেয়া। নিরবে নিবিষ্ট মনে নিজের কাজ করে যাওয়া। মাওলানা সা'দ সাহেব ঠিক এই কাজটিই করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কত অভিযোগের ঝড় বহানো হয়েছে। কিন্তু তিনি নিরব আছেন। না তিনি এসবের কোন জবাব দিচ্ছেন, আর না কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছেন। কেউ তাঁর পক্ষে কিছু বলার চেষ্টা করলে, তাঁকেও চুপ করিয়ে দিচ্ছেন। সাথীদেরও তারগীব দিচ্ছেন, এসবের পিছনে না পড়ে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে নিবিষ্ট মনে মেহনত করে যাওয়া। উল্লেখ্য মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি অভিযোগকারীদের স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হিসাবে আখ্যায়িত করে কোন অভিযোগের জবাব না দেয়াকে এ কাজের অন্যতম উসূল হিসাবে উল্লেখ করেছেন [মাকাতীবে সা'ঈদ, ৪৪ নং চিঠি]। উমর রাযিয়াল্লহু আনহু বলতেন, "জিম্মাদার আল্লাহর রাস্তায় কোন সমালচককে ভয় করবেন না।" [হায়াতুস সাহাবা (ইফা) ২/১৩৮] মাওলানা সা'দ সাহেব সর্বদাই উলামায়ে কেরামের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং নিজেও পুরাতন সাথী এবং উলামায়ে কেরামের সাথে সমন্বয় করে চলছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সমন্বয়

[দারুল উলূম দেওবন্দের এক মাওকিফের দ্বারা প্রথম তাবলীগের মজুদা হালত প্রথম জনসম্মুখে আসে (বিশেষ করে বাংলাদেশে)। মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম শুরু থেকেই এ ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সমন্বয় করে আসছেন। তিনি দারুল উলূমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, দারুল উলূম যখন যেভাবে রুজু করতে বলেছেন, তখন ঠিক সেভাবেই রুজু করে আসছেন। এ সময় তিনি মাযাহেরুল উলূমের তৎকালীন শায়খুল হাদীস মাওলানা ইউনুস জৌনপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মহাপরিচালক মাওলানা সাইয়্যেদ রাবে' হাসানী নদভী দামাত বারাকাতুহুমসহ ভারতবর্ষের বড় বড় উলামায়ে কেরাম থেকে ইলমী পরামর্শ নেন। মাওলানা ইউনুস জৌনপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা রাবে' হাসানী নদভী দামাত বারাকাতুহুম উভয়েই তাঁর দলিলপত্র বিশ্লেষণ করে তাঁকে রুজু করতে নিষেধ করে ছিলেন। কিন্তু মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দারুল উলূম দেওবন্দ সারা পৃথিবীর কোটি মানুষের ভরসার জায়গা। আমি 'এক ব্যক্তি সা'দ'-এর (হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব) কারণে এত মানুষের আস্থার জায়গা বিনষ্ট হোক, তা চাই না। বরং আমার নিজের ব্যক্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হোক।

এ সময় মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে দারুল উলূমের চিঠিপত্র ও রুজুনামা আদান প্রদানের ঘটনা প্রবাহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। এর বিস্তারিত ইতিমধ্যেই 'কিছু অজানা কথা' কিতাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের নিকটেও রয়েছে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করে যেতে পারে।]

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম চিঠি

এখানে হাওয়ালা নম্বর দেয়া হয়েছে ৯৬/৩। কোন তারিখ দেয়া নেই। তবে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন সেখানে ২২ সফর ১৪৩৮ (২৩ নভেম্বর ২০১৬) উল্লেখ আছে। এখানে বিশেষত বাংলাদেশের কথা উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে সারাবিশ্ব থেকে তাঁদের কাছে মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে ফতোয়া চাওয়া হচ্ছে। এই হাওয়ালায় মাওলানা সা'দ সাহেবের বিভিন্ন বয়ানের উপরে ৭ টি বিষয়ে আপত্তি করা হয়েছে। এবং তাঁরা এই মাওকিফকে মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রতি সংশোধনমূলক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, **এই মাওকিফে স্পষ্ট যে তাঁরা মাওলানা সা'দ সাহেবকে এই জামাতের জিম্মাদার বলেই মনে করেন। যা একেবারে শেষের দিকে আলাদা ভাবে নোট আকারে লিখে দিয়েছেন।** তাই যারা দারুল উলূমের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরোধিতা করছেন তাঁদের অন্ততঃ জিম্মাদারীর প্রশ্নে আর কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। এই চিঠিতে প্রায় ১৪ জনের স্বাক্ষর ছিল।

এই মাওকিফ দারুল ইফতা থেকে প্রকাশিত হয়নি। প্রতিটি ফতোয়াতে দারুল উলূমের প্রথা মাফিক আলাদা আলাদা ফতোয়া নম্বর থাকে। কিন্তু এই মাওকিফে এমন কিছু ছিল না। এর শেষের দিকেও বলা হয়েছে এই 'ফতোয়া' তাহকীক করা হল। অর্থাৎ ফতোয়া হিসাবে চূড়ান্ত করা হয়নি। তাছাড়া মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী, মুফতী হাবিবুর রহমান খায়দাবাদী, মাওলানা নি'মাতুল্লাহ আযমী হাফিজাহুমুল্লহ সকলেই বলছেন, এটি ফতোয়া নয়। আমাদের বাংলাদেশের মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহও বলেছেন, এখানে দেওবন্দ নিজেদের অবস্থান জাহির করেছেন, তাঁরা ফতোয়া হিসাবে দাবি করেননি। [২] [৫:০৫ – ৫:১৮] তাছাড়া চলমান বিরোধকে তিনি নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব হিসাবেই দেখেন। তিনি বলেন, দেওবন্দের ফতোয়া কিছু না, বাংলাদেশের উলামাদের ফতোয়াও কিছু না। আসল হল নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। যা কিছু ঘটছে এর গোড়া ঐখানে। [২] [৮:৫৫ – ৯:৪২]

মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রথম রুজুনামা

দারুল উলূমের প্রথম মাওকিফের প্রেক্ষিতে মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম প্রথম রুজুনামা পাঠান। এখানে ২৯ সফর ১৪৩৮ (৩০ নভেম্বর ২০১৬) তারিখে মাওলানা সা'দ সাহেবের স্বাক্ষর রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ ৮ই রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ (৮ ডিসেম্বর ২০১৬) এই রুজু নামা প্রকাশ করেন।

এখানে হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারকাতুহুম শুরুতেই পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন,

> *অধম আলহামদুলিল্লাহ, সকল আকাবির, উলামায়ে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের মাশায়েখদের অবস্থান এবং তাবলীগ জামাতের আকাবির হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব কান্ধালাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত মাওলানা ইনআমূল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাসলাকের উপরই আছি। তা থেকে বিন্দু পরিমাণ থেকে বিচ্যুত হওয়াও পছন্দ করি না।"*

এরপর তিনি বলেন, "আপনাদের অমূল্য তেহরীরে আমার পুরনো বয়ানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে। **পরিষ্কার ভাষায় তা থেকে রুজু করছি**। আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও মেহেরবানী আশা করছি।"

তিনি আরো উল্লেখ করেন, **"আমরা (তাবলীগ জামাত) আলাদা কোন জামাত বা গোষ্ঠী নই। আমাদের আলাদা কোন মাযহাব বা ত্বরীকা নেই। আমরা আহলে সুন্নতওয়াল জামাতেরই অন্তর্ভুক্ত।** দ্বীন দুনিয়া বা ইলম অর্জন সব বিষয়ে মাদ্রাসাগুলোই আমাদের মারকাজ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের (হিন্দুস্তানে) বিশেষ করে উত্তর প্রদেশকে মারকাজ হিসেবে কবুল করেছেন। **উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক আমাদের মাসলাক**। তাবলীগীদের আলাদা মতাদর্শ থাকা মারাত্মক গোমরাহী, ফিৎনার কারণ। আমাদের জন্য এসব মারকাজ ছাড়া অন্য কোথাও কিছু তালাশ করার কোন সুযোগ নেই।" এরপর তিনি আশঙ্কা করেন যে, কিছু কিছু ব্যাপারে হয়ত ভুল বুঝাবুঝি বা ভুল ধারণা হয়েছে।

মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রথম রুজুনামার পরিপ্রেক্ষিতে দেওবন্দের চিঠি

মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রথম রুজুনামা দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছলে তাঁরা মাওলানা সা'দ সাহেবকে এর জবাব দিয়ে এক চিঠি দেন। মূল চিঠিতে কোন হাওয়ালা বা তারিখ ছিল না। নিচে ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ (৫ ডিসেম্বর ২০১৬) তারিখে মুহতামিম সাহেবের একক স্বাক্ষর ছিল।

এই চিঠিতে তাঁর রুজুর প্রশংসা করে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয় যে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা ভুল ধারণা করা হয়নি। চিঠিতে তাঁর প্রচেষ্টা এবং খান্দানের প্রশংসা করে বলা হয়, দারুল উলূম তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ নেক ধারণা করে এবং দারুল উলূম তাবলীগের মেহনতের প্রতি হিতকামনা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখছে। এরপর দারুল উলূম তাঁকে চিঠি চালাচালি দীর্ঘায়িত না করার পরামর্শ দেন।

দারুল উলূমের মানসা মাফিক দ্বিতীয় রুজুনামা

এই রুজুনামা মুলত প্রথম রুজুনামারই সম্পূরক এবং প্রায় অনুরূপ। এখানে মাওলানা সা'দ সাহেব প্রথম রুজুনামার যে অংশ গুলোতে দারুল উলূম আপত্তি করেছিল, তা পুরাপুরি প্রত্যাহার করেন।

দ্বিতীয়বারের এই রুজুনামা হস্তান্তর করেন মাওলানা নুরুল হাসান রাশেদ কান্ধালাভী, মাওলানা জিয়াউল হাসান, মাওলানা বদরুল হাসান, মুফতী আবুল হাসান আরশাদ প্রমুখ; দামাত বারাকাতুহুম। তাঁরা সকলেই ভারতের খ্যাতিমান উলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত। এই রুজুনামা দারুল উলূম দেওবন্দে পেশ করা হলে তা কবুল করে একটি সংক্ষিপ্ত রশিদ দেয়া হয় এবং ওয়াদা করা হয় যে, দু দিনের মধ্যে লিখিত আকারে বিস্তারিত ভাবে দেয়া হবে।

দারুল উলূম দেওবন্দের রশিদ

সম্মানিত জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব (মাদ্দাজিল্লুহুল আলীয়া),

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

আশাকরি ভালো আছেন। আজ ১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬, রোজ রবিবার; জনাব মাওলানা নুরুল হাসান রাশেদ কান্ধালাভী ও তাঁর সাথীদের মারফত আপনার লেখা ১০ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী এর চিঠি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এতে **আপনি আপনার পূর্বের বয়ানাতের থেকে নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় রুজুনামা প্রকাশ**

করেছেন। আল্লাহপাক আপনাকে জাযায়ে খায়ের দিন। আপনার লেখাটি অন্যান্য আসাতিযাকেরাম ও মুফতীয়ানেকেরামগণের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছে। তাঁরা এই রুজুনামায় আশ্বস্ত হয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত রশিদের দ্বারা (আপাতত) সকলের অবস্থান জানানো হলো।

দারুল উলূমের পক্ষ থেকে পরে বিস্তারিতভাবে লিখিত আকারে পাঠানো হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াসসালাম।

স্বাক্ষর–

আবুল কাসেম নোমানী

মোহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ ১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরি

দারুল উলূমের দেয়া রশিদের কপি

মাওলানা সা'দ সাহেবের

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

دار العلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ..........   التاریخ..........

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

مکرمی جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عافیت فراواں مطلوب ہے۔ تحریر مطلب یہ ہے کہ آپ کا نمائندہ بتاریخ ۱۱ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ مطابق ۱۱ دسمبر ۲۰۱۶ء
بروز اتوار جناب مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کے ہمراہ ان کے رفقاء کے ذریعہ آپ
کی تحریر مورخہ ۱۰ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ موصول ہوئی۔ جس میں آپ نے اپنے سابقہ بیانات سے
اپنی جانب سے واضح الفاظ میں رجوع کیا ہے۔ فجزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔
آپ کی تحریر اکابر اساتذہ کرام اور منتسبین نظام کی مجلس میں پڑھی گئی۔ حضرات
اساتذہ کرام و منتسبین نظام اس رجوع نامہ سے مطمئن ہیں۔ یہ مختصر تحریر بطور
رسید ارسال خدمت ہے۔ ان شاء اللہ دارالعلوم کی طرف سے
مفصل تحریر جلد ہی روانہ خدمت کر دی جائے گی۔ والسلام

مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۲ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ

ওয়াজাহাতসহ তৃতীয় রুজুনামা

কিন্তু (যে কারণেই হোক) ওয়াদা মাফিক লিখিত বিস্তারিত কোন চিঠি দারুল উলূম থেকে আসেনি। ফলে ১০ রবিউস সানী, ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক ১০ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে মাওলানা সা'দ সাহেবের পক্ষ থেকে আবারো একটি ওয়াজাহাত (স্পষ্টকরণ বার্তা) সহ রুজুনামা পাঠানো হয়। এই বার্তা বহন করেন মাওলানা শওকত সাহেব কাসেমী ও মাওলানা জমশেদ সাহেব।

এখানে তিনি পূর্বের মতই দারুল উলূমের সব আপত্তি থেকে রুজু করেছেন বলে আবারো উল্লেখ করেন। তবে 'তাফসীর বির রায়' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর রেওয়ায়েত গুলো কম গ্রহণযোগ্য। কিন্তু 'তাফসীর বির রায়' নয়। এরপর তিনি বেশ কয়েকটি বিষয়ে বিখ্যাত কিছু কিতাবের হাওয়ালা পেশ করেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন এগুলো অনুত্তম তাফসীর। এবং এগুলো থেকেও রুজু করে তিনি ভবিষ্যতের আরও সতর্ক হওয়ার ওয়াদা করেন।

২০ দিন পর দারুল উলূম দেওবন্দের জবাব

আগের দুই দফা তেমন দেরি না করলেও, এ দফা প্রায় ২০ দিন পর দারুল উলূম দেওবন্দ আবারো জবাব দেন। তবে এ দফা চিঠি না পাঠিয়ে আবারো অফিসিয়াল হাওয়ালা দিয়ে তিন পৃষ্ঠার জবাব প্রকাশ করা হয়। হাওয়ালা নম্বর ১৯৬/৩। তারিখ ২৮ জানুয়ারী ২০১৭।

এখানে মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু ও ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করে, **শুধুমাত্র** হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যার আপত্তি করা হয়। এবং কেন তাঁরা এ বিষয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাখ্যা কবুল করেননি, তা স্পষ্ট করেন। এবং মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী সাহেবের 'ওয়ামা আ'জালাকা আন ক্বওমিকা ইয়া মুসা' পুস্তিকা কথা উল্লেখ করে বলেন এই আয়াতের সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সেখানে আছে। এই হাওয়ালার সাথে পুস্তিকাটিও প্রকাশ করা হয়।

দারুল উলূম বলেন, "কিন্তু যেহেতু মাওলানা সাহেব সে সকল ভুল থেকে রুজু করেছেন এবং আগামীতে তা করবেন না বলে আশ্বস্ত করছেন। তাই আমরাও তাঁর প্রতি এতেমাদ (আস্থা) রেখে আশা করছি, নির্ভরযোগ্য আলেমগণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন এমন সব বিষয় থেকে তিনি আগামীতে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবেন।

মাওলানা সা'দ সাহেবের বিশেষত এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে তাঁর বয়ানটি 'মারজুহ' তাফসির হিসেবেও মানা যাচ্ছে না। বরং সেটা সম্পূর্ণই ভুল। এবং জলিলুল কদর নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মকাদ্দাস শানেরও খেলাফ!"

সুতরাং **মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে মাওলানা সা'দ সাহেবকে নিজের সকল বয়ানাত থেকে বিনা ব্যাখ্যায় বিনা শর্তে রুজু করতে হবে। এবং স্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে।**"

এখানে স্পষ্ট যে, দারুল উলূম দেওবন্দ মাওলানা সা'দ সাহেবের অন্যান্য ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আর কোন আপত্তি করেননি। এবং শুধুমাত্র মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারেই রুজু চেয়েছেন।

এই হাওয়ালায় দারুল উলূমের প্রায় ১৫ জন আসাতিযাকেরামের দস্তখত ও সিল মোহর ছিল।

ব্যাখ্যাবিহীন ও বিনা বাক্যব্যয়ে চতুর্থ রুজুনামা

[দারুল উলূম দেওবন্দের ২৮ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের হাওয়ালায় মাওলানা সা'দ সাহেবের অন্যান্য আপত্তিকৃত বিষয় গুলোতে রুজু কবুল করে শুধুমাত্র হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বিনা ব্যাখ্যায় রুজু করার জন্য আহ্বান করা হয়। তবে এ দফা পূর্বের মত নিযামুদ্দিনে কোন চিঠি প্রেরণ করা হয়নি।

মাওলানা সা'দ সাহেব এই আহ্বানকে কবুল করে দারুল উলূম দেওবন্দের দায়িত্বশীলদের বরাবর তাঁদের চাহিদা মাফিক কোন রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই রুজুনামা প্রেরণ করেন। জামেয়া ফারুকিয়া আনোয়ারুল উলূমের মুহতামিম মুফতী রিয়াসাত আলী বুলন্দশহরী ও দারুল উলূমের ইফতা বিভাগে অন্যতম মুফতী– মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান সাহেবের ছোট ভাই হাফেজ মাসউদের মাধ্যমে আবারো এই রুজুনামা প্রেরণ করা হয়।

দুঃখজনক যে, প্রায় ঘণ্টা খানেক অনুনয় বিনয়ের পরেও দারুল উলূমের মুহতামিম মুফতী আবুল কাসেম নোমানী হাফিজাহুল্লাহ রুজুনামাটি গ্রহণ করেন নি! তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য রুজুনামাগুলো দারুল উলূম থেকে প্রকাশ করা হলেও এই রুজুনামাটি অদ্যবধি প্রকাশ করা হয়নি। রুজুনামাটি নিম্নরূপ।]

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
জনাব মুফতী আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারাকতুহুমের খেদমতে।

আশা করি ভালোই আছেন। হযরতের চিঠি পেয়েছি, যেখানে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া, যুক্তিহীন, শর্তহীন রুজু করার হুকুম দিয়েছেন। **বান্দার দিলে দারুল উলূম দেওবন্দের উলামা হযরতগণের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে। হযরত মুসা আলাহিস সালামের তুর পাহাড়ে তাশরীফ নেয়ার ঘটনায় বান্দা তামাম হিলা-বাহানা, তাবিল ছাড়াই রুজু করছে। ভবিষ্যতেও এ ধরণের বয়ানের থেকে সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের মজবুত ইচ্ছা রয়েছে ও করবে ইনশাআল্লাহ।** আল্লাহ তায়ালা নিজ হেফাজতে ও নিরাপত্তার ছায়ার রাখুন।

স্বাক্ষর–

বান্দা মোহাম্মদ সা'দ

বাংলাওয়ালী মসজিদ, দিল্লি

৪ জমাদিউল আওয়াল, ১৪৩৮ হিজরী (২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)

ব্যাখ্যাবিহীন ও বিনা বাক্যব্যয়ে চতুর্থ রুজুনামার কপি

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

بخدمت جناب مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم
امید ھے کہ مزاج عالی بخیر ہونگے
آنجناب کا خط موصول ہوا جس میں آنجناب نے
بندہ کو بلا تاویل و توجیہ رجوع کرنے کا حکم دیا ھے

بندہ کو حضرات علماء دار العلوم دیوبند پر مکمل اعتماد ھے
اور حضرت موسی علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف
لے جانے والے واقعہ میں بندہ اپنے تمام بیانات سے
بلا تاویل و توجیہ رجوع کرتا ھے
اور آئندہ اس کے بیان کرنے سے ان شاء اللہ تعالی
مکمل اجتناب کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ھے

اللہ تبارک وتعالی اپنا حفظ وامان عطا فرمائیں ؛ آمین

۳ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ　　فقط والسلام
مطابق ۲ فروری ۲۰۱۷ء
بندہ

بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین دھلی

মাওলানা সা'দ সাহেব এরপর বিভিন্ন মজলিশে তাঁর এই রুজুর কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। যেমন ভূপাল, সীতাপুর, এমনকি দেওবন্দ এলাকার ইজতেমাতেও (দারুল উলূমের অনেক আকাবিরগণ সহ ৩ লাখের বেশি মজমা ছিল) এবং গুজরাটের জোড়ে।

তাবলীগের উভয় পক্ষ থেকে দারুল উলূমের নিরপেক্ষ অবস্থান ঘোষণা

এরপর দীর্ঘদিন চুপ থাকার পরে ২০১৭ সালের ঈদুল ফিতরের পর নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে দারুল উলূম দেওবন্দ সিদ্ধান্ত নেন, সেখানে আপাতত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ স্থগিত থাকবে। এবং গত ৮/৯/২০১৭ তারিখে ৪৯৯ নং হাওয়ালায় দারুল উলূম দেওবন্দ দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান ঘোষণা করে বলেন, **দারুল উলূমের মেহনতের ময়দান এবং তাবলীগের মেহনতের ময়দান আলাদা। ফলে এখানে তাঁদের কোন পক্ষের প্রতি সমর্থনের অবকাশ নেই। তাই তাঁরা উভয় পক্ষ থেকেই সমান দূরত্ব বজায় রাখবেন।** তাঁরা আরও বলেন, **তাবলীগের সমস্যার সমাধান তাঁদের আকাবিরগনই করবেন।** [এই কিতাবের ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

মাওলানা সা'দ সাহেবের ইলানী রুজু

[বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে এক প্রতিনিধি দল ভারত সফর করলে, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ বাদ ফজর দেওবন্দের আকাবিরীন হযরতগণের সাথে বৈঠক হয়। বৈঠকে দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব ও মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব হাফিজাহুমুল্লাহ বলেন যে, মুসা আলাহিস সালামের ব্যাপারে ইলানী রুজু করলে আমাদের আর কোন আপত্তি থাকবে না। উল্লেখ্য এসময় **দারুল উলূম মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে আমাদের দেশের মত পাইকারী গোমরাহী অভিযোগ না করে, তাঁর বক্তব্যগুলোকে অসতর্কতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এবং সম্পূর্ণ আলোচনাতে শুধুমাত্র মুসা আলাইহিস সালামের বিষয়েই কথা বলেছেন।** [সুত্রঃ প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের কপির জন্য দেখুন, 'কিছু অজানা কথা' পৃষ্ঠা ৬৫।]

একই দিনে প্রতিনিধিদল নিযামুদ্দিন মারকাজে যান। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী মাওলানা সা'দ সাহেব নিযামুদ্দিন মারকাজে ঐ দিনই বাদ ইশা হায়াতুস সাহাবা পড়ার পর প্রায় ১০/১৫ হাজার মজমার উপস্থিতিতে (যেখানে ১০-১২টি দেশের মেহমানও উপস্থিত ছিলেন) প্রকাশ্যে ইলানী রুজু করেন। এতে প্রতিনিধি দলের সবাই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।]

আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

ইলম হলো আ'মালের মাপকাঠি। ইলমই আসল, উম্মতের পথপ্রদর্শক। নিজের সকল কথা ও কাজ ইলম ও আহলে ইলমদের সামনে পেশ করা। উলামায়ে কেরাম ইমাম ও নেতা, আর উম্মত মুক্তাদি। উলামায়ে কেরাম অনুসরণীয় এবং উম্মত অনুসরণকারী। তাঁরা এজন্যই অনুসরণীয় যে, ইলমই হলো আসল ইমাম এবং ইলমই সব। সকল কাজ ও আ'মাল ইলমের অধীন। আমাদের প্রতিটি কথা, কাজ ও আ'মাল, এক কথায় আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে উলামায়ে কেরামের রাহবারী ও দিক-নির্দেশনা মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। এটিই মৌলিক বিষয়। কেননা, ইলম ছাড়া অন্য সবই জেহালত ও গোমরাহী।

তাই আমি চাই সব কথা, কাজ ও বয়ানে এটা দেখা যে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম কী বলেন? সাহাবাকেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন এই বিষয়ে সর্বাধিক ভয় করতেন। তাঁরা নিজেদের আ'মালের তুলনায় তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতেন যে, আমার এই কথা ও কাজ ইলম অনুযায়ী হচ্ছে, নাকি ইলমের পরিপন্থী হচ্ছে?

কথাগুলো আমি ভূমিকাস্বরূপ আরজ করলাম। কারণ, কখনো কখনো বয়ানের মধ্যে এমন জিনিস এসে যায়, যা কোন না কোন ভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের পবিত্রতা, সম্মান ও মর্যাদার খেলাপ। যেমন, আমার বিষয়টিই বলছি। আমার থেকে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বয়ানে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গ এসেছে, বিশেষত তাঁর ব্যক্তিগত (ইনফারাদী) আ'মালে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, এ ব্যাপারে বয়ান হয়েছে। কোন কথার দ্বারা যদি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের বড়ত্ব মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও তাঁদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রেণু পরিমাণ সন্দেহও প্রকাশ পায়; তা থেকে সর্বদাই রুজু করা উচিত।

এই ঘটনায় যেহেতু নিশ্চিতভাবে এদিকে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর স্বীয় জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর জাতি গোমরাহ হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ); এসব বয়ান করা এবং এসবের পক্ষে দলিল পেশ করা উচিত নয়। বরং এ ধরণের সর্বদা কথা পরিহার করা উচিত।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, আম্বিয়াকেরাম আলাইহিমুস সালাম তাঁদের উপর অর্পিত দু'টি দায়িত্ব তথা দাওয়াত ও ইবাদত পরিপূর্ণ ভাবেই আদায় করেছেন। এ কথার সামান্যতম সন্দেহ করাও উচিত নয় যে, কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ত্রুটি বা কমতি ছিল। তাই কোন বয়ানে এ ধরণের কথা এসে থাকলে, **আমি তা থেকে রুজু করছি; এ ব্যাপারে অন্যদেরও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।** সাহাবায়ে কেরাম ফতোয়া দেয়া বা কোন বিষয়ে উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে কতই না সতর্ক থাকতেন!

দ্বিতীয় কথা হলো, এ কথার সমর্থন বা এ কথা সাব্যস্ত করার কোন ধরণের চেষ্টা করা– এটাও একটি ভুল। যা ভুল তা ভুলই। সুতরাং এসব বিষয়ে বিশ্বাসগত (ইতিকাদান) ও স্বীকারোক্তিমূলক (কওলান) উভয় দিক থেকেই রুজু করা উচিত।

ভাইয়েরা! ভালো করে শুনে নিন। আমি বলি, আল্লাহ তায়ালা উলামায়ে কেরামদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। কেননা, তাঁরা এ ধরণের ভুলের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। সুতরাং এ কথা খুব ভালো করে মনে রাখবেন, উলামায়ে কেরামের এমন সতর্ক করার কারণে তাঁদের নিজেদের প্রতি অনুগ্রহকারী (মুহসিন) মনে করবেন। নিজের কথা সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাঁদের প্রতিপক্ষ মনে করা চরম মূর্খতা ও বোকামি। তাঁদের সর্বদা মুহসিন মনে করা। আর এই কথা সকলের জানা যে, যিনি ভুল ধরিয়ে দেন, তাঁকে সবসময় অনুগ্রহকারী ভাবা উচিত।

সাহাবাকেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য লোক নির্দিষ্ট করে রাখতেন। হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু পরপর চার জুম্মায় এই ঘোষণা দেন যে, (গণিমত বা বাইতুল মালের) সম্পদ আমার। আমি যাকে ইচ্ছে দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না। চার জুমা পার হয়ে গেলেও কারো হিম্মত হয়নি এ কথার ভুল ধরিয়ে দেয়। পরবর্তী জুমায় ঠিকই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিবাদ করে বলেন, "আমিরুল মু'মিনীনের কথা সঠিক নয়। সম্পদ তো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের। তাঁদের হুকুম অনুযায়ী-ই খরচ করতে হবে।" হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু নামাযের পর সেই ব্যক্তিকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন। উপস্থিত সকলে ভেবেছিল, হয়ত তাঁর উপর কোন শাস্তি শুরু হবে। তিনি আগ বাড়িয়ে বলতে গেলেন কেন? কিন্তু ঐ ব্যক্তি ভেতরে গিয়ে ভিন্ন অবস্থা দেখলেন। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন,

"আহইয়ানি আহইয়াকালাল্লহু, তিনি আমাকে শুদ্ধ জীবন দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে শান্তি ও নিরাপদে রাখুন। আমি মরতে বসেছিলাম।"

আমার উপরে উম্মতের যে মহান জিম্মাদারী আছে, কেউ যদি আমার ভুল না ধরিয়ে দেয়, তাহলে এর মধ্যে কি কোন কল্যাণই থাকতে পারে? তাঁরা এভাবেই এমন ব্যক্তি তৈরি করতেন, যাঁরা তাঁদের ভুল শুধরে দিবেন। এ কারণেই মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু চার জুমায় একই ঘোষণা করেছেন, যেন কেউ তাঁর ভুল ধরিয়ে দেয়। তাই যে উলামা হযরতগণ আপনাদের ভুল ধরিয়ে দেন, তাদের মুহসীন মনে করবেন। আল্লাহ আহলে হক্ক উলামায়ে কেরামদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাঁরা এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন, যা বর্ণনা করলে আম্বিয়াকেরাম আলাইহিমুস সালামদের মহান সত্তা, পবিত্রতা ও মর্যাদায় আঁচড় লাগে; ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। লিঙ্কঃ http://bit.ly/2lfTdqx [১৬১]

মাওলানা সা'দ সাহেবের দ্বিতীয়বার ইলানী রুজু

মাওলানা সা'দ সাহেব বাংলাদেশে কাকরাইল মসজিদে জুম্মার নামাযের আগে আবারো প্রকাশ্যে রুজু করেন। তিনি বলেন, "আমাদের কাজ হল বয়ান করা। উলামায়ে কেরাম শুনেন। কোথাও প্রয়োজন পড়লে সংশোধন করে দেন। বয়ানকারীর উচিত ঐ সংশোধনী গ্রহণ করা। আমি আরজ করছি, বাংলাওয়ালী মসজিদেও করেছি, **মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় অবশ্যই ভুল হয়েছে, উলামায়ে কেরাম সংশোধনী দিয়েছেন। আমি তখনই এ থেকে রুজু করেছি। বয়ানে এ ধরণের কথা বলা যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সাথে মানানসই নয় তা থেকে রুজু করা দরকার এবং কোন ওয়াজাহাত করা উচিত নয়।** আমাদের মাযহাব আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের মাযহাব। আল্লাহ না করুক, এ থেকে কোন ফারাক হয়ে যায় এমন সকল কথা থেকে আমি রুজু করছি এবং করাই উচিত। আমি এজন্যই বললাম যে, আমি আগেও (বাংলাওয়ালী মসজিদে) করেছি। আমি জানি না আপনাদের পর্যন্ত এ খবর এসেছে কিনা। **এমন সকল কথা থেকেই রুজু করা উচিত। এবং আমি রুজু করছি।** আমরা ইলম হাসিল করব এবং উলামায়ে কেরামের সুহাবত ও তাঁদের মজলিসে হাজির হওয়া ইবাদাত ইয়াকীন করব।" লিঙ্কঃ http://bit.ly/2mfZvqq [১৬২]

মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু কবুল করে দেওবন্দের অবস্থান প্রকাশ

বিনা শর্তে লিখিত ভাবে রুজু করার প্রায় এক বছর পরে গত ৩১ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু কবুল করে এক হাওয়ালা (নম্বর ২/৩) প্রকাশ করেন, যেখানে আরও বলা হয়েছে **"মুসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেবের রুজু ঘোষণার পর বিগত কিছুদিন ধরে দেশ-বিদেশের অনেকেই দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান জানতে নিয়মিত প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। যার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, মুসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু আশ্বস্ত হওয়ার মত।"** এবং আরো বলা হয়েছে, **"মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে আকাবির-আসলাফের পথের উপর অবিচল রাখুন। আমিন। যারা বারবার দারুল উলূম দেওবন্দের শরণাপন্ন হচ্ছেন, তাদের আবারো জানানো হচ্ছে- তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরীণ ইখতিলাফের সাথে দারুল উলূম দেওবন্দের কোন সম্পর্ক নেই।"**

আগের দুটি মাওকিফে প্রায় ১৪/১৫ জনের স্বাক্ষর থাকলেও এখানে মাত্র তিনজনের স্বাক্ষর ছিল। যথাক্রমেঃ মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী, মাওলানা আরশাদ মাদানী এবং মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী। (হাফিজাহুমুল্লহ) [মাওলানা আব্দুল খালেক মাদ্রাজী হাফিজাহুল্লাহ, যাঁকে বাংলাদেশে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরোধী হিসাবে উপস্থাপন হয়, তিনিও স্বাক্ষর করেননি।]

[কেউ কেউ বলতে চাচ্ছেন, এখানে শুধুমাত্র মুসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে রুজু কবুলের কথা বলা হয়েছে; অন্য গুলো নয়। কিন্তু 'হাওয়ালা নম্বর ১৯৬/৩ তারিখ ২৮ জানুয়ারী ২০১৭'-এ দারুল উলূম থেকে শুধুমাত্র এ বিষয়েই রুজু চাওয়া হয়েছিল, এবং এখানে সেই রুজু কবুল করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মাওলানা নি'মাতুল্লাহ আযমী এবং মাওলানা আব্দুল খালিক মাদ্রাজী দামাত বারাকাতুহুম উভয়েই একে রুজু কবুলের ঘোষণা বলেই উল্লেখ করেছেন।

এই হাওয়ালায় আরও কিছু কথা ছিল যা বাংলাদেশে বিভিন্ন ফিৎনা করার বাহানা বানানো হচ্ছে। কিন্তু মাওলানা নি'মাতুল্লাহ আযমী দামাত বারাকাতুহুম খুব পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, সেগুলো ব্যক্তিগত মতামত, কোন ফতোয়া নয়। কেননা ফতোয়া হল কোন বিষয়ে শরঈ দলিলভিত্তিক সিদ্ধান্ত। আর **ভবিষ্যতের জন্য কেবল সতর্কই করা যায়, সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না**। [৬৯] মাওলানা আব্দুল খালেক মাদ্রাজী হাফিজাহুল্লাহ বলেন, *এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়। দারুল উলূম কোন ব্যক্তি সম্পর্কে 'আস্থাশীল' এই সনদ দিতে পারে না। কেননা সেক্ষেত্রে এটাকে দলিল বানানো হবে। অথচ ভবিষ্যতের কথা কেউই বলতে পারে না।* [১৬৪] এছাড়াও দারুল উলূমের একাধিক মুফতীয়ানে কেরামের ভাষায় এগুলো সতর্কতা মূলক উপদেশ এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি নিগরানী করার নির্দেশনা, বাঁধা দেয়া বা কোন এক পক্ষের সমর্থন করার বাহানা নয়।

ভবিষ্যতের ব্যাপারে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থাকার কারণেই হয়ত তাঁরা (মাওলানা নি'মাতুল্লাহ আযমী দামাত বারাকাতুহুমের ভাষায়) ব্যক্তিগত ভাবে ঐ মত দিয়েছেন। কিন্তু **মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজুতে তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন এবং তাঁর ভবিষ্যতে সতর্ক হওয়ার ওয়াদার উপরে যে তাঁদের আস্থা রয়েছে তা তাঁরা ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মুহতামিম সাহেব স্বাক্ষরিত রশিদ এবং ২৮ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রায় ১৫ জন আকাবির আসাতিজা কেরাম স্বাক্ষরিত মাওকিফেই জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর ৩১ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত ভাবে রুজু কবুলের ঘোষণা দিয়েছেন**। এরপরও *'দেওবন্দ রুজু কবুল করেননি'* বা *'দেওবন্দ মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে আস্থাশীল নন'* এ জাতীয় কথাবার্তা ছড়ানো সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মূলত বিরোধ জিইয়ে রাখতেই এই প্রোপ্যাগান্ডা।]

দারুল উলূমের অন্যান্য আকাবিরদের এই ওয়াজাহাতনামায় সহমত প্রকাশ করা

এরপর ৭ মে ২০১৮ তারিখে আবারো একটি ওয়াজাহাতনামা প্রকাশ করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় দারুল উলূমের আসাতিযাগণের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই এবং পূর্বের অবস্থানের সাথে তাঁরা একমত। এসময় তাঁরা আবারো উল্লেখ করেন, *"তাবলীগ জামাতের চলমান অভ্যন্তরীণ মতভেদের ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দ তার পূর্বের এই অবস্থানের ওপর এখনো অবিচল রয়েছে*

যে, এই মতভেদ জামাতটির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয়। দারুল উলূম দেওবন্দের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। এ বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ উভয় পক্ষের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রাখবে।"

এক নজরে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রবাহ

১. **২৩ নভেম্বর ২০১৬** — দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ৭ আপত্তি সহ প্রথম হাওয়ালা প্রকাশ
২. **৩০ নভেম্বর ২০১৬** — মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রথম রুজুনামা প্রেরণ
৩. **৫ ডিসেম্বর ২০১৬** — কিছু আপত্তি সহ প্রথম রুজুনামা স্বীকার করে দেওবন্দের জবাব প্রদান
৪. **১০ ডিসেম্বর, ২০১৬** — দারুল উলূমের আপত্তি নিরসন করে দ্বিতীয় রুজুনামা প্রেরণ
৫. **১১ ডিসেম্বর, ২০১৬** — মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজুতে আশ্বস্ত দেওবন্দ থেকে রশিদ প্রদান
৬. **৯ জানুয়ারী, ২০১৭** — ওয়াজাহাতসহ মাওলানা সা'দ সাহেবের তৃতীয় রুজুনামা প্রেরণ
৭. **২৮ জানুয়ারী ২০১৭** — মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু ও ভবিষ্যতে সতর্ক হওয়ার ওয়াদার উপরে দেওবন্দের আস্থা জ্ঞাপন এবং অন্যান্য রুজু কবুল করে শুধুমাত্র মুসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে বিনা তাবিল রুজু চেয়ে দেওবন্দের হাওয়ালা প্রকাশ
৮. **২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭** — মাওলানা সা'দ সাহেবের বিনা তাবিল রুজুনামা (৪র্থ) প্রেরণ
৯. **৯ আগস্ট ২০১৭** — তাবলীগের ইখতিলাফের ব্যাপারে দারুল উলূমের নিরপেক্ষ অবস্থা ঘোষণা
১০. **২৫ ডিসেম্বর, ২০১৭** — বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের দেওবন্দ সফর এবং তাঁদের নিকট দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইলানী রুজু দাবি
১১. **২৫ ডিসেম্বর, ২০১৭** — বাদ এশা নিযামুদ্দিনের মাওলানা সা'দ সাহেবের ইলানী রুজু
১২. **১২ জানুয়ারী ২০১৮** — কাকরাইল মসজিদে মাওলানা সা'দ সাহেবের ২য় ইলানী রুজু
১৩. **৩১ জানুয়ারি, ২০১৮** — দারুল উলূম থেকে রুজু কবুল করার ঘোষণা
১৪. **৭ মে ২০১৮** — দারুল উলূমের পূর্বের অবস্থানের সাথে অন্যান্য উস্তাদগণের একমত হওয়া
১৫. **১৭ জানুয়ারী ২০১৯** — দারুল উলূমের ভিতরে তাবলীগের কাজ স্থগিত ঘোষণা করে নোটিশ

অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ও ইলমী মারকাজের সাথে সমন্বয়

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তাঁর কর্মজীবনের (তাবলীগী জীবনের) শুরু থেকেই উলামায়ে কেরাম ও ইলমী মারকাজসমূহের সাথে সমন্বয় করে চলেছেন। যা তাঁর পূর্বের বিভিন্ন বয়ানাত, বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের মজলিসের বয়ানাত এবং বিভিন্ন মাসোয়ারার ফয়সালাতেই স্পষ্ট। নিযামুদ্দিন মারকাজের বিভিন্ন ইন্তিজামী কাজে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক উলামায়ে কেরাম সংযুক্ত হচ্ছেন। বিভিন্ন মজলিসে ও আমলে উলামায়ে কেরামদের প্রাধান্য দেয়ার জন্য বারবার তারগিব দেন। এজন্য আমাদের দেশের হালকা ও অন্যান্য মাশোয়ারা এবং বিভিন্ন মজলিসে উলামায়ে কেরামদের সামনের দিকে বসানোর প্রচলন চালু আছে।

বর্তমান হালত শুরু হবার পর মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আগের চেয়ে আরো অধিক হারে উলামায়ে কেরামের সাথে সমন্বয় করে চলছেন। বিশেষ করে সাহারানপুর ও নদওয়ার

উলামায়ে কেরামের সাথে (শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুবাদে) এই মেহনতের নাড়ির সম্পর্ক।

তাছাড়া মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুবাদে মাদানী পরিবারের সাথেও এই মেহনতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এ কারণে পিতা ও বড় ভাইয়ের অনুসরণে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহও এই হালত সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে একাধিকবার নিযামুদ্দিন সফর করেছেন এবং মাওলানা সা'দ সাহেবকে নিযামুদ্দিন ত্যাগী হযরতদের অভিমান ভাঙানোর উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান। [মাওলানা সা'দ সাহেব এই মেহনতের অন্যতম সুহৃদ এই প্রবীণ আলেমের অনুরোধ রক্ষা করে ২০১৭ নভেম্বরে মাওলানা সা'দ সাহেব নিজেই মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা হাফিজাহুল্লাহর নিকট যান তাঁর অভিমান ভাঙাতে। [১১১] কিন্তু অদৃশ্য কারণে তিনি ফেরেননি। পরবর্তী ২০১৮ মার্চে চিঠি দিয়ে তাঁরা জানিয়ে দেন আলমী শূরা না মানা হলে তাঁরা নিযামুদ্দিন ফিরবেন না। উল্লেখ্য পূর্বেই তাঁদের নিযামুদ্দিনের শূরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে শরীয়ত পরিপন্থী আমীর বিহীন (আলমী) শূরার উপরে এসরার অব্যহত রাখেন।]

মাওলানা সা'দ সাহেব বর্ষীয়ান এই আলেমে দ্বীন এবং এই পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন মাওলানা সাইয়্যেদ মাহমুদ মাদানী, ক্বারী সাইয়্যেদ উসমান সাহেব, মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান মানসুরপুরী হাফিজাহুমুল্লহ প্রমুখদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। গত ফেব্রুয়ারী (২০১৯) মাসের শেষের দিকে মাওলানা সা'দ সাহেব অসুস্থ মাওলানা আরশাদ মাদানীকে দেখতে যান। এসময় তাঁদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গ আলাপ হয়। মাওলানা আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ মাওলানা সা'দ সাহেবের নিকট দুআ চান। নিজেও অনেক দুআ করেন। [১৬৮]

নদওয়ার মাওলানা সাইয়্যেদ রাবে হাসানী নদভী ও মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান হুসাইনী নদভী হাফিজাহুমুল্লাহ এবং নদওয়ার অন্যান্য উলামায়ে কেরামের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে তিনি মাওলানা সাইয়্যেদ ওয়াজেহ রাশীদ হাসানী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তাজিয়া উপলক্ষ্যে নদওয়া সফর করেন। [৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯] [৯৬]

সাহারানপুর মাযাহেরুল উলূমের শায়খুল হাদীস মাওলানা ইউনুস জৌনপুরী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দের রুজুনামা পাঠানোর আগে তিনি তাঁর থেকে ইলমী পরামর্শ নেন। সামগ্রিক দলীলাদি বিশ্লেষণ করে মাওলানা ইউনুস জৌনপুরী রহঃ তাঁকে রুজু করতে নিষেধ করেছিলেন। এছাড়া মাওলানা সাইয়্যেদ রাবে হাসান নদভী দামাত বারাকাতুহুমও তাঁকে রুজু করতে নিষেধ করেছিলেন। মাযাহেরুল উলূমের বর্তমান শায়খুল হাদীস মাওলানা আকীল সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সাথেও তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও বটে। গত ২০১৮ নভেম্বরে মাওলানা সা'দ সাহেব মাযাহেরুল উলূমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন হযরতজী মাওলানা সা'দ সাহেবকে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে ছাত্রের ভঙ্গীমায় বসে থাকতে দেখা গেছে। [১৬৯] তিনি সর্বদা উলামায়ে কেরামদের এভাবেই সম্মান দিয়ে আসছেন।

গত ৭ মে ২০১৮ ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহির পুত্র মাওলানা সালিম কাসেমী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তাজিয়া উপলক্ষ্যে তিনি দারুল উলূম (ওয়াকফ) সফর করেন। [৯৯] সেখানকার মুহতামিম মাওলানা সুফিয়ান কাসেমী (মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অধস্তন পঞ্চম পুরুষ), শায়খুল হাদীস মাওলানা আহমাদ খিজির শাহ (মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পৌত্র), অন্যতম মুহাদ্দিস মাওলানা খলীল আহমাদ সাজ্জাদ নোমানী (মাওলানা মঞ্জুর নোমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র) প্রমুখদের (দামাত বারাকাতুহুম) সাথে তাঁর বেশ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন সুযোগে এবং নিমন্ত্রণে তিনি ভারতের আকাবির উলামায়ে কেরাম ও বিভিন্ন ইলমী মারকাজসমূহ সফর করে থাকেন। ২০১৭ সালের এক ভিডিও চিত্রে দেখা যাচ্ছে শাহী মুরাদাবাদ মাদ্রাসায় তাঁকে ইমাম বানিয়ে মুহতামিম সাহেবসহ অন্য অন্যান্য আকাবির উলামায়ে কেরাম নামায আদায় করছেন। [১৭০] ভূপাল ইজতেমার পরে (২৬ নভেম্বর ২০১৮) তিনি মধ্য প্রদেশের আমীরে শরীয়তের হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক দামাত বারাকাতুহুম তাঁর দ্বারা দুআ করান। [১৭১]

এছাড়া প্রতিটি ইজতেমাতেই প্রচুর উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত ঔরঙ্গবাদ ইজতেমায় (ফেব্রুয়ারী ২০১৮) প্রায় ৫০ হাজার উলামায়ে কেরাম শরীক ছিলেন। এবং বুলন্দশহর শহর ইজতেমায় (ডিসেম্বর ২০১৮) লক্ষাধিক উলামায়ে কেরাম শরীক ছিলেন। তিনি তাঁদের সাথে বয়ান করা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন ও পরামর্শ নেন। এছাড়া সাহারানপুর, কান্ধালা, নদওয়া, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হায়দারাবাদ, মুরাদাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মেওয়াত এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার মাদ্রাসাগুলোতে তিনি মাঝে মাঝে তাশরীফ নিয়ে যান।

তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উপলক্ষ্য কেন্দ্র করে তিনি উলামায়ে কেরামের সাথে মুনাসিবাত বজায় রেখে চলছেন। যেমন আমরা একটু পূর্বেই দেখেছি তিনি মাওলানা সালিম কাসেমী রহমাতুল্লহি আলাইহি এবং মাওলানা সাইয়্যেদ ওয়াজেহ হাসানী নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহির তাজিয়া উপলক্ষ্যে দারুল উলূম (ওয়াক্বফ) দেওবন্দ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা সফর করেছেন। আবার অসুস্থ মাওলানা আরশাদ মাদানী দামাত বারাকাতুহুমের সাথে হাসপাতালে দেখা করতে গেছেন। গত ২০১৮ জুনে পীর সাহেব মাওলানা তালহা কান্ধালাভীর (বর্তমানে ওফাতপ্রাপ্ত, রহিমাহুল্লাহ) আহলিয়া ইন্তেকাল করলে মাওলানা সা'দ সাহেব সকলের অনুরোধে তাঁর জানাযায় ইমামতি করান। তার কিছুদিন আগে কান্ধালায় এক বিবাহ অনুষ্ঠানে মাওলানা সা'দ সাহেবকে বিবাহ পড়ানোর অনুরোধ করা হয়। এই দুটি অনুষ্ঠানেই সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে আকাবির উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও মাওলানা সা'দ সাহেবের জানাযার ইমামতি করা এবং বিবাহ পড়ানো তাঁর উপর আকাবির উলামায়ে কেরামের আস্থা ও তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক প্রকাশ করে। গত ৩ জুন ২০১৯ তারিখে রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শেষ খলীফা মুফতী ইফতেখারুল

হাসান কান্ধালভীর জানাযাও তিনিই পড়ান। এটা পূর্বানুমিতই ছিল। তবুও মাওলানা আব্দুল খালিক মাদ্রাজি, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ সহ বড় বড় উলামায়ে কেরাম হাজির ছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে উলামায়ে কেরাম যারা তাহকীকাত ও বিবিধ কারণে নিযামুদ্দিন সফর করেছেন তাঁরাও কারগুজারী শুনিয়েছেন, বাংলাদেশী উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে মাওলানা সা'দ সাহেব খুবই আন্তরিক। বাংলাদেশী কোন উলামায়ে কেরাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বেশ আগ্রহ নিয়েই সাক্ষাৎ করেন, সাধ্যমত মেহমানদারী করেন এবং টুকটাক হাদিয়া দিয়ে থাকেন।

এমনকি, এই মেহনতের আমীর হিসাবে তিনি সাধারণ মুসলমানদের সাথেও সমন্বয় করে চলেছেন। মুফতী ইফতেখারুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির জানাযার আগে গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের মতই তাঁকে অন্যান্য সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথে একটি আধাপাকা দেয়ালের কাছে মাটিতে বসে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ সফরগুলোতেও তিনি পারতপক্ষে ট্রেনে সফর করেন। বিভিন্ন স্টেশনে বিরতিতে সময় সুযোগ মত সেখানকার সাধারণ মুসলমানদের সাথে ইত্তেলাত করেন। লন্ডনের মাওলানা মেহবুব সাহেব কাসেমী এই সফরগুলোকে খাজা মইনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঐতিহাসিক সফরগুলোর সাথে তুলনা করেন।

কয়েকটি চ্যালেঞ্জ

দারুল উলূম দেওবন্দকে মাওলানা সালমান নদভী দামাত বারাকাতুহুমের বাহাসের আহ্বান

খতীবুল আ'সার মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান হুসাইনী নদভী দামাত বারাকাতুহুম গত ৩১ মার্চ ২০১৯ দারুল উলূম দেওবন্দের বিরুদ্ধে চলমান মতবিরোধ ও মুসলিম বিশ্বের সংকট সৃষ্টির অভিযোগ এনে তাঁদের ওপেন চ্যালেঞ্জ করেন এবং তা গ্রহণ করতে তাঁদের ৭ দিন সময় দেন।

চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, আকীদা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে কোরআন আমাদের সমাধান দেয়। যে কোন সংকটের মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি তা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে। তাই আপোষে আলোচনা করেই এসব সমাধান করা যায়। তা না করে মুসলমানের মাঝে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোন সমাধান হতে পারে না।

সে সময় তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের উলামাদের থেকে পরামর্শ করে, কুরআন ও হাদীসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে তাঁর সাথে আলোচনার জন্য পাঠাতে অনুরোধ করেন। তিনি একাই কুরআন হাদীসের দলিল সহকারে আলোচনার করার আশা প্রকাশ করেন।

এই চ্যালেঞ্জে তাঁর পক্ষ থেকে কিছু শর্ত ছিল,

১. বদ্ধ ঘরে আলোচনা হবে।
২. আলোচনায় তিনি এবং দেওবন্দের একজন (দুজনের মাঝেই হবে)
৩. পুরো আলোচনা লাইভে সরাসরি সারা দুনিয়ায় প্রচার হবে।
৪. আলোচনা দেখে গোটা বিশ্বের শীর্ষ আলেমগণ সিদ্ধান্ত দিবেন।
৫. আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক করা যাবে না।
৬. বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস দিয়ে সমাধান দিতে হবে।
৭. কেউ কোন বিষয়ে রাগ বা উত্তেজিত হতে পারবেন না।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2ml0iGI [১৭২]

মাওলানা মেহবুব কাসেমী দামাত বারাকাতুহুমের চ্যালেঞ্জ

৪০ বছরের অভিজ্ঞ দাঈ, হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির দীর্ঘদিনের খাদেম, দারুল উলূম দেওবন্দের সূর্য সন্তান মাওলানা মেহবুব কাসেমী মজুদা হালতের শুরু থেকেই উম্মতকে সতর্ক করতে বেশ তৎপর আছেন। মজুদা হালতে তিনি 'দাওয়াতী কাম কা উসলূব' শিরোনামে ধারাবাহিক ভাবে বার্তা প্রকাশ করছেন। প্রতিটি কিস্তি তিনি বেশ দায়িত্ব নিয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাহকীক দ্বারা নিশ্চিত হয়েই প্রকাশ করেন; নতুবা নয়। তাই মাঝে মাঝেই দেখা যায় একেকটা বিষয় ঘটার বেশ কিছু দিন পরে তিনি ঐ বিষয়ে কিস্তি প্রকাশ করেছেন। আবার অনেক বিষয় ভাইরাল হলেও তিনি নিশ্চিত না হতে পারলে এড়িয়ে যান। তাই **তাঁর প্রতিটি কিস্তির বিষয়েই ওপেন চ্যালেঞ্জ রয়েছে**। যে কেউ তাঁর যে কোন কিস্তির ব্যাপারে মুনাজারা করতে পারে।

এ ছাড়াও তিনি বিশেষ ভাবে কয়েকটি বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, মুফতী আবুল কাসেম নোমানী ও মাওলানা তারিক জামিল সাহেব হাফিজাহুমাল্লাহ এবং অভিযোগকারীদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

১. গত ২০১৮ টঙ্গী ইজতেমার সময় বাংলাদেশের আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতী আবুল কাসেম নোমানী দামাত বারাকাতুহুমকে বাংলাদেশের জিম্মাদার সাথীরা ফোন করেছিলেন। যেহেতু তাঁদের চাহিদা মত ইলানী রুজুও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বিষয়টি এই বলে এড়িয়ে যান যে, এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এখানে তাঁর কোন দায় নেই। তখন **মাওলানা মেহবুব সাহেব চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, মুহতামিম সাহেব যেন কসম করে নিজের দায়মুক্তির প্রমাণ দেন।**
২. গত ২০১৭ সালের নভেম্বরে মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা হাফিজাহুল্লাহর সাথে দেখা করেন। তিনি মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব হাফিজাহুল্লাহর সাথেও দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাননি। পরবর্তীতে "আলমী শূরা মেনে নেয়া হলেই কেবল তাঁরা নিযামুদ্দিন ফিরবেন, নতুবা নয়" এমন দাবি করে ২০১৮ মার্চে তাঁরা একটি চিঠি পাঠান। এর পরিপ্রেক্ষিতে **মাওলানা মেহবুব সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দ, মাওলানা তারিক জামিল হাফিজাহুল্লাহ এবং অন্য যেকোন আলেমকে 'আলমী শূরা'র পক্ষে শরঈ দলিল দিতে চ্যালেঞ্জ করেন।**
৩. মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের উপরে কিছু অপবাদ আরোপ করা হলে মাওলানা মেহবুব সাহেব অপবাদ আরোপকারীদের চ্যালেঞ্জ করে অপবাদগুলোর শরীয়ত সম্মত প্রমাণ চেয়েছিলেন। এ সময় তিনি পরপর কয়েকটি কিস্তিতেই এই চ্যালেঞ্জ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।
৪. সম্প্রতি তিনি আমাদের মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন।

তাঁর উপরোক্ত কোন চ্যালেঞ্জই এ যাবত কেউ গ্রহণ করেননি। বরং ২নং ক্ষেত্রে **মুফতী মনসূরুল হক হাফিজাহুল্লাহ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন,** '<u>ইসলামে আমীর ছাড়া শূরা জায়েজ নেই</u>। [১৭৩] <u>এটা কমিউনিস্টদের তরীকা</u> [১৭৪]'। চ্যালেঞ্জ গুলো এখনো ওপেন রয়েছে। শুধুমাত্র মুফতী আবুল কাসেম নোমানী হাফিজাহুল্লাহ কাশ্মীরের উলামায়ে কেরামের এক জামাতের নিকট কসম করে টঙ্গী ইজতেমার বিষয়ে তাঁর সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এ সংক্রান্ত আরও কিছু প্রশ্নের জবাবে সন্তুষ্ট না হতে পেরে ঐ উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধি দল অসন্তোষ প্রকাশ করেন। [১১৪]

মুফতী ইজহারুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ আলেমে দ্বীন, জামিয়া ইসলামিয়া লালখান বাজার চট্টগ্রামের মুহতামিম মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী তাবলীগ নিয়ে বিভ্রান্তি ও সংঘাত সৃষ্টিকারী বাংলাদেশের ১৭ জন আলেমকে ওপেন বাহাসের চ্যালেঞ্জ করেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের ঐ শীর্ষ ১৭ জন আলেম যৌথ স্বাক্ষরে বাংলাদেশের আলেমদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান শরিয়া আদালতের সাবেক প্রধান বিচারপতি, শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানীর কাছে মিথ্যাচারপূর্ণ একটি চিঠি লিখেন। এই চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি এই মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন।

গত সোমবার (১৯ আগস্ট ২০১৯) গুলিস্তানে উলামায়ে কেরামের এক জোড়ে এই ঘোষণা দেন। মুফতী ইজহার বলেন, “তাবলীগের চলমান সংকটকে আরো গভীর ও সাংঘর্ষিক করে তুলতে বিভিন্ন জেলা ও থানায় ওয়াজাহাতী আলেমরা তাবলীগের আলেমদের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে বাহাসের জন্য বরাবর আহ্বান ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছেন। তাবলীগের মুরুব্বীদের ইজাজত না থাকায় এবং স্থানীয় সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার স্বার্থে তারা এসব ওয়াজাহাতী আলেমদের সাথে বিতর্কে জড়ান না। **তাই আঞ্চলিকভাবে এসব বাহাসের আয়োজন করলে আপনাদের উগ্র আচরণের কারণে পরিস্থিতি সংঘর্ষের রূপ নিবে। তাই আসুন, আমরা জাতীয় ভাবে বসি। একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি**।”

সেখানে প্রায় ২৫০০ উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই চ্যালেঞ্জকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, একচেটিয়া ভাবে এই ওয়াজাহাতী আলেমগণ কথার মারপ্যাঁচে চ্যালেঞ্জের নামে উম্মতকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাই জাতীয় ভাবে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বিচক্ষণতার দাবী।

মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী একাধিকবার জোর দিয়ে বলেন, তাবলীগের এই সংকট আঞ্চলিক কোন বিষয় নয়। এমনকি এটি শুধু জাতীয় ইস্যুও নয়। কেবল বাংলাদেশেরও নয়। এটি আলমী তথা আন্তর্জাতিক একটি সংকট। এই সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ‘আমীর ও আলমী শূরা’র বিরোধপূর্ণ মূলনীতি। যা খুব সহজেই মিমাংসাযোগ্য। কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে বাংলাদেশে এটিকে ‘আলেম ও আওয়াম’ বিভক্তির রেখা টেনে করে সংঘাতের ক্ষেত্র বানানো হয়েছে। এখন এই দ্বন্দ্ব একটি জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে। দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। উস্কানীমূলক বক্তব্যের ফলে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংঘাত ও গৃহবিবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। দেশ ও ইসলামের স্বার্থে এর সমাধান হওয়া দরকার। আপনাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ করলাম। সত্যবাদী হলে আলোচনায় বসুন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা বিশ্ব আমীর হযরতজী মাওলানা সাদ কান্ধালভীকে নিয়ে যেসব মিথ্যা কথা বলে জনগণকে তাবলীগের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছেন, যদি বাহাসে বসে এসব কথা সত্য প্রমাণ করতে পারেন তাহলে মুচলেকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে যাবো। তিনি শর্ত দেন,

১. **আপনাদের এই ১৭ জনের সাথে আমরা মূলধারার ১৭ জন আলেম বসব।**
২. **স্থান হবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের চত্বর।**
৩. **বিচারক থাকবেন, দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী, মাওলানা আরশাদ মাদানী (যেহেতু তাঁদের নাম ব্যবহার করেই আপনারা এসব মিথ্যাচার করছেন) ও মুফতী ত্বাকী উসমানী।**
৪. **অতিথি হিসাবে রাখতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, ধর্মমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ ও সকল বাহিনীর প্রধানদের।**
৫. **অনুষ্ঠান মিডিয়ায় সরাসরি লাইভ হবে এবং অডিও/ভিডিও রেকর্ড হবে।**
৬. **আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট থাকবে।**

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2lbiqmg [১৭৫]